বস্তুবাদে গণ্ডগোল

মুহাম্মদ তানভীর হাসান

ILLUMINE

বস্তুবাদে গণ্ডগোল

মুহাম্মদ তানভীর হাসান
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট

বস্তুবাদে গণ্ডগোল

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট,২০২২

সম্পাদনা : রিদওয়ানুর রহমান

পৃষ্ঠা সজ্জা : মুহাম্মদ তানভীর হাসান

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ তানভীর হাসান

প্রকাশক : ইল্যুমাইন পাবলিকেশান

facebook.com/IlluminePublication

মূল্য : ১৫০ টাকা

Bostubade Gondogol by Muhammad Tanvir Hasan, published by Illumine Publication, Dhaka, Bangladesh.

আল কুরআন, ৪১ : ৫৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।
নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

বর্তমানে আমরা যে সময়তে বসবাস করছি এখানে বস্তুবাদী চিন্তাধারা আমাদের বেশিরভাগকেই আচ্ছন্ন করে আছে। এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জাগতিক অগ্রগতি হচ্ছে, এর ফলে এই জাগতিক দুনিয়াকেই আমরা মুখ্য ভেবে বসে আছি অনেকে। সাথে সাথে বাড়ছে আমাদের ভোগবাদিতা। জাগতিক স্বার্থ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। নীতি নৈতিকতার বালাই আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটাই কমেছে। অরথ-প্রাচুর্য এর মোহ আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে। এই দিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জাগতিক উৎকর্ষকে কাজে লাগিয়ে একদল বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে গভীরভাবে সবার মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তাদের দাবী এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকেই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে কোন স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আমরা নাকি মহাবিশ্বে ভাসমান অণু-পরমাণুর সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই না।

তাদের দাবীকে মেনে নিলে আমাদের চিন্তা, আবেগ, বোধ-বুদ্ধি, আমাদের নৈতিকতা, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুর কাঠামো ভেঙে যায়। তাদের দাবী মানলে আমাদের মনের অস্তিত্বের তেমন কোন মূল্য থাকে না , আমাদের এ জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু আমরা বেশীরভাগ মানুষই বুঝতে পারি এই ব্যাপার গুলো আমাদের জীবনে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুবাদীদের যুক্তি, মতামত গুলো বেশ অসাড়। একটু সামান্য গভীরভাবে চিন্তা করলেই এর খুঁত গুলো চোখে ধরা পড়বে। এই বইটিতে আমি চেষ্টা করেছি বস্তুবাদীদের অসাড়তা গুলোকে তুলে ধরতে। বাংলাদেশে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে,

সমসাময়িক নানা মতবাদ ফিতনার বিরুদ্ধে লেখালেখি হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কোন বই চোখে পড়েনি। আমি চেষ্টা করেছি এই এক বইতেই ফিলোসফি, বিজ্ঞান এর দিক থেকে বস্তুবাদের দুর্বলতা গুলো তুলে ধরতে। বইটিকে আমার দিক থেকে মোটামুটি সহজবোধ্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশে চিন্তাশীল মানুষদের মাঝে বইটির যাতে প্রসার হয় সেই দোয়া করছি মহান রবের কাছে। উনার সাহায্য ছাড়া বইটির ওপর কাজ করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব হতো না। একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই আমি সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। সবশেষে আমরা মানুষেরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। বইটিতে যদি কিছু ভুল যদি পান ক্ষমার চোখে দেখবেন।

– মুহাম্মদ তানভীর হাসান

২৫ জুলাই, ২০২২

বস্তুবাদ কি?

বস্তুবাদ কি? এই প্রশ্নের সহজ ভাষায় উত্তর হল বস্তুবাদ একটি ওয়ার্ল্ড ভিউ, জগতকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুবাদীদের মতবাদ গুলো খণ্ডন করতে হলে আমাদের বস্তুবাদ কি সেটা নিয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। বস্তুবাদের মতে জাগতিক বস্তুই হল একমাত্র মৌলিক সত্য এবং কেবল এগুলোই বাস্তব। এই মত বলে সকল জীব, প্রক্রিয়াসমূহ এবং স্কল ঘটনাবলীকে কেবলমাত্র পদার্থের মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল স্বরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, একমাত্র জড়পদার্থই গুরুত্ব বহন করে। যেসকল জিনিস ভৌত ও বস্তুগত নয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাদের গ্রহণ করে না। বস্তুবাদ নিয়ে ফিলোসোফির ভাষায়, একমাত্র পদার্থ অথবা শক্তির অস্তিত্ব আছে। সকল জিনিস বস্তুগত উপাদান দিয়ে গঠিত এবং সকল ঘটনা (আমাদের চেতনা(Consciouness) ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সহ) হল পদার্থের মিথস্ক্রিয়ায় ফলাফল।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বলে, এ জগৎ নাকি কোন স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমনি এমনি তৈরী হয়েছে। আমাদের মন, আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, ইচ্ছাশক্তি এগুলা নাকি ভ্রম (Illusion), এগুলা নাকি জড় মস্তিষ্কের অন্ধ, অচেতন স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। বস্তুবাদীরা পরকালে বিশ্বাস করে না। তাদের মতে মারা গেলেই সব শেষ।

এই মতবাদের সূচনা বেশ পুরনো। এই মতবাদ দেখতে পাওয়া যায় একদম প্রাচীন গ্রিক আমল থেকে[১]। প্রাচীন গ্রীক বস্তুবাদীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন Parmenides, Democritus, Thales, Anaxagoras।
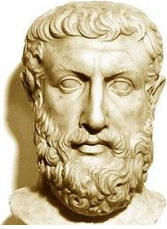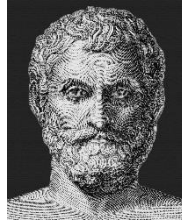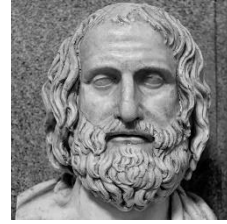
Parmenides Democritus Thales Anaxagoras

গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে – শুন্যস্থানে থাকা পরমাণুর অস্তিত্বই সবকিছুর মূল, এমনকি মানুষের মনের পেছনেও রয়েছে পরমাণু । প্রাচীন ভারতের চার্বাক ছিলেন (খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম–৮ম শতাব্দী) বস্তুবাদী দার্শনিক। প্রাচীন ভারতে আধ্যত্মিক দর্শন সাথে বস্তুবাদী দর্শনেরও অস্তিত্ব ছিল ।কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমাজ বিকাশের নানা ঘনঘটায় তা হারিয়ে যায়। গ্রিসের পতনের পর বেশ কিছুকাল বস্তুবাদী মতবাদ একদম বিস্মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

খ্রিষ্টীয় মধ্যযুগের পতনের পরই বস্তুবাদের নতুন করে উত্থান ঘটে। ১৭শ শতাব্দীতে বেশ কিছু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক 'বস্তুবাদ'–কে পূর্ণজাগরণের চেষ্টা করেন । এদের মধ্যে অন্যতম হলেন পিয়েরে গ্যাসেন্ডি,ডেনিস ডিডেরট,থমাস হবিস । বিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী ধারণা প্রসার লাভ করে।

নিউরোসার্জন মাইকেল এগনর বলেন,

“ বিংশশতাব্দীর শুরুর দিকে আচরণবাদীরা(Behaviorists) বিশ্বাস করতো যে, মন আসলে অপ্রাসঙ্গিক এবং সম্ভবত এর কোন অস্তিত্ব একেবারেই নেই এবং যে ব্যাপারটা গুরুত্ব রাখে তা হলো মানুষের আচরণ বা কোন জীবের আচরণ। তবে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আস্তে আস্তে গ্রহনযোগ্যতা হারায়। ‘মানবমন মস্তিষ্কেরই অনুরুপ’– এই দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৬০–১৯৭০ দশকের দিকে সব বস্তুবাদীদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায়। এর নাম দেয়া হয়েছিল ‘Identity Theory’। এটিও পরে অগ্রহনযোগ্য প্রমাণিত হয়, কারণ অবশ্যই আমাদের মন ও মস্তিষ্ক একই জিনিস নয়।”[২]

বস্তুবাদীরা দাবী করে মানুষের আত্মা বলে আসলে কিছু নেই, এটি নাকি আমাদের মস্তিষ্কের অনেক জটিল প্রক্রিয়া উৎসরিত কোন দিক। তাদের মতে দুনিয়া ও সমাজের জ্ঞানসমূহ হতে হবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাজাত এবং বিজ্ঞান থেকে আসা।বস্তুবাদের কাছে প্রাথমিক ব্যাপার হল পদার্থ এবং আর মন/আত্মা হল গৌণ। অন্যদিকে বস্তুবাদের বিপরীত মতবাদ ভাববাদ (Idealism) মত অনুসারে মন/আত্মা হল প্রাথমিক ব্যাপার আর পদার্থ হল গৌণ।

ভাববাদ (Idealism)	বস্তুবাদ(Materialism)
১. সকল কিছুর মূলে রয়েছে মন ও আইডিয়া	১. সকল কিছু কেবল পদার্থ দ্বারাই গঠিত
২ এই জগতে পদার্থের বাইরেও কিছু রয়েছে	.২ এই জগতে পদার্থের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই
৩ স্পিরিচুয়াল ল(নীতি/সুত্র) হল সার্বজনীন	৩ ভৌত ও প্রাকৃতিক ল(নীতি/সুত্র) সমূহ হল সার্বজনীন

তো আমরা বস্তুবাদ ও ভাববাদের একটা ধারণা পেলাম। এবার আমরা বস্তুবাদের বিভিন্ন ধরণ দেখবো–

বস্তুবাদের বিভিন্ন ধরণ আছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল :

- **Behaviorism**
- **Functionalism**
- **Eliminative Materialism**
- **Reductive Materialism**

Behaviorism নিয়ে একটু আগে আলোচনা হয়েছে।

Functionalism, বস্তুবাদের এই ধরণটি মতে আমাদের মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক অনেকটা কম্পিউটারের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের সম্পর্কের মতই। এই ধারণা গত শতকে এসে অনেক জনপ্রিয়তা পায়। তবে এটি আমাদের মন ও মস্তিকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে যথার্থতার পরিচয় দিতে পারেনি। কারণ আমাদের মন কোন গানিতিক/লজিক্যাল কম্পিউটেশন নয়। বরং মন হল কম্পিউটেশনের বিপরীত যদিও এখানে মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ধরা হয়েছে। কিন্তু মন কোন ধরণের কম্পিউটেশনই নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি তত্ত্ব বস্তুবাদীদের কাছে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠে তা হলো Eliminative Materialism। নামটি খেয়াল করুন। নাম দেখে বুঝা যাচ্ছে এই বস্তুবাদ কোন কিছুকে Eliminate করে বা বাদ দেয়। কি বাদ দেয়? উত্তর হল আমাদের মনকে বাদ দেয়। হ্যাঁ, Eliminative Materialism এর মতে মন বলে আসলে কিছু নেই। এই তত্ত্ব কিন্তু এটা বলে না যে আমরা মনকে পদার্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি বরং এই তত্ত্ব বলে মনের কোন অস্তিত্বই নেই! এই তত্ত্ব অনুযায়ী একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে, আমরা চিন্তার ভ্রমে পড়ে ভাবি যে আমাদের মন আছে!

কোন কিছুর দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অ্যাপ্রোচ করাটা আসলেই অদ্ভুত। কারণ এখানে শুরুতেই আমাদের মনকে বাদ দেয়া হচ্ছে, আর কোন প্রশ্নেরই সুযোগ রাখা হচ্ছে না। কিন্তু এই মতবাদ এখন বস্তুবাদীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

আরেক প্রকার বস্তুবাদ হল হ্রাসমূলক বস্তুবাদ(Reductive Materialism)। এই টাইপ বস্তুবাদীরা আমাদের মন ও চেতনার অস্তিত্ব যে রয়েছে তা স্বীকার করে, কিন্তু এগুলোকে জড় প্রক্রিয়া থেকে একে আলাদা করতে চায় না। তাদের মতে আমাদের মন, চেতনা এবং মস্তিষ্কের মধ্যে জড় রাসায়নিক বিক্রিয়া সমূহ একই ,এসব জড়বিক্রিয়া দিয়ে মন ও চেতনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এগুলোর বাইরেও বস্তুবাদের আরও ধরণ আছে সেগুলো আমরা সামনে আলোচনা করবো।

বস্তুবাদের সাথে সমার্থক আরেকটি ধারণা হল জড়বাদ (Physicalism)। বস্তুবাদ ও জড়বাদ যখন একসাথে বসে তখন এদের আলাদা অর্থ হয় কিন্তু তারা আলাদা ব্যবহৃত

হলে দুটি প্রায় একই জিনিসই বুঝায় । বস্তুবাদের মত জড়বাদেরও নিজস্ব ইতিহাস, প্রায়োগিক ক্ষেত্র আছে ।

বস্তুবাদের সাথে নাস্তিকতার ভালো সম্বন্ধ আছে কিন্তু তাদের মধ্যে সূক্ষ্ণ কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমত, প্রাচীনসময়ে অনেক বস্তুবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো ঠিকই কিন্তু অশরীরী ঈশ্বরে নয় বরং ঈশ্বরকে বাকি সবকিছুর মত পদার্থের দ্বারা গঠিতই ভাবতো। দ্বিতীয়ত, কিছু দার্শনিক প্রথা/ঐতিহ্য ছিল যাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হত কিন্তু আত্নার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা হতো। যদিও এখনকার সময়ে বস্তুবাদীরা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।[৩]

বস্তুবাদীরা বর্তমান সময়ে বেশ জোরে শোরে তাদের মতবাদ প্রচার করছে। বর্তমানে পশ্চিমা একাডেমিক অঙ্গন এই মতবাদ দ্বারা ভালোভাবে আক্রান্ত। কেউ এই মতবাদের দিকে তাকালে বুঝবে এটা কতটা অসাড়। কারণ অবশ্যই আমাদের আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, ইচ্ছাশক্তি এসব কোন ভ্রম নয়। আমরা সত্যিকারভাবেই এগুলোর অভিজ্ঞতা লাভ করি। কেউ বস্তুবাদে বিশ্বাস করলে সে বুঝতে পারবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের নৈতিকতা, জীবনের উদ্দেশ্য, ভাল-মন্দের বিবেচনাবোধ সবই কিছু অসাড় হয়ে যাবে। কারণ আমরা যদি কেবল জড়পদার্থই হই তাহলে দিনশেষে আমাদের জীবনের লক্ষ্যে ছুটে চলা, আবেগ, অনুভূতি,চিন্তা, ভাল মন্দ বিবেচনা এসবের কোন মূল্য থাকবে না, মুল্য থাকবে না একজন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র সম্পর্কের, একজন সন্তানের প্রতি মায়ের টানের বা একজন নিপীড়িত মানুষের কষ্টের। এসব বস্তুবাদীদের বেশিরভাগই ব্যক্তিগত জীবনে একটা সময়ে এসে প্রচন্ড হতাশ হয়ে যায়, এমনকি আত্নহত্যাও করে ফেলে কারণ তাদের কাছে জীবনের সত্যিকার কোন উদ্দেশ্য নেই।এমনকি বস্তুবাদ যদি সত্য হতো তাহলে প্রকৃতির নীতিসমূহ(Natural Laws), যুক্তিগত নীতিসমূহ (Logical Principles), গাণিতিক নিয়মাবলী এগুলো সবই অসাড় হয়ে পড়বে কারণ এগুলো কোনটিই বস্তু বা পদার্থ নয়।

---

[১][২] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৩] History of Materialism, Routledge Encyclopedia of Philosophy

বস্তুবাদে গন্ডগোল

বস্তুবাদে থাকা স্ববিরোধী ব্যাপার:

"বস্তুবাদ" ধারণাটিই পুরোপুরি স্ববিরোধী। বস্তুবাদীরা দাবী করে বিশ্বাস বলে কিছু নেই। তাদের মতে বিশ্বাস হল এক প্রকার ইল্যুশন /বিভ্রম। অথচ তারাই আবার বিশ্বাস করে, বস্তুবাদ সত্য!

আবার খেয়াল করুণ। এই যে নানা রকম মতবাদ যেমন বস্তুবাদ ,ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, বিজ্ঞানবাদ যেগুলো ইংরেজিতে বললে ম্যাটেরিয়ালিজম, আইডিয়ালিজম, ন্যাচেরালিজম, সায়েন্টিজম , এরকম কোন 'বাদ' অথবা 'ইজম' জড় জগতে থাকার কোন প্রশ্ন আসে না। আমরা এসব মতবাদকে নিয়ে চিন্তা করি আমাদের মনের পরিমন্ডলে। সাগরের পাড়ে পড়ে থাকা কোন পাথর খন্ড কখনও নিজেকে বস্তুবাদী দাবী করতে আসে নি। প্রফেসর মোজাম্মেল হক বলেন,

"শুদ্ধ জড় জগতে তাই 'জড় আছে' – একথা বলারও দরকার নাই। এই অর্থে শুদ্ধ জড় জগতে 'জড় আছে' বা 'জড়বস্তুই একমাত্র সত্য' – এই ধরনের কথা-বার্তাও অর্থহীন"[৪]

বস্তুবাদীরা বলে তারা ছাড়া সবাই নাকি বিশ্বাসের ভাইরাসে আক্রান্ত। মজার ব্যাপার হল এই 'বিশ্বাসের ভাইরাস' হতে তারাও কিন্তু মুক্ত নয়। তাদেরকেও বিশ্বাস করতে হয় বস্তুবাদ একমাত্র সত্য, বস্তুবাদ ই কেবল সঠিক। অথচ বস্তুজগতে কোন মতবাদেরই অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

প্রফেসর মোজাম্মেল হক বলেছেন,

“নিতান্তই যে জড়, তার আবার মত বা মতবাদ থাকবে কেন? নিজস্ব মত বা বাদ না থাকার কারণেই তো কোনোকিছু জড় বা বস্তু হিসাবে গণ্য”[৫]

তিনি আরো বলেছেন,

“বস্তু হিসাবে গণ্য’ – এই কথাটাও জড়বাদী দৃষ্টিকোণ হতে প্রশ্ন-সাপেক্ষ। ‘আমরা’ যদি বস্তুই হই, তাহলে আমাদেরকে বস্তুবাদ নিয়ে তথা ‘বস্তু হিসাবে গণ্য’ হওয়া নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে কেন?”[৬]

বস্তুবাদের ওপর বস্তবাদীদের বিশ্বাসই প্রমাণ করে যে বস্তুবাদ সত্য নয়। তাই বস্তুবাদী ধারণাটি স্ববিরোধী। তারা এক প্রকারের বিশ্বাস (বস্তুবাদের ওপর বিশ্বাস) দিয়ে অন্য বিশ্বাসকে(Dualism-দ্বৈতবাদ) কে খন্ডন করতে চায়।

প্রফেসর মোজাম্মেল হক বলেছেন,

“বস্তুবাদ কর্তৃক সত্ত্বাগত দ্বৈতবাদ (ontological dualism) ‘খণ্ডনের’ মাধ্যমে আদতে বস্তুবাদই খণ্ডিত হচ্ছে। কেননা, একটা কিছুর ওপর বিশ্বাসের দাবী পূরণ করতে গিয়ে তাঁরা অন্য কোনো বিশেষ বিশ্বাসকে বর্জন করছেন। দিনশেষে তাঁরা তো কোনো না কোনো বিশ্বাস-ব্যবস্থার মধ্যেই থাকছেন। তো, যে ধরনের বিশ্বাসই হোক না কেন, বিশ্বাস বিশেষকে যারা গ্রহণ করেন তাহলে তাঁরা তো জড়বাদের সংজ্ঞা অনুসারেই জড়বাদী হতে পারেন না”[৭]

ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে বস্তুবাদ:

অনেক গবেষণকই বস্তুবাদকে কোন ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে দেখতে নারাজ। তাদের মতে বস্তুবাদ কোন ওয়ার্ল্ডভিউ হতে পারে না।

ফিলোসফার Jay Richards এই প্রসঙ্গে বলেছেন[৮] যে "ওয়ার্ল্ডভিউ" ব্যাপার টাই তো বস্তুগত কিছু নয়। "ওয়ার্ল্ডভিউ" - এটি একটি ধারণা যেটা ভাবগত।

তিনি বস্তুবাদীদের জন্য সব থেকে বড় Dilemma প্রসঙ্গে বলেছেন,

"অনেক গোড়া বস্তুবাদীদের লিখাতে দেখবেন যে তাদের দাবি আমাদের সত্তার নাকি প্রকৃত অস্তিত্ব নেই! একজন সত্তা যার অস্তিত্ব নেই সে বই লিখে অন্য সত্তাকে বুঝাচ্ছে তাদের কারোরই আসলে অস্তিত্ব নেই, এটাই এক কথায় বললে বস্তুবাদীদের সবথেকে বড় Dilemma"

মাইকেল এগনর বলেছেন[৯],

"বস্তুবাদ আমার মতে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়। এটা শুধুমাত্র একটা ভুল। এটা ২+২=৫ কে গণিত বলার মতই ভুল। কারণ ২+২=৫ এটা গণিত নয় , এটা একটা ত্রুটি। আমার মতে বস্তুবাদ দার্শনিক মতাদর্শ হবার মত যোগ্য নয়"

প্রফেসর মোজাম্মেল হক এর মতে[১০] বস্তুবাদ টিকে আছে এর সাংস্কৃতিক আবেদনের কারণে।

তিনি বলেন,

" জড়বাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহু আগেই ধ্বসে পড়েছে। এর দার্শনিক ভিত্তিও অতিশয় দুর্বল। ... অতএব, দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু জ্ঞান হিসাবে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞান ও দর্শনের চেয়ে সংস্কৃতির অবদানই বেশি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ভোগবাদিতার রুচিতে তাই বস্তুবাদই যেন সবকিছুর ভিত্তি ..."[১১]

---

[৪][৫][৬][৭][১০][১১]https://dorshon.com/materialism-and-belief/

[৮]Jay Richards: Why Materialism Fails: https://youtu.be/Li_CR6wBfQ4

[৯]YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews
(https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমাগত অগ্রগতি আমাদের জীবনযাত্রার মান থেকে শুরু করে জীবনের সব দিককেই প্রভাবিত করছে। আজকের সময়ে বিজ্ঞানের প্রভাব সব থেকে বেশি। এখন মানব জাতির গর্ব–উৎকর্ষের কেন্দ্রে রয়েছে বিজ্ঞান। তবে বিজ্ঞান ঠিক কিভাবে কাজ করে সেটা ঠিকভাবে না জানার কারণে অনেকেই বিজ্ঞানকে বস্তুবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলে। বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেসব বস্তুবাদী অগ্রগতি নিয়ে এসেছে তাতে অভিভূত হয়ে আমরা বিজ্ঞান আমাদের যতটুকু দিতে সক্ষম তার চেয়ে আরও বেশি কিছু আমরা বিজ্ঞানের কাছে আশা করা শুরু করেছি। অনেকে বিজ্ঞানকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে অবচেতনভাবে তার মনের মধ্যে ধারণা গেড়ে বসে আছে বিজ্ঞানের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে,বিজ্ঞান এক সময় নাকি সব রহস্য উদঘাটন করে ফেলবে। এরকম চিন্তার পেছনে মূল কারণ হল আমাদের বেশির ভাগই বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে সেটা জানে না । এটা আমাদের পাঠ্যপুস্তকেও খুব বেশি করে আলোচনা হয় না । তাই অনেকে বিজ্ঞানের যে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে তা মানতে চায় না, বিজ্ঞানের কাছ থেকে এমন ফলাফলের প্রত্যাশায় থাকে যা কখনই আসবে না। বিজ্ঞান মানবজাতির জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । তবে এর কাছে সব কিছুর সমাধান নেই, সব উত্তর নেই। এটা কখনোই ছিল না এবং কখনো হবেও না।

বিজ্ঞানের মধ্যে থাকা বিশ্বাসসমূহ :

বিজ্ঞান কি বস্তুবাদ কে সমর্থন করে ?

উত্তরে বলবো , না। কেন বিজ্ঞান বস্তুবাদ থেকে আলাদা সেটা আমরা আলোচনা করবো আর দেখবো বস্তুবাদ কিভাবে বিজ্ঞানকে দূষিত করে।

এ ব্যাপারে শুরুতে আমাদের জানতে হবে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পিছনে কিছু দার্শনিক ধারণা পোরা থাকে। এ সম্পর্কিত একটি বিষয় উল্লেখ করছি–

দুই ধরণের Naturalism(প্রকৃতিবাদ) আছে :

•Philosophical Naturalism : এটি বস্তুজগতের বাইরে সব অবস্তুগত ব্যাপার সরাসরি অস্বীকার করে।

•Methodological Naturalism : এটি বস্তুজগৎ নিয়ে কাজ করে অবস্তুগত ব্যাপার আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু অস্বীকারও করে না সরাসরি।

এখন বিজ্ঞানের যে কাজ করার পদ্ধতি আছে সেটা Methodological Naturalism কে অনুসরণ করে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান বস্তুগত জিনিসের বাইরের কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু বিজ্ঞান সরাসরি স্রষ্টা, আমাদের মন, চেতনা , ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। তবে বিজ্ঞান বলে দেয় তার কাজের একটি সীমা আছে। এর বাইরের ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ নেই। এই ব্যাপারটিই আমাদের অনেকে জানে না। আমাদের আছে যে বিজ্ঞানটিকে প্রকাশ করা হয় তার বেশিরভাগটাই পপ-সায়েন্স, একাডেমিক সায়েন্স না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল বিজ্ঞানের মধ্যেও রয়েছে নানা বিশ্বাস । কথাটা শুনে অবাক হলেও এটাই সত্য। বিজ্ঞান শুরু থেকেই অনেককিছুকে অনুমান করে নেয়।

দার্শনিক রুপারট শেলড্রেক বিজ্ঞানীদের এরকম ১০ টি বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন,[১২]

১. সবকিছু মূলত যান্ত্রিক। যেকোন প্রাণী সহ মানুষও যান্ত্রিক। মানুষকে জৈবিক রোবটও বলা যায়।

২. পদার্থ কখনই চেতন হয় না। আমাদের মধ্যে থাকা চেতনা, ব্যক্তিস্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সৃষ্ট ইল্যুশন ছাড়া আর কিছু নয়।

৩. পদার্থ এবং শক্তির মোট পরিমাণ সবসময় একই (বিগ ব্যাং ব্যতীত, যখন মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ এবং শক্তি হঠাৎ আবির্ভূত হয়)।

৪. প্রকৃতির ল /নীতি সমূহ ফিক্স করা। তারা শুরুতে যেমন ছিল আজও ঠিক একই রকম এবং তারা চিরকাল একই থাকবে।

৫. প্রকৃতি হল উদ্দেশ্যহীন, এবং বিবর্তনের কোন লক্ষ্য বা দিক নেই।

৬. সমস্ত বায়োলজিক্যাল উত্তরাধিকার হল জড় পদার্থ যেগুলো জেনেটিক উপাদান, ডিএনএ, এবং অন্যান্য উপাদান কাঠামতে বহন করা হয়।

৭. আমাদের মন আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে থাকে এবং তা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮. আমাদের স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে জড় উপাদান হিসাবে সংরক্ষিত থাকে এবং মৃত্যুর সময় মুছে যায়।

৯. টেলিপ্যাথি, অন্যান্য অব্যাখ্যাযোগ্য ঘটনাগুলির মতই ভ্রম।

১০. একমাত্র যান্ত্রিক ঔষধই সত্যিকার অর্থে কাজ করে।

পয়েন্টগুলো খেয়াল করুন। বিজ্ঞান শুরুতেই ধরে নিচ্ছে পদার্থ এবং শক্তির মোট পরিমাণ সবসময় একই অথচ এর কোন প্রমাণ বিজ্ঞানের কাছে নেই। আবার বিজ্ঞানের আরেকটি বিশ্বাস প্রকৃতির ল /নীতি সমূহ নাকি চিরকাল একই থাকবে! এর ও কোন প্রমাণ বিজ্ঞানের কাছে নেই। একম ভাবে সব গুলো পয়েন্টের দিকে তাকালে দেখবেন ওরে বাবা এখানে এত বিশ্বাসের ছড়াছড়ি!

স্পাইরিডন কাকোস বলেছেন,

"প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছু ভিত্তির উপর দাড় করানো থাকে, যাদেরকে স্বতঃসিদ্ধ(axioms) (বা নীতি) বলা হয়। সংজ্ঞানুসারে এই স্বতঃসিদ্ধগুলো প্রমাণিত নয়; একটি তত্ত্ব তৈরি শুরু করার জন্য তাদেরকে কেবল ধরে নেওয়া হয়। তার মানে এই নয় যে তত্ত্বটি Necessarily ভুল – কেবল মাত্র আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে সন্দেহের ছায়ার বাইরে এটি প্রমাণিত হতে পারে না। প্রতিটি তত্ত্ব অবশ্যই কোনও কিছুর উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং এটি তত্ত্বটি যে বৈধতা দাবি করতে পারে তার অন্তর্নিহিত সীমা তৈরি করে।"[১৩]

যে বিজ্ঞান নিয়ে এতকাল শুনে এসেছি বিজ্ঞানে বিশ্বাস বলে কিছু নেই ,বিজ্ঞান নাকি যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কিছুই বুঝে না। আজ এসে শুনছি সেই বিজ্ঞানেই নাকি এত বিশ্বাসের বাহার!

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সমূহ :

আমরা বিজ্ঞানে থাকা কিছু বিশ্বাস নিয়ে জানলাম। এবার আমরা বিজ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা জানবো। বস্তুবাদীরা বিজ্ঞানকে তাদের মতবাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেও বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করে না। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা গুলো আমরা জানতে পারি Philosophy of Science এর বদৌলতে। ড. ডেভিড স্টিওয়ারট বিজ্ঞানের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন[১৪]:

১. বিজ্ঞান কিছুই ব্যাখ্যা করে না; এটি কেবল বর্ণনা করতে পারে।
২. বিজ্ঞান কিছুই প্রমাণ করে না; এটি কেবল যাচাই বা অস্বীকার করতে পারে।
৩. বিজ্ঞান ব্যক্তি সাপেক্ষ অভিজ্ঞতা (Subjective Experiences) নিয়ে সরাসরি কাজ করতে পারে না; এটি কেবল অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করতে পারে।
৪. "বৈজ্ঞানিক" মানেই যে সঠিক, বৈধ বা সর্বোত্তম তা কিন্তু নয়; এর মানে হল কেবল একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।
৫. "Objective(ব্যক্তিনিরপেক্ষ)" মানেই সঠিক, বৈধ বা সর্বোত্তম তা কিন্তু না; এর অর্থ কেবল এই যে পর্যবেক্ষণগুলো (observations) পর্যবেক্ষকের থেকে স্বাধীন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।
৬. "Subjective(ব্যক্তিসাপেক্ষ)" মানে বাতিল বা অপ্রাসঙ্গিক নয়; এর মানে হল যে পর্যবেক্ষণগুলি পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর করে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করা যায় না।
৭. জীবনে আমরা যে-বিষয়গুলো অনুভব করি এবং মূল্য দিই, তার অধিকাংশই subjective (ব্যক্তিসাপেক্ষ) এবং তাই বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে।
৮. বিজ্ঞানে প্রতি বিশ্বাসও একটি বিশ্বাস এবং এটি কারও একটি ব্যক্তিসাপেক্ষ চয়েস যেটা ব্যক্তিগতভাবে করা হয়, বৈজ্ঞানিকভাবে নয়।
৯. বিজ্ঞান সময় দ্বারা সীমিত;ভবিষ্যতের গবেষণা আজ আমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং গতকালের ঘটনাগুলোকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না।
১০. বিজ্ঞান অসীম অর্থে মহাকাশে সীমাবদ্ধ; আন্তঃগ্যালাকটিক স্পেসের দূরবর্তী অঞ্চলে দূরত্বের কারণে মহাবিশ্বের অনেক অংশই সর্বদা তার নাগালের বাইরে থাকবে।
১১. বিজ্ঞান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থে মহাকাশে সীমাবদ্ধ; মহাবিশ্বের কিছু অংশ সর্বদা তার নাগালের বাইরে থাকবে সাবস্পেস এবং পরমাণুর উপ-অংশগুলির মধ্যে।
১২. প্রাকৃতিক জীবন্ত প্রসেসগুলি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষমতা সীমিত কারণ পর্যবেক্ষকের প্রভাব পরিবর্তিত হয়, যদি না থামে, প্রক্রিয়াটি।
১৩. বিজ্ঞান তার ইন্সট্রুমেন্ট এবং পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। এটি কেবলমাত্র তাই বের করতে পারে যা তার যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ বা সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

১৪.বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক ত্রুটি(experimental error) দ্বারা সীমাবদ্ধ; এর ফলাফল তার তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার চেয়ে ভাল হতে পারে না।
১৫. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে মানুষের পক্ষপাতিত্ব(human bias) দ্বারা বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ।
১৬. বিভিন্ন বিষয়ের চয়েসে যেগুলো উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হয় সেখানে বিজ্ঞান মানুষের পক্ষপাতিত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ।
১৭. বিজ্ঞান সমাজের উপর তার প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেখানে মানুষ, এবং এমনকি পেশাদাররা, সাধারণত বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলি অনুসরণ করে না যদি না ঘটনাগুলি তাদের অনুভূতি এবং / অথবা পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের সাথে একমত হয়।
১৮. বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই কেবলমাত্র একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি নয় – অন্য অনেক পদ্ধতি আছে, এবং যখন ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়ে প্র্যাক্টিকেল অনুসন্ধানের কথা আসে, তখন অবশ্যই অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে কারণ, এই ধরনের অভিজ্ঞতায়, বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়।
১৯.বিজ্ঞান (যেমনটা আজ প্র্যাক্টিস করা হয়) একটি প্রাথমিক অনুমান (priori assumption) দ্বারা সীমাবদ্ধ যে যেসব প্রসেস বিজ্ঞান দ্বারা স্টাডি করা হয় সেখানে কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্বলিত, সচেতন, অংশগ্রহণকারী ঈশ্বর নেই। সুতরাং, ঈশ্বর বিবেচনা করার মতো কোন ফ্যাক্টর নন।

উপরে উল্লেখিত পয়েন্ট গুলোর মধ্যে ৮,৯, ১২,১৩,১৪,১৫,১৬ ১৭ নং পয়েন্টগুলো ভালোভাবে খেয়াল করুন। বিজ্ঞানের এসব সীমাবদ্ধতা দেখে আমরা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছি যে আমাদের মনের মত অবস্তুগত বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞান কিন্তু বস্তুবাদকে সমর্থন করে না। বিজ্ঞান তার সীমারেখা বলে দেয় যে তার গণ্ডীর বাইরের জিনিস ব্যাখ্যার ব্যাপারে সে নিরব থাকবে কিন্তু তা অস্বীকার করে না কারণ আগেই বলেছি বিজ্ঞান Methodological Naturalism কে অনুসরণ করে থাকে। অথচ বস্তুবাদীরা বিজ্ঞানের এসব বিশ্বাস ,সীমাবদ্ধতাকে আমাদের থেকে লুকিয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাদের ভুল ভাল মতবাদ ছড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

এবার আমরা দেখবো কিছু জিনিস যেগুলোকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ।

বিজ্ঞান যেসব জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে পারে না :

নাস্তিক পিটার অ্যাটকিন্সের সাথে করা একটি ডিবেটে , খ্রিস্টান দার্শনিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ পাঁচটি বিষয়কে লিস্ট করেছেন[১৫] যেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞান ব্যর্থ:

১) লজিক ও গণিত :

বিজ্ঞান গাণিতিক সত্যসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রস্তাবনা এবং বিশ্লেষণে এসব গাণিতিক সত্যকে অনুমান/ধরে করে নেয়া হয়। এর চেয়েও বড় কথা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো শেষঅব্দি পরীক্ষামূলক এবং পর্যবেক্ষণমূলক হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ আপেক্ষিকতা(special relativity)কে নিশ্চিত করা হয়েছে মাইকেলসন-মর্লি এক্সপেরিমেন্ট, হাফেল-কিটিং এক্সপেরিমেন্ট এবং অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে।[১৬]

এই এক্সপেরিমেন্ট গুলো থেকে প্রাপ্ত একটি সীমিত পরিমাণের তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা একটি সাধারণ তত্ত্বকে ধারণা করেছিলেন। অন্যদিকে, গণিতবিদরা বিজ্ঞানীদের মতো কয়েকটি পর্যবেক্ষণ থেকেই কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ইউক্লিড পিথাগোরিয়ান উপপাদ্যকে ছয় বা সাতটি ভিন্ন ত্রিভুজের জন্য পরীক্ষা করেই প্রমাণ করেননি। কিছু গণিতবিদ – জর্জ ক্যান্টর সহ বিখ্যাত অনেকে – গণিত এবং ধর্মতত্ত্বের(থিওলজি) মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকা উচিত এরকম পরামর্শ দিয়েছেন, সম্ভবত বিজ্ঞানের এখতিয়ারের বাইরে ধর্মের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।

২) মেটাফিজিক্যাল সত্যসমূহ :

ফিলোসোফিতে অনেক পরিচিত কিছু সংশয়পূর্ণ সমস্যার সমাধান দিতে বিজ্ঞান ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ, নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল একবার সাজেস্ট করেছিলেন যে এই বিশ্ব নাকি পাঁচ মিনিট আগে কালের সমস্ত স্বরুপ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। যেহেতু এটি ডেটা/তথ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই চ্যালেঞ্জ করে, তাই বিজ্ঞান এই ধারণাটিকে অস্বীকার করতে পারে না। একই ব্যাপার প্রযোজ্য আমাদের মনের বাইরে একটি বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব থাকা, অন্যদের মনের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ইস্যুর জন্য।

৩) <u>নৈতিক বিশ্বাসসমূহ :</u>

হত্যা করা ও রেপ করা কি ভুল না সঠিক, এটা বিজ্ঞান থেকে জবাব পাবার মত প্রশ্ন নয়। বিজ্ঞান বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বলতে পারে যে কেন এই জিনিসগুলির উপর ভ্রূকুটি করা যেতে পারে, বা কেন তারা অন্য লোকদের ক্ষতি করবে – কিন্তু এগুলো শেষ পর্যন্ত অণু-পরমানুর আন্দোলন এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করার ব্যাখ্যাগুলোর মতই একটি ব্যাখ্যা মাত্র। তারা আমাদের কিছু বলে না যে, হত্যা করা ভুল কিনা। একইভাবে, বিজ্ঞান আমাদের কোনও কাজের জন্য কাউকে দোষারোপ করার কোন কারণও সরবরাহ করে না। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা, কোন ব্যক্তি যখন কিছু করে তখন তার মস্তিষ্কে কী ঘটে তা আমাদের বলতে পারেন, কিন্তু তারা এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না এই ব্যক্তির কাজের উপর তার নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব রয়েছে কিনা।

৪) <u>সৌন্দর্যবোধের বাছবিচার (Aesthetic Judgements) :</u>

সৌন্দর্য এমন একটি জিনিস যা বিজ্ঞান যথাযথভাবে বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করতে পারে না। এর কারণ হল সৌন্দর্য কোনও মানসিক বা নিউরোলজিকাল প্রভাব নয় যে কোনও পর্যবেক্ষকের উপর পড়ে। যখন গণিতবিদরা দাবি করেন যে একটি উপপাদ্য সুন্দর, তখন সেটার অর্থ এই নয় যে এটি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে – তারা বোঝায় যে উপপাদ্যটি সম্পর্কে নান্দনিক কিছু রয়েছে যেটা পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ ব্যাপার(Objective)। একইভাবে, সুন্দর মিউজিকের ক্ষেত্রে বলা যায়- বিথোভেনের সিম্ফনিগুলি সুন্দর হবে, এমনকি যদি কেউ কখনও সেগুলো নাও শুনে থাকে। সৌন্দর্য একটি ভাবগত গুন যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ (পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না।

৫) <u>বিজ্ঞান নিজেই :</u>

সবশেষে , বিজ্ঞান তার নিজস্ব পদ্ধতিসমূহের নির্ভরযোগ্যতাকে ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করতে পারে না। বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলি – জেনারেলাইজেশন , নীতি,ইনডাকশন, হাইপোথিসিস, টেস্ট – একটি লজিক্যাল বৃত্ত গঠন ব্যতীত নিজেদেরকে জাস্টিফাই

করতে পারে না। সুতরাং আমরা কীভাবে জানব যে বিজ্ঞান "কাজ করে"? বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নয়, আমাদের আশা করা উচিত! এটি ফিলোসোফির জগতে আরও সঠিকভাবে এবং সম্ভবত শেষ পর্যন্ত এমনকি বিশ্বাসের সাথেও অন্তর্গত।

বস্তুবাদ যেভাবে বিজ্ঞানকে দূষিত করে:

বিজ্ঞানে থাকা বস্তুবাদী বায়াস আমাদেরকে বিজ্ঞানের ফলাফল গুলোকে ভুল ভাবে বুঝার দিকে ধাবিত করে।

মাইকেল এগনর নিউরোসায়েন্স এ বস্তুবাদী বায়াস প্রসঙ্গে বলেন,

"কেউ একটা সেন্সে বলতে পারে যে আমাদের কাছে তথ্যের বিশাল সমুদ্র আছে এবং উত্তরের সমুদ্র আছে, কিন্তু কি প্রশ্ন করতে হবে তা ভুলে গেছি, আমরা সেসব প্রশ্নকেই ভুলে গেছি যেগুলোর উত্তর জানা দরকার। যখন আপনি Cognitive Neuroscience এর গবেষণা গুলো ভালভাবে লক্ষ্য করবেন, আপনি দেখবেন সেগুলো একটি খুব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয় –

প্রশ্নটি হলো –

আমাদের মন কি পুরোপুরি ভাবে মস্তিষ্ক থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে?

এবং এসব গবেষণা আমাদেরকে উত্তরে জানাচ্ছে যে, না সেটা নয়।

নিউরোসায়েন্সকে যে বস্তুবাদী মতাদর্শ দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালনা করা হয়েছে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে গভীরভাবে সরাসরি কাজ করেছেন দুইজন ব্যক্তি – অস্ট্রেলিয়ান নিউরোসায়েন্টিস্ট বেনেট এবং অক্সফোর্ডের দার্শনিক হ্যাকার। তারা অনেক বই লিখেছে শেষ কিছু দশকে সব থেকে প্রসিদ্ধ বই টি হলো :
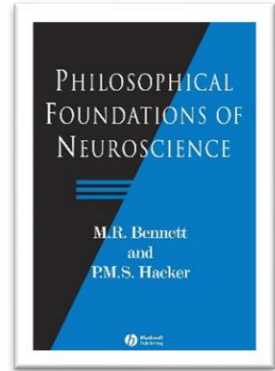
'Philosophical Foundations of Neuroscience' এখানে তারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন।

তারা দেখিয়েছেন যেভাবে ট্র্যাডিশনাল বস্তুবাদী স্নায়ুবিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাতে বিজ্ঞান আমাদের যা বলে সেটাকে ভুলভাবে তুলে ধরে।

আমরা আমাদের এক্সপেরিমেন্ট গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবো না যদি আমরা বস্তুবাদী বায়াস নিয়ে কাজ শুরু করি এবং এটা প্রমাণ দিয়েও জাস্টিফাইড নয়।

তাই আমি জোরের সাথেই বেনেটন ও হ্যাকেট এর কাজ গুলো সমথর্ন করি কারণ এগুলো নিউরোসায়েন্সের গভীরে আরো সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করার দার্শনিক ভিত্তি স্বরুপ।

নিউরোসায়েন্সের গবেষণার উদ্দেশ্য মানব মন ও মস্তিষ্ক কে সব থেকে ভালভাবে বুঝা যায় Dualism দ্বারা। আমি মনে করি স্নায়ুবিজ্ঞানীদের আরও ভালোভাবে Dualism এর সাথে পরিচিত হওয়া দরকার এবং বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা গুলো জানা দরকার যেগুলো বিজ্ঞানকে পিছনের দিকে টেনে ধরে আছে।"[১৭]

বস্তুবাদকে বিজ্ঞানচর্চার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করে অনেকে। এই ব্যাপারে ফিলোসফার Jay Richards বলেছেন[১৮],

Jay Richards (১৯৬৭-)

" হতাশার ব্যাপার হল অনেকে বস্তুবাদের এই দার্শনিক ধারণাটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করে কিন্তু এরা একই জিনিস নয়।

বিজ্ঞান এমন একটি শব্দ থেকে আসে যার অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান এবং তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধরণের জ্ঞান অর্জনের একটি উপায় মাত্র। এটি বলে না যে একমাত্র শুধু প্রাকৃতিক জগৎ বা ভৌত জগৎ ই বিদ্যমান। এবং তাই বিজ্ঞানচর্চার দিক থেকে বা এর ইতিহাসের দিক থেকে অথবা বিজ্ঞানের অর্থের দিক থেকে এটিকে বস্তুবাদের সংকীর্ণ মেটাফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রকৃত কোন কারণ নেই। "

পশ্চিমা একাডেমিতে বস্তুবাদের উত্থানের ব্যাপারে তিনি বলেন[১৯],

"বস্তুবাদ দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমা বিশ্বের একাডেমিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আপনি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা যেখানেই থাকুন না কেন এটিকে পাবেন,কলেজ এবং স্নাতক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাবেন। কিন্তু সবসময় এমন ছিল না। আমি বলতে চাইছি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুরুতে মূলত মঠ ছিল। তারা ছিল ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে বস্তুবাদ একটি দর্শন হিসেবে একাডেমিতে হানা দেয় এবং এখন সেখানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আপনি যেই একাডেমিক শিক্ষায় থাকুন না কেন, আপনি যদি

পদার্থবিজ্ঞানে থাকেন বা মনোবিজ্ঞান অথবা সমাজবিজ্ঞানে থাকেন, বস্তুবাদী অনুমানগুলো সেগুলোর গোড়াতে ভিত্তিস্বরুপ হিসেবে রয়েছে যে একটি স্বাধীন মন অথবা আগ্রহী কাউকে দরকার যে এই সিস্টেমকে রদ করতে পারবে। তবে ঐকমত্য হওয়া উচিত বস্তুবাদকে রদ করার।আপনি যদি মনোবিজ্ঞানে থাকেন তবে আপনার শিক্ষাব্যবস্থায় থাকা Object টির বস্তুবাদের মতে অস্তিত্বই নেই, যা আমার কাছে মনে হয় বস্তুবাদকে এখানে না টেনে আনার একটি ভাল কারণ হবে। ”

একজন বিজ্ঞানীর সঠিক সায়েন্টিফিক মনোভাব কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Jay Richards আরও বলেন[২০],

“ প্রকৃতির ল /সূত্রগুলো কোন প্রাকৃতিক বস্তু নয়। জ্ঞানের আইডিয়া, যে আইডিয়া বলে যে মানুষের সামর্থ্য রয়েছে বস্তুগত দুনিয়া সম্বন্ধে জানার, আমরা বস্তুগত দুনিয়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি জানতে পারি এসব আইডিয়া বস্তুবাদীদের জন্য বেশ অদ্ভুতই। সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক সায়েন্টিফিক মনোভাব এমন হওয়া উচিত একধরণের অসঙ্কোচ/দ্বিধাহীনভাব ভাব থাকা, আমরা সব ব্যাপারে বাস্তবতা টা ভালোভাবে জানি না তাই আমাদের প্রমাণের ব্যাপারে অসঙ্কোচ/দ্বিধাহীনভাব থাকা উচিত, প্রমাণ যেদিকেই নির্দেশ করবে সেদিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। এটাই আমার কাছে সব থেকে ভালো সায়েন্টিফিক মনোভাব মনে হয়, পূর্ব থেকে মাথা গেথে রাখা কোন বস্তুবাদী মনোভাবের চেয়ে।”

মাইকেল এগনর বলেন[২১],

“বাস্তবতা হল আপনি যদি একজন দৃঢ় বস্তুবাদী হন তাহলে আপনি ভাল বিজ্ঞান চর্চা করতে পারবেন না। এটার সম্মুখীন হতেই হবে আপনার। আপনি যদি মনে করেন শুধুমাত্র জড় পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে, তাহলে আপনি কেন ভৌত সূত্রগুলোর দিকে মনোযোগ দেন? যেমন : নিউটনের সূত্র, এটি কি শূন্যে বিদ্যমান থাকা কোন পদার্থ? আইনস্টানের মহাকর্ষের সূত্র কি মহাবিশ্ব ছড়িয়ে থাকা কোন বস্তু? উত্তর হলো : না । সব থেকে ভাল বিজ্ঞানচর্চা হলো প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত থাকা গভীর Conceptual মূলনীতি গুলো অনুসন্ধান করা এবং অবশ্যই এটি একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়।”

---

[১২] Setting Science Free from Materialism,by Rupert Sheldrake; Explore 2013; 9:211-218

[১৩]Spyridon Kakos, "Consciousness and the End of Materialism: Seeking identity and harmony in a dark era", International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol 2, No 2 (2018), P. 19

[১৪] Book : The Chemistry of Essential Oils Made Simple: God's Love Manifest in Molecules – pages 618 – 654

[১৫] https://michaelrjones.wordpress.com/2013/12/18/william-lane-craig-on-five-rational-beliefs-that-cannot-be-proven-by-science/

[১৬]http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/michelson.html; http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Relativ/airtim.html

[১৭][২১]YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[১৮][১৯][২০] Jay Richards: Why Materialism Fails https://youtu.be/Li_CR6wBfQ4

স্নায়ুবিজ্ঞান ও বস্তুবাদ

স্নায়ুবিজ্ঞানের বেশ কিছু ক্ল্যাসিক্যাল গবেষণা রয়েছে যেগুলো আমাদের অবস্তুগত মনের অস্তিত্বকে সমর্থন করে এবং সেই সাথে বস্তুবাদকে খন্ডন করে। আমরা এখন সেরকমই কিছু গবেষণা[২২] নিয়ে আলোচনা করবো :

i. মস্তিষ্কের সেরেব্রাল লোকালাইজেশান সংক্রান্ত গবেষণা :

আমাদের মস্তিষ্কের ওপর বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে জানা যায় যে , আমাদের মস্তিষ্কের অনেক ফাংশনের সেরেব্রাল লোকালাইজেশান[২৩] (মস্তিষ্ক সংক্রান্ত স্থানীয়করণ) রয়েছে । সেরেব্রাল লোকালাইজেশান মানে হল মস্তিষ্কের কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য আমাদের মস্তিকের একটি স্পট বা স্থান নির্ধারণ করা আছে যেটা ওই নির্দিষ্ট কাজের জন্য দায়ী। উনিবিংশ শতাব্দী থেকে জানা বিষয় যে, মোটর ও সেন্সরি ফাংশন সমূহের জন্য মস্তিষ্কের কিছু সুনির্দিষ্ট স্থান আছে যেসব থেকে এসব ফাংশন নিয়ন্ত্রিত হয় ।

মাইকেল এগনর বলেন,

" আমি যে আমার হাত নাড়াচ্ছি এটা মস্তিষ্কে আমার বিপরীত সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার এর একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং জায়গাটি অনেক ক্ষুদ্র ও আমার হাত নাড়ানোর প্রক্রিয়ায় জন্য সুনির্দিষ্ট। দৃষ্টিশক্তি মস্তিষ্কের অক্সিপিটাল লোবের একটি ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট অংশ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়।"[২৪]

এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল মস্তিষ্কের মধ্যে ঘটা সব কাজের সেরেব্রাল লোকালাইজেশান নেই। অনেক উচ্চ লেভেলের বুদ্ধিবৃত্তিক ফাংশনের জন্য মস্তিকের কোন স্পট বা স্থান নির্ধারণ করা নেই।
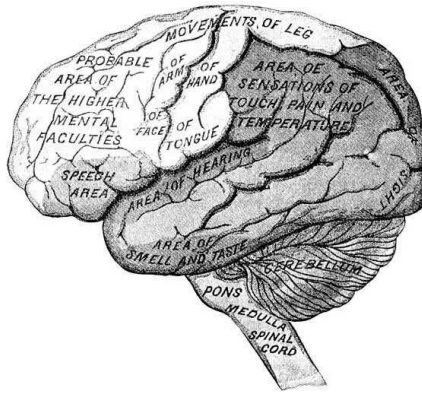
চিত্র : সেরেব্রাল লোকালাইজেশান

মাইকেল এগনর বলেন,

“ উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক ফাংশন সমূহ, বিমুর্ত চিন্তাসমূহ(Abstract thoughts) যেমন: গণিত, নৈতিক চিন্তা, ব্যক্তিত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয় গুলো মস্তিষ্কে লোকালাইজড নয়। আমাদের মস্তিষ্কে ক্যালকুলাসের কোন কেন্দ্র নেই,অংক যোগ করার কোন কেন্দ্র নেই। ক্যালকুলাস করার জন্য, যোগ করার জন্য এবং বিচার, করুনা ইত্যাদির মত ধারণা চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্কের সাধারণভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এগুলো আমাদের নড়াচড়া, সংবেদনশীলতার মত মস্তিষ্কে লোকালাইজড নয়। ‘বিমুর্ত চিন্তাসমূহও মস্তিষ্কে লোকালাইজড হয়’– এরকম বিশ্বাস উনিশ শতকের বস্তুবাদীদের ছিল এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা Theory of Phrenology [২৫] গঠন করেছিল। এটি গঠিত হয়েছিল এই আইডিয়া থেকে যে সকল স্বতন্ত্র উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক ফাংশনের মস্তিষ্কে একটি করে স্পট আছে যা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু phrenology পরে ভুল প্রমানিত হয়েছে। এটা ভুল কারণ কিছু নির্দিষ্ট জিনিস মস্তিষ্কে লোকালাইজড হয় । কিন্তু মনের অন্যান্য দিকগুলোর জন্য মস্তিষ্কে কোন স্পট নেই যা তাদের আবির্ভাব ঘটাতে পারবে। ”[২৬]

এই এক্সপেরিমেন্ট গুলোর ফলাফল এটাই বুঝায় যে আমাদের মনের অবস্তুগত দিক রয়েছে যেগুলো মাধ্যমে আমরা কারণ দর্শাতে এবং যুক্তি ব্যবহারে সক্ষম।

এটি অনেক পুরাতন একটি Dualist[২৭] ধারণা যেটি এরিস্টটল দিয়েছিলেন । হাজার বছর ধরে Dualist রা এটির পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন এবং আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান এটিকে নিশ্চিত করলো।

---

[২২][২৪][২৬] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[২৩] সেরেব্রাল লোকালাইজেশন : মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট কিছু স্পট বা স্থান নির্ধারণ করা যেগুলো নির্দিষ্ট স্নায়ুবিক ফাংশনের জন্য দায়ী।

[২৫] Theory of Phrenology : ফ্রেনোলজি হল ব্যক্তিগত চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গুণাবলির উপর বিদ্যা যা এগুলোকে মাথার খুলির আকার ও আকৃতির ফলস্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করে। উনিশ শতাব্দীতে ফ্র্যাঞ্জ যোসেফ গ্যাল এই তত্ত্ব ডেভেলপ করেন। ফ্রেনোলজি এই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করা যাতে ভাবা হয় মানবমন মস্তিষ্ক থেকেই উৎসরিত এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন জড় অংশ ব্যক্তির স্বভাবে অবদান রাখতে পারে। এই তত্ত্বের সায়েন্টিফিক সাপোর্ট কম হবার কারণে একে স্যুডোসাইন্স হিসেবে ধরা হয়।

[২৭] Dualist: এদের মতে আমরা মন ও দেহের (জড়বস্তু) সমন্বয়। আমরা শুধু কেবল পদার্থই নই, আমাদের অবস্তুগত মন আছে।

ii. স্নায়ুবিজ্ঞানী রজার স্পেরী ও মস্তিষ্কের Split Brain Operation সংক্রান্ত তার গবেষণা :

রজার স্পেরী (১৯১৩ – ১৯৯৪)

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের দিকে একজন বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী রজার স্পেরীর করা কিছু গবেষণা বিজ্ঞানমহলে প্রচন্ড কৌতূহলের জন্ম দেয়। তিনি Split Brain Operation[২৮] করা রোগীদের উপর বেশ কিছু গবেষণা চালান। এসব রোগীদের তীব্র মৃগীরোগ (Epilepsy) ছিল। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে রোগের বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় Generalized Seizure এর মাধ্যমে। Seizure হলো মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলো অনিয়ন্ত্রিত তড়িৎ প্রক্রিয়ার স্ফূলন যেগুলো অস্থায়ী অস্বাভাবিকতা তৈরী করে –
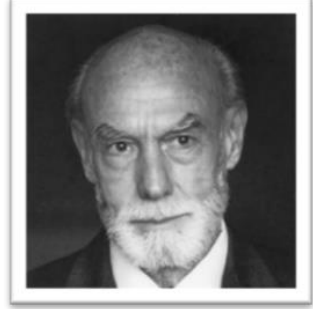
(i) পেশী সঞ্চালনে: কাঠিন্যতা, ঝাঁকি দেওয়া ইত্যাদি,

(ii) আচরণে, চেতনা ও অনুভূতিতে

এসব রোগীদের ক্ষেত্রে "এপিলেপ্টিক ফোকাস" মস্তিষ্কের একটি হেমিস্ফিয়ার(মস্তিকের ২টি গোলার্ধের যেকোন একটি) থেকে শুরু হয়ে Corpus Collosum (এটি হল ফাইবারের বান্ডল যা দুটি হেমিস্ফিয়ারকে সংযুক্ত করে রাখে) এর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে এবং Generalized Seizure ঘটায়। বিংশশতকের মাঝামাঝি সময়ে সার্জনদের কাছে এটি স্বীকৃতি পায় যে আপনি যদি মস্তিষ্কের দুটি গোলার্ধকে সংযুক্তকারী ফাইবার বান্ডলকে কেটে ফেলেন তাহলে এসব Seizure ঘটাকে আপনি থামাতে পারবেন এবং তা রোগীর জীবনের জন্য উপকারী হবে।সেই জন্য এই অপারেশনে মস্তিষ্কে বলতে গেলে ২টি খন্ডকে আলাদা করা হয়। অনেক রোগীই এই অপারেশনটি করিয়েছেন এবং অপারেশনটির পর আশ্চর্যজনকভাবে রোগীদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

এই Split Brain Operation নিয়ে অবাক করা বিষয় হল এই অপারেশন করা রোগীরা তারা তাদের অপারেশনপূর্ব অবস্থা থেকে ভিন্ন হন নি।যেখানে তাদের মস্তিষ্ককে

কেটে ২ ভাগ করা হয়েছিল কিন্তু অপারেশনের পর তাদেরকে আগের মতই একক ব্যক্তিই মনে হয়েছে, বেশ স্বাভাবিক মনে হয়েছে। স্নায়ুবিজ্ঞানী স্পেরী এসব রোগীদের নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে আরও পেয়েছেন যে মস্তিষ্ককে কেটে দুভাগ করার কারণে কিছু সূক্ষ্ম অস্বাভাবিকতা (Abnormality) সৃষ্টি হয় কিন্তু এসব অস্বাভাবিকতা গুলো খুবই সুক্ষ্ম পর্যায়ের । মজার ব্যাপার হল এসব সুক্ষ্ম অস্বাভাবিকতা গুলো খুঁজে বের করার জন্য স্পেরী নোবেল পুরস্কার পান।
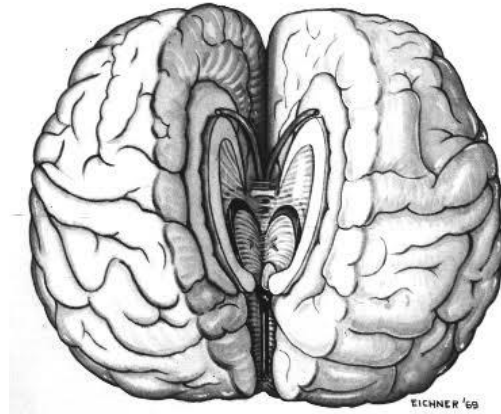
এসবের বাইরে স্পষ্ট বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উনার পরেও এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ফলাফল একই এসেছে। স্নায়ুবিজ্ঞানী স্পেরীর এসব গবেষণা পরোক্ষভাবে যা নির্দেশ করে তা হলো মানবমন মস্তিষ্কের জড়পদার্থ থেকে উৎপত্তি লাভ করে না । নতুবা মস্তিষ্ককে দুভাগে ভাগ করলে মনের উপর অনেক গুলো গভীর প্রতিক্রিয়া ঘটতো :

মাইকেল এগনরের মতে,

"একজন ব্যক্তি দুইজন ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারতো এবং এটা নিশ্চিতভাবে মানুষের Consciousness এর উপর অনেক বড় রকমের প্রভাব ফেলতো । কিন্তু এগুলো কোনটিই ঘটে নি। যার ব্রেইনকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে সেই ব্যক্তি তার আগের অবস্থার সাথে পরের অবস্থার পার্থক্য করতে পারে না, তার সামান্য কিছু Seizure হয়েছে এটা বলা ব্যতীত।তবে সুক্ষ্ণ কিছু পরিবর্তন ঘটে যেগুলা এতই সুক্ষ্ম যে সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য নোবেল পুরস্কার জেতার মত রিসার্চ লাগে । সেই রিসার্চ এর মতে, এই অপারেশনের কারণে অনুভূতিতে খুবই সুক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়। "[২৯]

এসব গবেষণা রজার স্পেরীকে বস্তুবাদী দর্শনের বাইরে এসে Idealist দর্শনের দিকে ধাবিত করে। তিনি স্নায়ুবিজ্ঞানীদের বিরাজমান বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে রদ করে বলেন,

"[I rejected] the then prevalent 'mechanistic, materialistic, behavioristic, fatalistic, reductionistic view' of the 'nature of mind and psyche'. It was on this occasion that I openly changed my alignment from behaviorist materialism to antimechanistic and nonreductive mentalism..."

"আমি মন ও আত্মার স্বরুপের ব্যাপারে বিদ্যমান যন্ত্রবাদী, বস্তুবাদী, আচরণবাদী, অদৃষ্টবাদী, খন্ডতাবাদী ধারণা গুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছি। এটা এ কারণে যে আমি প্রকাশ্য ভাবেই আমার এ্যালাইনমেন্টকে আচরণবাদী বস্তুবাদ থেকে অযান্ত্রিক, অখন্ডতামূলক মেন্টালিজমে পরিবর্তন করেছি" [৩০]

---

[২৮] Split Brain Operation : এর অন্য নাম Corpus Callosotomy , এই অপারেশন এমন সব রোগীদের করা হয় যাদের অনেক গভীর পর্যায়ের অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগ আছে।

[২৯] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৩০] "MIND-BRAIN INTERACTION: MENTALISM, YES; DUALISM, NO" IN NEUROSCIENCE VOL. 5. P.196

iii.নিউরোসার্জন ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড ও মানব মস্তিষ্কের ওপর তার গবেষণা :

ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড (১৮৯১ – ১৯৭৬)

ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড ছিলেন গত শতকের একজন বিখ্যাত নিউরোসার্জন। তাকে "Father of Modern Neurosurgery" বলা হয় । তিনি কানাডার মন্ট্রিয়লে কাজ করতেন।

তার গবেষণা ছিল মূলত Epilepsy Neurosurgery এর ওপর।

তিনিই প্রথম নিউরোসার্জন যিনি প্রথম মানুষ সজাগ থাকা অবস্থায় সিস্টেমেটিক্যলি মানব মস্তিষ্ক পরিচালনা করার চেষ্টা করেন।
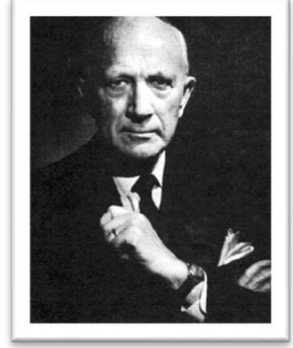
আমাদের মস্তিষ্ককে কোন ব্যথা অনুভুত হয় না কিন্তু মাথার খুলিতে হয়। পেনফিল্ড কোন রোগীর ওপর পরীক্ষা করার আগে তাদের লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিতেন যাতে তারা ব্যাথা অনুভব না করে। এরপর তিনি তারা সজাগ থাকা অবস্থাতেই তাদের মস্তিষ্কের উপর কাজ করতেন। তার লক্ষ্য ছিল এসব রোগীদের মস্তিষ্কে তাদের Seizures গুলোর ফোকাস খুজে বের করতে যাতে সেগুলোকে থামানো যায়।

তিনি প্রায় এক হাজারের বেশি রোগীর উপর তার এক্সপেরিমেন্ট চালান এবং বেশ সতর্কতার সাথে ফলাফল গুলো সংরক্ষণ করে রাখেন। এসব গবেষণা তাকে বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকে Dualist চিন্তার দিকে নিয়ে আসে। তিনি তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন একজন বস্তুবাদী হিসেবে এবং বিশ্বাস করতেন আমাদের মন মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া সমূহ থেকে উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে তিনি ছিলেন একজন অতিউৎসাহী Dualist এবং বস্তুবাদের অনেক বড় সমালোচক।

তার Dualist হবার পিছনে কারণ গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাইকেল এগনর বলেন,

“ প্রথমত,

ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড বারবার নীরিক্ষার পর দেখেছেন যে রোগীদের মনের এমন কিছু দিক আছে, তিনি মস্তিষ্কের উপর যাই করেন না কেন সেসব দিককে প্রভাবিত করতে পারেননি। তিনি মস্তিষ্কের কোন অংশ ইলেকট্রোড দ্বারা উদ্দিপ্ত করে তাদের স্মৃতি প্রকাশ করাতে পারতেন, তিনি তাদের পেশী নড়াচড়া করাতে পারতেন এবং তাদের সংবেদন অনুভব করাতে পারতেন। তবে তিনি তাদের Consciousness পরিবর্তন করতে পারেননি, তাদের বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি, তাদের নিজস্ব যে সত্তা থাকার অনুভূতি তা পরিবর্তন করতে পারেননি। ব্যক্তির আত্মার কোন মৌলিক কেন্দ্রবিন্দু আছে তিনি মস্তিষ্কের উপর যাই করেন না কেন সেটা অপরিবর্তিত থাকে। তিনি বলেছেন, এমন কিছু আছে যেটা পর্যন্ত তিনি পৌছাতে পারছেন না বস্তুবাদী চেষ্টার মাধ্যমে।
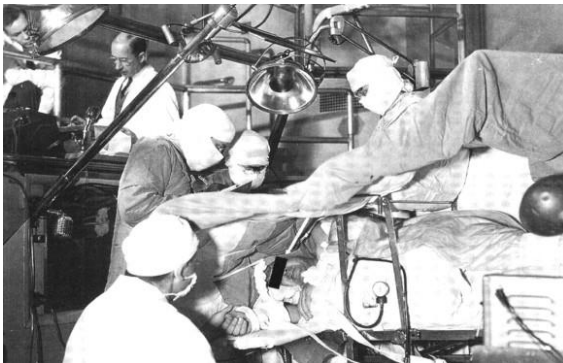
দ্বিতীয়ত,

তিনি আরেকটি যে ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন আমার মতে অনেক চমকপ্রদ, তা হলো তিনি প্রশ্ন করেছেন কেন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক Seizure নেই?

কোন মানুষের যখন মৃগীরোগ হয়, এই রোগের বিভিন্ন প্যাটার্ন থাকে- সাধারণত ব্যক্তির কোন পেশী ঝাঁকি খেতে থাকে, আবার অনেক সময় অনেক গুলো পেশী একসাথে ঝাঁকি খেতে খেতে ব্যক্তি অচেতন হয়ে পড়ে, অনেকসময় তাদের চামড়াতে শিহরণ হতে থাকে, অনেক সময় তারা কিছু উৎকট গন্ধ পায় আবার অনেক সময় তাদের

আচরণগত মাংশপেশীর খিচুনি ঘটে। কিন্তু তারা কখনই ক্যলকুলাস করা শুরু করেনি, কখনই তারা বিচার ও করুনা নিয়ে ভাবা শুরু করেনি, কখনই তারা শেক্সপিয়রকে নিয়ে ভাবা শুরু করেনি।

তাই পেনফিল্ড প্রশ্ন করেছেন কেন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক Seizure নেই?

মন যদি পুরোপুরি ভাবে মস্তিষ্ক থেকে এসে থাকে, মন যদি পদার্থ হয়ে থাকে তাহলে কারও এমন Seizure থাকা উচিত যাতে কেউ যোগ করা শুরু করবে এবং তা করতেই থাকবে, এমন Seizure থাকা উচিত যেসব Seizure কাউকে রাজনীতি নিয়ে ভাবাবে ও তারা ভাবাতেই থাকবে।

কিন্তু এরকম বুদ্ধিবৃত্তিক Seizure কখনই ঘটে না। এটা পরোক্ষভাবে যা বোঝায় তা হলো- "Intellect is not brain , বুদ্ধিমত্তাই মস্তিষ্ক নয়", নতুবা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক Seizure থাকতো।

তৃতীয়ত,

সার্জারীর সময় তিনি রোগীদের বলতেন তাদের হাত নাড়াতে, 'যখন আপনি চাইবেন আপনার ডান হাত নাড়াবেন'। তখন ওই রোগী তার ডান হাত নাড়াতো। এরপর তিনি তাদের মস্তিষ্কের যে অংশ ওই হাতের ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তা উদ্দিপন করতেন ইলেকট্রোড দ্বারা।ফলে তারা তাদের হাত নাড়াতো। এরপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ' যখন আমি আপনার হাত নেড়েছি,এবং যখন আপনারা আপনাদের হাত নেড়েছেন যখন আমার হস্তক্ষেপ ব্যতীত, আপনারা কি এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন?' এবং উত্তরে রোগীরা বলেছে সবসময়ই তারা পার্থক্য করতে পেড়েছে। রোগীরা সবসময় বুঝতে পারতো যে, তিনি যখন তাদের মস্তিষ্কে উদ্দিপনা দিয়ে তাদের হাত নেড়েছেন, তারা নিজেরা করেনি আবার রোগীরা যখন নিজেদের ইচ্ছায় তাদের হাত নেড়েছে, তিনি উদ্দিপনা দেন নি। তাই পেনফিল্ড বলেন তিনি তাদের ইচ্ছাশক্তিকে উদ্দিপন করতে
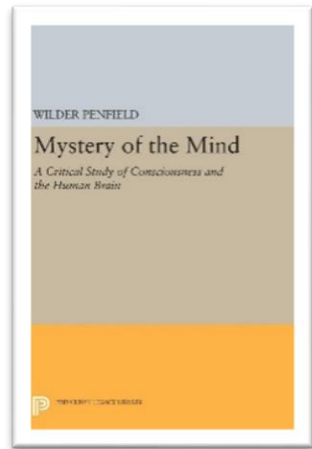
পারেন নি। তিনি রোগীদের এরকম চিন্তার ফাঁদে ফেলতে পারেননি যে তারা যেন ভাবুক তারা নিজেরাই এটা করেছে। তিনি আরও বলেছেন রোগীরা সব সময়ই Correct Sense of Agency অপরিবর্তিত রেখেছে। তারা সব সময় বুঝতো এটা কি তারা নিজেরা করেছে, নাকি তিনি করেছেন। তাই তিনি বলেছেন ইচ্ছাশক্তি এমন কিছু যা তিনি উদ্দিপন করতে সক্ষম হন নি। অর্থাৎ এর মানে ইচ্ছাশক্তি বস্তুগত কিছু নয়। ”[৩১]

পেনফিল্ড তার একটি বইয়ে উল্লেখ করেন,

“সেরেব্রাল কর্টেক্সে এমন কোন স্থান নেই যেখানে তড়িৎ উদ্দিপনা দিলে সেটা কোন রোগীকে বিশ্বাস অথবা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে.......আমি এই সিদ্ধান্তে পরিশেষে এসেছি যে, Epileptic Discharge অথবা তড়িৎ উদ্দিপনা মনকে সক্রিয় করতে পারে এ ব্যাপারে এ সঠিক কোন প্রমাণ নেই” [৩২]

সুতরাং তার হাতে তিনটি প্রমাণ এল :

(i) কারো বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা উদ্দিপন করতে না পারা

(ii) Seizures দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার উদ্রেক করতে সক্ষম না হওয়া

(iii) কারো চিন্তাশক্তিকে উদ্দিপন না করতে পারা

তাই তিনি সবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন যে চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা এগুলো মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয় নি। তার মতে মনের অবস্তুগত দিক আছে বিশেষ করে বুদ্ধিমত্তা, কারণ আরোপ করার সামর্থ্য, লজিক ব্যবহারের সামর্থ্য।

তিনি দাবী করেন মানুষের কার্যকলাপের জন্য একটি কার্যকারণ শক্তির দরকার যেটা জড় মস্তিষ্কের মধ্যে নেই। তিনি আরো বলেন মানব মন মস্তিষ্কের কোন রসায়ন নয় যে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে মনকে ব্যাখ্যা করা যাবে।

---

[৩১] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৩২] Mystery of the Mind, Wilder Penfield, p77-78

iv.স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যাড্রিয়ান ওয়েন ও Persistent Vegetative Stage(PVS) ওপর তার গবেষণা :

অ্যাড্রিয়ান ওয়েন (মে ১৭, ১৯৬৬ -)

সময়টা ছিল ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর। Journal of Science এ "Detecting Awareness in the Vegetative State" নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ পায় যেটি বিজ্ঞানমহলে প্রচুর সাড়া ফেলে। এটি প্রকাশ করেন নিউরোসায়েন্টিস্ট অ্যাড্রিয়ান ওয়েন।

এটি ছিল Persistent Vegetative Stage(PVS) এ থাকা ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপের উপর। Persistent Vegetative Stage হল এমন অবস্থা যখন কোন ব্যক্তির এতই ভয়াবহভাবে মস্তিকের ড্যামেজ হয় যে, তারা সেন্স বা চেতনার কোন চিহ্নই দেখায় না। Vegetative অবস্থায় রোগীর কোন মানসিক কার্যক্রম,চিন্তা ও চেতনা থাকে না। এটি একটি গভীর কোমা যেটা বছরের পর বছর ধরেও চলতে পারে। এই অবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় কোন সড়ক দূর্ঘটনা অথবা মস্তিষ্কে অক্সিজেনের স্বল্পতার দরুণ । যেসব রোগীরা এই অবস্থায় চলে যায় তাদের হাসপাতালে আনলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে তাদের ফ্যামিলির মেম্বার বা তাদের বাড়ির চাকর থেকে শুনা যায় , 'আমার এটা অনুভব হয় তিনি এখানেই আছেন এবং তিনি অনেক কিছু বুঝতে পারেন' । যদিও এ কথার কোন ক্লিনিক্যাল প্রমাণ নেই। আপনি যদি তাদের পরীক্ষা করেন দেখবেন কোন প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ড. ওয়েন বলেন, 'আমি তাদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করেছি,তাদের মস্তিষ্ক কুচকে গেছে এবং অবশ্যই তা অনেক গুরুতরভাবে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'।

ওয়েন এরকম রোগীদের ওপর একটি অসাধারণ পরীক্ষা করেন। তিনি Functional MRI Imaging(fMRI) নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন যেখানে MRI মেশিনের মাধ্যমে তিনি রোগীদের মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের ছবি নেন যেটা তাদের মস্তিষ্ক ফাংশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাপরটা এরকম যে আপনাকে যদি এই মেশিনের মাঝে নেয়া হয়

তাহলে আপনি যখন হাত নাড়ালে , এই ক্রিয়া মস্তিষ্কের যে অংশের সাথে সম্পৃক্ত তা উজ্জ্বল হয়ে উঠে fMRI মেশিনের চিত্রে। আবার আপনি যদি কিছু চিন্তা করেন তাহলে আপনার মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে fMRI মেশিনের চিত্রে।

চিত্র : fMRI মেশিন

ওয়েন তার পরীক্ষার জন্য একজন মহিলাকে সিলেক্ট করলেন যিনি অনেক দিন যাবৎ গাড়ি দূর্ঘটনা ফলে Persistent Vegetative অবস্থায় চলে যান। তার মধ্যে সেন্স বা চেতনার কোনরূপ এর চিহ্ন দেখা যায় নি,তিনি পুরোপুরি গভীর কোমাতে ছিলেন। পরীক্ষার শুরুতে ওয়েন তাকে fMRI মেশিনে প্রবেশ করালেন এবং তার মাথায় এটি হেডসেট লাগালেন।এরপর ওয়েন তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকলেন মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। তিনি তাকে বললেন, 'আপনি কল্পনা করুন আপনি টেনিস খেলছেন বা কল্পনা করুন আপনি এই রুমে হাটছেন'। তিনি তাকে এরকম প্রশ্ন করতে থাকলেন এবং তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গা MRI মেশিনে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।[৩৩]

এখন অনেকে বলতে পারেন মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এর মানে এই না যে ওই মহিলা কিছু বুঝতে পারছেন, এটিও হতে পারে যে এই চিত্র গুলো তার কানে যেসব শব্দ গেছে সেগুলোর দ্বারা মস্তিষ্কে রিফ্লেক্স হচ্ছে সেগুলোর।

এখন এই ব্যাপারে ওয়েন ১২ জন স্বাভাবিক মানুষকে নিলেন, তাদেরকে MRI মেশিনে প্রবেশ করিয়ে মাথায় হেডসেট লাগিয়ে একই প্রশ্ন করলেন।

এরপর তিনি অন্যান্য নিউরো রেডিওলজিস্টদেরকে ওই মহিলার মস্তিষ্কের fMRI ছবি ও বাকি সাধারণ লোকদের মস্তিষ্কের fMRI ছবি দেখালেন এবং বললেন এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে। কিন্তু তারা কোন পার্থক্য খুঁজে পান নি। ওই মহিলার মস্তিষ্কের রিএকশনের প্যাটার্ন ছিল সাধারণ মানুষগুলোর সাথে হুবুহু একই। এর ফলাফল এটাই বুঝাচ্ছে যে মহিলাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল তা তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু মেডিক্যাল ডায়াগনোসিস অনুযায়ী তার তো মন থাকার কথা নয়!
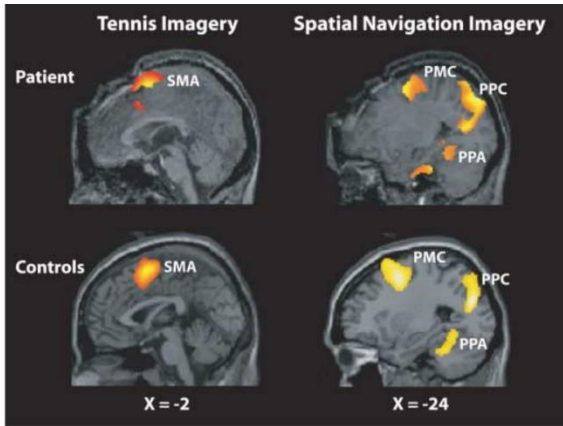
চিত্র : টেনিস খেলার চিন্তাটি কল্পনা করার সময় রোগীর সাথে ১২ জন স্বাভাবিক মানুষের মস্তিকের supplementary motor area (SMA) activity এবং রুমে হাঁটা কল্পনা করার জন্য parahippocampal gyrus (PPA), posterior parietal-lobe (PPC), and lateral premotor cortex (PMC) activity পর্যবেক্ষণ। এখানে Controls বলতে ১২ জন স্বাভাবিক মানুষকে বুঝানো হচ্ছে। [৩৪]

এরপর ওয়েন একটি ধূর্ত কাজ করলেন। তিনি ভাবলেন যে হতে পারে ওই মহিলার মস্তিষ্কের অনেক অংশ উজ্জ্বল হবার কারণ তার কানে আওয়াজ প্রবেশের জন্য হয়েছে এবং এটাও হতে পারে যে ওই মহিলা কোন কথাই বুঝেন নি।

এরপর ড.ওয়েন ওই মহিলাকে একই প্রশ্নগুলো করলেন। তবে এবার শব্দ গুলো অদল বদল করে দিলেন যাতে এই লাইনগুলো শুনে কিছুই বুঝা না যায়।

তিনি অবাক হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন ওই মহিলার মস্তিষ্ক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসছে না ! এ থেকে ওয়েন সিদ্ধান্তে এলেন যে তার মস্তিষ্ক শুধু তখনই প্রতিক্রিয়া

দেখায় যখন ওয়েন তাকে যা বলেন তিনি তা বুঝতে পারেন। শুধুমাত্র আওয়াজ থেকে তিনি প্রতিক্রিয়া দেখান না।

ওয়েনের এই গবেষণা সবখানে হিড়িক ফেলে দিলো । তার গবেষণার পর মানুষ প্রশ্ন করা শুরু করলো যেসব ব্যক্তি Persistent Vegetative Stage এ থাকে তারা কি সত্যিই অচেতন থাকে? তার এই পরীক্ষা গুলো অন্যান্য অনেক ইনভেস্টিগেটররা অন্যান্য রোগীদের উপরও পুনরাবৃত্তি করেন, মোটামোটি ৪০-৫০ জনের উপর। এবং তাদের অর্ধেক থেকেই একই ফলাফল পাওয়া গেছে যা ওয়েন পেয়েছিলেন।

ওয়েনের গবেষণা প্রসঙ্গে মাইকেল এগনর বলেন,

"তাই যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে মস্তিষ্ক অনেক গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে ক্লিনিক্যাল প্রমাণ অনুযায়ী কোন মানসিক কার্যকলাপ থাকার কথা নয়, কিন্তু Functional MRI খুঁজে পায় যে, এসব রোগীরা চিন্তা করতে সক্ষম এবং বেশ ভালোভাবেই তাতে সক্ষম। এমন রোগীও পাওয়া গেছে যারা এই পরিস্থিতিতে অংকও করতে পারে।এটা নিয়ে অনেক রিসার্চার পরীক্ষা করেছেন। তারা Persistent Vegetative Stage এ থাকা রোগীদের সহজ কিছু অংক করতে দিতেন, যেমন : ৮+৬= কত? তাদেরকে অনেকগুলো উত্তরের অপশন দিতেন, যখন সঠিক উত্তরটি তাদের সামনে বলতেন তখন তাদের মস্তিষ্ক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো fMRI মেশিনের ছবিতে। তাই এটা বেশ স্পষ্ট যে মনের এমন অনেক দিক আছে যেগুলো মস্তিষ্কের গুরুতর ক্ষতি দ্বারাও নষ্ট হয় না যা ড. ওয়েনের গবেষণা থেকে আমরা বুঝতে পারছি। তার গবেষণা আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের মনের সেইসব দিকগুলোকে যেগুলো দৃঢ়ভাবে মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত থাকে না এবং তারা অবস্তুগত।"[৩৫]

তবে এইখানে কিছু ব্যাপার স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। মাইকেল এগনর এমন কোন দাবি করছেন না যে fMRI মেশিনে মস্তিষ্কের কার্যকলাপের ছবি, আমাদের Abstract চিন্তা সমূহের অবস্তুগত হবার সরাসরি প্রমাণ। কারণ fMRI আমাদের কোন Abstract চিন্তা পরিমাপ করছে না, এটা আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পরিমাপ করছে যেটা বস্তুগত। তবে মাইকেল এগনর মুলত যা বুঝাতে চাচ্ছেন তা হল, মস্তিষ্কের fMRI কার্যকলাপের উপস্থিতি, যা জটিল চিন্তার সাথে সম্পর্কিত, তা মনের বস্তুবাদী তত্ত্বের জন্য একটা বড় সমস্যা। এসব PVS রোগীদের গুরুতর স্থায়ী মস্তিষ্কের ক্ষতি হয় এবং মেডিক্যাল ডায়াগনোসিস অনুযায়ী মন থাকারই কথা নয়। কিন্তু তাদের

বেশিরভাগেরই মন আছে এবং তারা বেশ জটিল চিন্তা করতেও সক্ষম। (কথার ভাষা খেয়াল করুন, জটিল চিন্তা কল্পনা করা যেমন: রুমের মধ্যে হাটা, টেনিস খেলা ইত্যাদি)

fMRI রিসার্চ আমাদের বলে, বস্তুবাদীরা মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যে সম্বন্ধকে যেভাবে চিন্তা করে যে মন হল মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া থেকে উৎসরিত – এটি গুরুতরভাবে মস্তিষ্ক ড্যামেজ থাকা গভীর কোমায় যাওয়া রোগীদের ভাল মানসিক অবস্থা থাকাকে ব্যাখ্যা করার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

fMRI Activation আমাদের Abstract চিন্তার অবস্তুগত দিক থাকার সরাসরি প্রমাণ না হলেও, এটা মনকে বুঝার ব্যাপারে বস্তুবাদের অপর্যাপ্ততার সরাসরি প্রমাণ।মস্তিষ্ক যদি বেশিরভাগই গুরুতরভাবে ড্যামেজ হয়ে যায়, কিন্তু মন বেশ ভালোভাবেই কাজ করে তা 'মন পুরোপুরি মস্তিষ্কের পদার্থ থেকে এসেছে' এই তত্ত্বকে রদ করে। [৩৬]

---

[৩৩] Detecting Awareness in the Vegetative State; Adrian M. Owen et al. (2006); *Science* 08 Sep 2006:Vol. 313, Issue 5792, pp. 1402

আরও দেখুন- https://www.youtube.com/watch?v=dXbd1LaMGvc

[৩৪] Detecting Awareness in the Vegetative State; Adrian M. Owen et al. (2006); Science 08 Sep 2006:Vol. 313, Issue 5792, pp. 1402

[৩৫] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৩৬]https://mindmatters.ai/2019/06/atheist-psychiatrist-misunderstands-evidence-for-immaterial-mind/

v.স্নায়ুবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন লাইবেট এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ওপর তার গবেষণা :

গত শতাব্দীতে ক্যালিফোর্নিয়ার এর স্নায়ু-বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন লাইবেটের কিছু গবেষণা বস্তুবাদীদের মুখে বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তিনি মানুষের চিন্তা করা ও সেটার সাথে সম্পর্কিত মস্তিষ্ক ফাংশনের মধ্যে সময়গত ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তার পরীক্ষাগুলোতে তিনি রোগীদের মাথার খুলিতে ইলেকট্রোড দন্ড লাগাতেন ,তারপর বলতেন কোন কিছু চিন্তা করতে। তিনি তারা চিন্তা করতে যে সময় লাগতো সেটা বের করতেন। সেই সাথে তারা চিন্তা করার সময় মস্তিষ্কে যে ব্রেইনওয়েভের পরিবর্তন হতো সেটার সময়কাল বের করতেন। তিনি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি পরীক্ষা খুব জনপ্রিয়।

বেঞ্জামিন লাইবেট (১৯১৬ - ২০০৭)

তার পরীক্ষার ধরণটি ছিল এরকম-

তিনি সব রোগীদের সামনে একটি সুইচ রাখতেন এবং তাদের বলে দিতেন তাদের কাজ হল সুইচটি চাপ দেয়া। এ সময় লাইবেটের হাতে একটি স্টপওয়াচ থাকতো। রোগীরা যখন সুইচটি চাপ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো এবং যখন সিদ্ধান্ত নিতো, 'আমি এখন সুইচটি চাপ দিবো'(চাপ দেয়নি শুধুমাত্র চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে), খেয়াল করুন ঘড়িতে মাত্র সেকেন্ডের কিছু ভগ্নাংশ, একই সময় তিনি তাদের ব্রেইনওয়েভ রেকর্ড করছিলেন। তিনি বের করতে চাচ্ছিলেন যে মুহুর্তে কেউ সিদ্ধান্ত নেয় কিছু করার তখন তার মস্তিষ্কে কি ঘটে ?

এরপর তিনি যা পেলেন সেটা হলো - ঐ ব্যক্তি কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় হাফ সেকেন্ড আগে তার ব্রেইন ওয়েভে একটি স্ফুরণ ঘটে । এর নাম হলো 'Readiness Potential' এবং এটা কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ঘটে। এটাকে এক ধরনের অচেতন মোটিভ বলে মনে হয় এবং কেউ সেটার হাফ সেকেন্ড পরে সিদ্ধান্ত নেয়।

অর্থাৎ ধরুণ আপনি একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিবেন কিছু করার। প্রথমে আপনার মস্তিষ্কে একটি স্ফুরণ ঘটবে এরপর ধারাবাহিক ভাবে আপনি সেই সিদ্ধান্ত নিবেন যেটা আপনি করতে চেয়েছিলেন।"
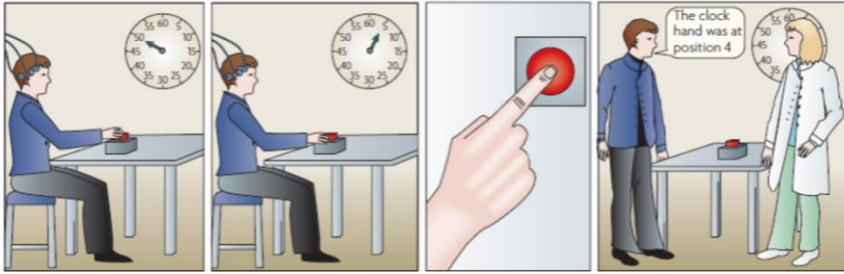
টাইমিং টা মোটামুটি এরকম–

Readiness Potential......৫৫০ মিলিসেকেন্ড......হাত সড়ানোর জন্য সজাগ হওয়া......২০০ মিলিসেকেন্ড......হাতের কব্জি নড়ানো
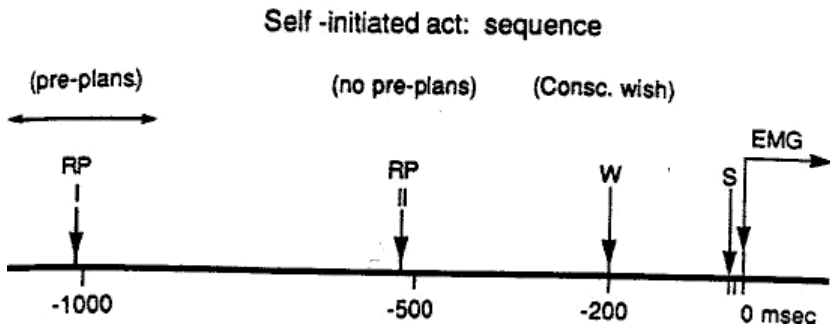
Figure: Diagram of sequence of events, cerebral and subjective, that precede a fully self-initiated voluntary act. Relative to O time, detected in the electromyogram (EMG) of the suddenly activated muscle, the readiness potential (RP)(an indicator of related cerebral neuronal activities) begins first, at about -1050 ms. when some pre-planning is reported(RP I) or about -550 ms. with spontaneous acts lacking immediate pre planning (RP II). Subjective awareness of the wish to move (W) appears at about -200 ms., some 350 ms. after onset even of RP II; however, W does appear well before the act (EMG). Subjective timings reported for awareness of the randomly delivered S (skin) stimulus average about -50 ms. relative to actual delivery time. (From Libet, 1989.)[৩৭]

দূর্ভাগ্যের বিষয় এই পরীক্ষাটিকে বস্তুবাদীরা তাদের বস্তুবাদ মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করে। অথচ লাইবেটের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বুঝা যায় এটা আসলে বস্তুবাদকেই রদ করে। মাইকেল এগনর এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

“বস্তুবাদীরা লাইবেটের পরীক্ষাকে ব্যবহার করে বলে যে, আমরা নাকি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে একপ্রকার ডিল্যুশান/বিভ্রমে থাকি। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অস্বীকারকারী জেরী কোয়েন দাবি করেন লাইবেটের পরীক্ষা নাকি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যে একপ্রকার বিভ্রম সেটার সায়েন্টিফিক প্রমাণ ! তারা বলে আসলে যা ঘটে তা হলো আমাদের জড় মস্তিষ্ক ই সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু আমরা ভাবি যে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, কিন্তু সিদ্ধান্ত আসে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার, নিউরো কেমিক্যাল থেকে এবং তাও আবার নাকি আমাদের জ্ঞান ও সম্মতি ব্যতীত !”[৩৮]

কিন্তু লাইবেট তাদের সাথে একমত হননি। তিনি রোগীদের আরো বেশি কিছু করতে বলেছেন –

তিনি তাদের বলেছেন, যখন আপনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নিবেন এরপর সাথে সাথে সেটা না করাও সিদ্ধান্ত নিবেন। তাই আপনি যখন সুইচে চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন সাথে সাথে আবার সিদ্ধান্ত নিবেন, ‘না, আমি এখন এই সুইচে চাপ দিবো না’। তারা যখন তার কথামত এটি করলো, তিনি খুঁজে পেলেন তারা যখন সুইচে চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবার সময় Readiness Potential পাওয়া গেলেও যখন তারা চাপ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন কোন Readiness Potential পাওয়া যায় নি।

তারপর লাইবেট বললেন তিনি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এর অস্তিত্ব আবিষ্কার না করলেও ‘Free Won’t’ বা ভেটো (Veto) এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। তিনি এসব পরীক্ষা করার পর সিদ্ধান্তে এলেন– আমাদের কিছু মোটিভ আছে যেগুলো পূর্ব চেতন ও অচেতন এবং আমরা সেসবের সাথে সম্মত হবো নাকি হবো না তা স্বাধীনভাবে করতে সক্ষম। এই যে কেউ যখন সম্মত না হবার সিদ্ধান্ত নেয় সেটার জন্য কিন্তু মস্তিষ্কের কোন কার্যকলাপ পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেছেন Free Won't বা ভেটো (Veto) এর আইডিয়াটি ট্র্যাডিশনাল-ধর্মগুলোতে উল্লেখিত ‘পাপ কাজের’ আইডিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । সেখানে পাপ কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে কিছু মোটিভ আমাদের

ভিতরে উদয় হয় যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমরা মোটিভ গুলো থামাতে পারবো না কিন্তু আমরা নিজেদেরকে সেগুলো করা থেকে দূরে রাখতে পারবো।”

লাইবেটের গবেষণা গুলো নিয়ে বস্তুবাদীদের মতামতের ব্যাপারে সোহেল লাহের বলেছেন,

“ কিছু স্নায়ুবিজ্ঞানী এই গবেষণাগুলি থেকে উপসংহার টেনেছেন যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ থেকে সৃষ্ট একটি বিভ্রম যা আসলে জড়/ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের অজ্ঞাতসারে আসে। লাইবেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা মাৎসুহাশি এবং হ্যালেটের (২০০৮) পরবর্তী গবেষণায় উন্নত করা হয়, যারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে তাদের মধ্যে সংবেদন তৈরি বা প্রভাবিত করার দাবি করেছেন, অথবা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে শারীরিক ক্ষতির আচরণগত পরিণতি গবেষণা করেছেন। এতদাসত্ত্বেও, স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রাপ্ত সকল ফলাফলের সমষ্টি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাসকে অস্বীকার করার মতো শক্তিশালী নয়। বিষয়টি নিয়ে এখনও স্নায়ুবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে একইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ” [৩৯]

সোহেল লাহেরের মতে Readiness Potential অস্তিত্ব স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে না । কারণ :

“ ১)এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে এই অবস্থা সত্য এবং সঠিক, তবুও ব্যক্তিটির সামর্থ্য রয়েছে সেই ‘অচেতন উদ্দেশ্য(Unconscious Intention)’ কে স্বীকার বা অস্বীকার করার, যেমনটি লাইবেট নিজেই পরবর্তী কিছু এক্সপেরিমেন্টে দেখিয়েছিলেন। এটিকে বলা হয় " The Veto Theory of Free Will" (অথবা বিকল্পভাবে "Free Won't")।

২) এই পরীক্ষাগুলিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের আগে থেকেই পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়। সুতরাং, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে তারা ইতিমধ্যে একটি Distal Intention গঠন করে রেখেছে, অর্থাৎ Readiness Potential এর আগেই। অতএব আমরা এটা বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছি যে এই Distal Intention টি Readiness Potential ঘটার সম্ভাব্য কারণ , যা পরবর্তীতে Proximal Intention ঘটায়।এই তত্ত্বটি সেই সব মুসলিম পণ্ডিতদের জন্য সাপোর্ট হিসেবে দেখা যেতে পারে যারা বিশ্বাস করেন, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্য একজন মুসলমানের সচেতনভাবে প্রতিটি সৎ কাজের ইচ্ছা করার প্রয়োজন নেই, কারণ

যখন তিনি মুসলিম হতে পছন্দ করেন, তখন তিনি সাধারণভাবে সৎকাজ করার জন্য একটি distal intention তৈরি করছেন।

৩. উপরন্তু, আমাদের এই সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত যে, Readiness Potential কোন সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে না , বরং একটি তাগিদ, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে নির্দেশ করে। এই আলোচনা Capacity (ইস্তিতাহ্) নিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা নিয়ে দুটি লক্ষনীয় মতামত ছিল:

(i) সেই Capacity থাকে কর্মের পূর্বে; এটা মু'তাজিলাদের মতামত।

(ii) সেই Capacity থাকে কর্মের সাথে একসাথে; এটা আশআরীদের মতামত।

(iii) দুই প্রকারের Capacity আছে: একটি কর্মের পূর্বে, অন্যটি তার সাথে একযোগে; এটা হল মাতুরিদিদের মতামত।”[৪০]

এক্সপেরিমেন্ট গুলোর ব্যাপারে সোহেল লাহের তার আর্টিকেলে কিছু পদ্ধতিগত প্রশ্নাবলি (Procedural Questions) নিয়ে আলোচনা করেছেন[৪১],

“ (১) কারও কোন একটি Intention এর প্রকৃত সূচনা এবং তার সেটি সম্পর্কে অবগত হওয়া মাঝে একটি ল্যাগ টাইম থাকা দরকার। সিগন্যালসমূহের মস্তিষ্ক থেকে যেতে এবং ভোকাল কর্ড বা অন্যান্য পেশীতে Motor effect আনতে আনতে সময় লাগে। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে আমরা যে অপেক্ষাকৃত ছোট সময়ের সাথে মোকাবিলা করছি তা দেখে, এটিকে ত্রুটির উৎস (Source of error)হিসাবে অস্বীকার করা যায় না। যখন এই ফ্যাক্টরটি উপরোক্ত অনিশ্চয়তার সাথে মিশ্রিত হয় যে Readiness Potential (RP) ঠিক কীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিরুদ্ধে যুক্তিটি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ভোঁতা হয়ে যায়।

(২) একজন সজাগ পর্যবেক্ষক যা পর্যবেক্ষণ করেন তা প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে একটি সুপরিচিত ঘটনা (এবং আরও সাধারণভাবে: Observer Phenomenon), এবং এখানে বিবেচনা করার মতো হতে পারে।

(৩) সময়ের উপলব্ধিতে আপেক্ষিকতার উপর ভিত্তি করে এখানে সম্ভাব্য আপত্তি রয়েছে, বিশেষত যখন ছোট বিরতি জড়িত থাকে। এটিও সিদ্ধান্তগুলোর বৈধতা নিয়ে আপত্তির সূত্রপাত করে এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে।

(৪) মার্সেল ব্রাস, মাৎসুহাশি এবং হ্যালেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

'one has to say that in some subject [sic], the intention started before the readiness potential but in most of the subjects it started after the readiness potential.'

'বলতেই হয় কিছু ক্ষেত্রে Intention শুরু হয়েছে Readiness Potential এর আগে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি Readiness Potential এর পর শুরু হয়েছে।'"

এরপর সোহেল লাহের পরীক্ষাগুলোতে জড়িত সহজ বনাম জটিল সিদ্ধান্ত (Simple vs Complex Decisions) সম্পর্কে আরও বলেন[৪২] ,

" যে পরীক্ষাগুলি করা হয়েছে (লাইবেট, মাৎসুহাশি প্রমুখ দ্বারা) সবগুলোতে ছিল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সহজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত : কারও আঙুল বাকানো, দুটি বাটনের যে কোন একটি চাপ দেয়া, অথবা অংক যোগ বা বিয়োগ করা। উপরের সেকশন গুলো দেখায় যে, এসব সহজ সিদ্ধান্তগুলির জন্যও, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট case নেই।

যখন আমরা বিবেচনা করি যে, এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে চা বা কফি পান করা হবে কিনা এমন তুচ্ছ দৈনন্দিন সিদ্ধান্তের চেয়েও অনেক সহজ সিদ্ধান্ত জড়িত, আমরা এখনও আরও স্পষ্টভাবে নিউরোসায়েন্টিফিক তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা এবং অস্থায়ীতা উপলব্ধি করি। এই সীমাবদ্ধতাগুলি আরও গবেষণার ও অঅগ্রগতির মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা হবে বলে দাবি করা বিশ্বাস ও ইচ্ছাকৃত প্রত্যাশার একটি স্পষ্ট উপাদানকে ফাঁকি দেয় (যে বিষয়গুলির জন্য বস্তুবাদীরা প্রায়শই ধর্মীয় বিশ্বাসীদের নিন্দা করতে এগিয়ে থাকে)"

লাইবেট শেষে বলেন,

"My conclusion about free will, one genuinely free in the non-determined sense, is then that its existence is at least as good, if not a better, scientific option than is its denial by determinist theory. Given the speculative nature of both determinist and non-determinist

theories, why not adopt the view that we do have free will (until some real contradictory evidence may appear, if it ever does). Such a view would at least allow us to proceed in a way that accepts and accommodates our own deep feeling that we do have free will. We would not need to view ourselves as machines that act in a manner completely controlled by the known physical laws.”

“স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে আমার শেষ কথা হল, অ-নির্ধারিত অর্থে কেউ সত্যিকারভাবেই স্বাধীন, তখন তার অস্তিত্ব অন্তত ততটাই ভাল, যদি না একটি ভাল, বৈজ্ঞানিক বিকল্প ডিটারমিনিস্ট তত্ত্ব তা অস্বীকার করে। ডিটারমিনিস্ট এবং নন-ডিটারমিনিস্ট উভয় তত্ত্বের অনুমানমূলক প্রকৃতি দেখে, কেন আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবো না? (যতক্ষণ না কিছু সত্যিকার পরস্পরবিরোধী প্রমাণ আসে, অদৌ যদি তা ঘটে আর কি) এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তত আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে যে আমাদের নিজস্ব গভীর অনুভূতি রয়েছে তা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়াকে অনুমতি দেয় ও সাহায্য করে। আমাদের নিজেদেরকে জ্ঞাত ভৌত সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত এমন মেশিন হিসাবে দেখার প্রয়োজন নেই” [৪৩]

বস্তুবাদী কোয়েন এবং তার সহযোগী কর্তৃক লাইবেটের গবেষণার ফলাফল ভুল ভাবে উপস্থাপনের বিপক্ষে মাইকেল এগনর বলেন,

“ কোয়েন এবং তার সহযোগীরা লাইবেটের প্রাপ্ত ফলাফলকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করেছে। লাইবেট তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে উপসংহার টেনেছেন যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে -তা হল পূর্ব-চেতন উদ্দেশ্যকে ভেটো করার ক্ষমতা এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে নিউরোফিজিওলজিক্যাল ডিটারমিনিজমের কোন নিউরোফিজিওলজিক্যাল প্রমাণ ছাড়াই ভেটোটি অবাধে বেছে নেওয়া হয় এমন মনে হয়েছে।

লাইবেটের অনুসন্ধান মতে কখনও কখনও আমাদের চেতন উদ্দেশ্যের আগে যে পূর্ব-চেতন উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয় তা সত্যিই বেশ বিস্ময়কর। আমরা প্রায়ই এই ধরনের উদ্দেশ্য (Intentions) অনুভব করি। আমরা হাঁটার কোনরকম জটিল বিবরণ যেমন: পথ, পেশীর সমন্বয় ইত্যাদি সজ্ঞানে না ভেবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যাই। আমরা প্রায়শই যখন কোথাও পৌঁছাই তখন এই যাবার পুরো প্রক্রিয়াটায়

আমাদের খুব কম সজ্ঞানে মনোযোগ থাকে– চিন্তা করুন আপনি কতবার সজ্ঞানে চলার রুট সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা না করেই গাড়ি চালিয়ে কাজ থেকে বাড়ি যান, এমনকি অন্যান্য গাড়ি, ট্র্যাফিক সিগন্যাল ইত্যাদির ব্যাপারেও আপনি বেশি ভাবেন না। যখন আমরা টাইপ করি, যেমন আমি এখন করছি, আমরা সাধারণত আমাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের নিজস্ব গতি সম্পর্কে চিন্তা করি না। আসলে, টাইপিং, বাদ্যযন্ত্র বাজানো বা ড্রাইভিংয়ের মতো একটি দক্ষ কাজ সম্পাদন করার জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি স্বয়ংক্রিয় এবং Unconscious(অচেতন) হওয়া প্রয়োজন।
তার মানে এই নয় যে আমাদের টাইপিং বা হাঁটা বা গাড়ি চালানো আমরা স্বাধীনভাবে বেছে নেই নি।বরং এর অর্থ হ'ল আমাদের ইচ্ছাকৃত আচরণের বেশিরভাগই , একটি স্বাধীন চয়েস / নির্বাচন এবং একটি বিস্তৃত পূর্বসচেতন ও অচেতন Intention সিস্টেমের সংমিশ্রণের ফলাফল যা আমাদের স্বাধীনভাবে কাজটি নির্বাচনের ব্যাপারটি আরও দক্ষভাবে ঘটতে সাহায্য করে।
আপনি এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন: কেন কোয়েন এবং অন্যান্য বস্তুবাদীরা লাইবেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পুরোপুরি ভুল ভাবে উপস্থাপন করেছে? কেন বস্তুবাদীরা এমন একজন গবেষকের কাজের কথা উল্লেখ করবেন যিনি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং এমনকি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঐতিহ্যগত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করেছেন? বস্তুবাদীরা কেন এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করবে যা তাদের দাবির বিপরীতটাই নিশ্চিত করে?
সম্ভবত বস্তুবাদীরা বিজ্ঞান বোঝে না, অথবা সম্ভবত তারা তা কখনো বোঝার চেষ্টা করারও তোয়াক্কা করেনি। লাইবেটের কাজকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য তাদের কারণ যাই হোক না কেন, বস্তুবাদীদের গবেষণার আহ্বান যা স্বাধীন ইচ্ছাকে বৈধতা দেয় তা সম্ভবত বিজ্ঞানের ব্যাপারে তাদের জানাশোনা কম না থাকার জন্য নয় (কোয়েন লিবেটের প্রকৃত পরীক্ষা এবং ফলাফল সম্পর্কে বেশ অজ্ঞাত বলে মনে হয়), বরং বস্তুবাদীরা বিষয়টিতে যে মেটাফিজিক্যাল বায়াসগুলো নিয়ে আসে তার পরিণতি স্বরুপ।

আপনি ইভোলুশনারি জীববিজ্ঞানে টেলিওলজি অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও তাদের হুবুহু একই মেটাফিজিক্যাল বায়াস ও বিজ্ঞানের স্পষ্ট প্রভাবকে অস্বীকার করা দেখতে পাবেন।”[৪৪]
তিনি আরও বলেছেন,

“ ‘স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তব নয় কারণ আমরা পদার্থের অবস্থা দ্বারা পরিচালিত’ এই দাবিটি নিজেই নিজেকে খন্ডন করে । ধরুন প্রকৃতি হচ্ছে Determinist : তখন পদার্থের অবস্থাসমূহ — অণু, নিউরোট্রান্সমিটার বা যা কিছু রয়েছে সেগুলো আমাদের চিন্তা

ভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা করে। যাইহোক, (‘স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বাস্তব নয় কারণ ...’) -এই দাবিটি হল একটি প্রস্তাব , এমন একটি বিবৃতি যা হয় সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। তবে পদার্থের অবস্থাসমূহ কোন প্রস্তাব নয়। এগুলো সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে এই প্রস্তাবটি- ‘স্বাধীন ইচ্ছা হল একটি ভ্রম’ এটি কোন যুক্তি নয়। কারণ সেক্ষেত্রে তো এটি কেবল পদার্থের বিন্যাস যার কোনও Truth Value নেই। এই ব্যাপারে সমস্ত দাবিই অর্থহীন।” [৪৫]

বিজ্ঞান কি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ? এই ব্যাপারে মাইকেল এগনর বলেন[৪৬],

“ আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুবাদের সবচেয়ে গোলমেলে প্রভাবগুলির মধ্যে একটি হল এই অনুমান যে বিজ্ঞান নাকি স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। অবশ্যই, এটি কেবল শুধুমাত্র এক্ষেত্রেই নয়, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করার মত ভুলের বেশ গভীর ঝঝাঁটেপূর্ণ প্রভাব পড়বে আমাদের সামাজিক কাঠামো,বিচার ব্যবস্থা এবং আমাদের সরকারের পদ্ধতির ওপর। যদি ধরা হয় যে কিছু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অভাব রয়েছে , তারা আসলে শেষ পর্যন্ত গবাদি পশুর চেয়ে কিছুটা বেশি । দার্শনিক হান্নাহ আরেন্টের মতে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার - এবং এর ফলসরূপ ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা - এটি সর্বগ্রাসীতার(Totalitarianism) একটি ভিত্তি।

বিগ থিংক সাইটে, পদার্থবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক মার্সেলো গ্লিজার , পদার্থবিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞান স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করে ,এই ভ্রান্ত ধারণার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

“মন এমন কোন সৌরজগৎ নয় যে তা ডিটারমিনিস্টিক নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ থাকবে।

এটি কী ধরণের নিয়ম অনুসরণ করে সে ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন ধারণা নেই,

স্নায়ুর স্পন্দন এবং তাদের বিস্তার সম্পর্কিত খুব সরল এম্পিরিক্যাল নিয়মগুলি ইতিমধ্যে বেশ জটিল অরৈখিক গতিশীলতা(Non-Linear Dynamics) প্রকাশ করেছে। তবুও, স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা স্বাধীন ইচ্ছার পুনর্বিবেচনাকে প্রমোট করেছে, এমনকি আমাদের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার বিন্দুকে পর্যন্তও। অনেক স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং কিছু দার্শনিক স্বাধীন ইচ্ছাকে ভ্রম বলে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ, স্যাম হ্যারিস এই ব্যাপারে যুক্তি দেখিয়ে একটি ছোট বই লিখেছেন।”[৪৭] ”

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অথবা Free Won't বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য এবং লাইবেট সেটা প্রমাণ করেছেন। তার এক্সপেরিমেন্ট গুলো অসাধারণ এবং তিনি একজন Property Dualist ছিলেন। তিনি তার গবেষণা যে বস্তুবাদকে সমর্থন করে তা তিনি নাকচ করে দিয়েছেন বরং তিনি সেটার উল্টো টাই অনুভব করেছেন যে তার গবেষণা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি Free Will) যে সত্য সেটাকেই প্রমাণ করে।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পক্ষে আরো কিছু প্রমাণ সোহেল লাহের তার একটি আর্টিকেলে উল্লেখ করেছেন[৪৮] :

১) <u>নিউরোপ্লাস্টিসিটি :</u>

Cognitive থেরাপি নিউরোলজিক্যাল রোগের চিকিৎসায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, এটি দেখায় যে, মন মস্তিষ্কের উপর কার্যকারণ প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, Obsessive Compulsive Disorder (OCD) এর চিকিৎসায় Cognitive থেরাপির ব্যবহার "মস্তিষ্কে নাটকীয়ভাবে শারিরীক পরিবর্তন" তৈরি করতে দেখা গেছে।[৪৯]

২) <u>প্লাসেবো এফেক্ট :</u>

প্লাসেবো এফেক্টে একটি 'ডামি' ব্যবহার করা হয়, কার্যকারণভাবে নিরপেক্ষ (অকার্যকর) থেরাপি একজন সরল বিশ্বাসী রোগীর উপর যিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি আসলে ওষুধ গ্রহণ করছেন। পার্কিনসন রোগাক্রান্ত রোগীদের সাথে সম্পর্কিত একটি গবেষণায়,

“the placebo effect was at least as effective as the drug apomorphine in treating the chronic underproduction of dopamine.”

"ডোপামিনের দীর্ঘস্থায়ী স্বল্প উৎপাদনের চিকিৎসায় অ্যাপোমরফিন ওষুধের মতো প্লাসেবো এফেক্ট অন্তত কার্যকর ছিল।"[৫০]

৩) Psychoneuroimmunology :

গবেষণায় দেখা গেছে যে,

“mental attitudes affect the immune system via the brain,”

"মানসিক আচরণগুলো মস্তিষ্কের মাধ্যমে আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা সিস্টেমকে প্রভাবিত করে", এবং মানসিক আচরণগুলো মানসিক চাপ এবং হৃদস্পন্দন হ্রাস করতে পারে এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারে।[৫১]

---

[৩৭] Do We Have Free Will? p.5; Benjamin Libet; Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8-9, 1999, pp. 47-57

[৩৮] YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৩৯][৪০][৪১][৪২][৪৮]https://muslimmatters.org/2011/11/23/free-will-and-determinism-from-a-scientific-and-religious-perspective/

[৪৩] Do We Have Free Will? p.10; Benjamin Libet; Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8-9, 1999, pp. 47-57

[৪৪] https://evolutionnews.org/2014/01/do_benjamin_lib/

[৪৫]https://evolutionnews.org/2021/05/trying-to-disprove-free-will-shows-that-materialism-doesnt-work/

[৪৬]https://evolutionnews.org/2022/01/does-science-disprove-free-will-a-physicist-says-no/

[৪৭]MARCELO GLEISER, “DO THE LAWS OF PHYSICS AND NEUROSCIENCE DISPROVE FREE WILL?” AT BIG THINK (NOVEMBER 10, 2021)

[৪৯] [Menuge, Does Neuroscience...., p.86-92.]

[৫০][Ibid., p. 92.]

[৫১][Ibid., p. 92-3.]

ওসিডি এর ওপর Jeffre Schwartz এর গবেষণা :

বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারে যে, তারা তাদের বস্তুগত শরীর থেকেও বেশি কিছু। কিন্তু যে ব্যাপারটা বস্তুবাদীরা আমাদের বলবে না তা হল এই বিষয়টি বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ভালো প্রমাণ পাওয়া গেছে অবস্তুগত মনের সমর্থনে। এসব প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক এক জিনিস নয়। এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যাতে উল্লেখ আছে আমাদের চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটাতে পারে! অথচ মন যদি মস্তিষ্ক থেকেই উৎসরিত হতো তাহলে কিন্তু হতো না এমন টা। এরকমই প্রমাণ পাওয়া গেছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ Jeffrey M. Schwartz এর গবেষণায়।[৫২]

Jeffrey M. Schwartz (১৯৫১-

Jeffrey M. Schwartz একজন গবেষক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। সেই সাথে তিনি নিউরোপ্লাস্টিসিটির ব্যাপারে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। কয়েক দশক আগে, তিনি Conscious awareness এর ওপর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন। এটি এই ধারণা যে,আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপ মস্তিষ্কের ফাংশনসমূহের উপর প্রভাব ফেলে।

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) এর ওপর তার যুগান্তকারী গবেষণা বেশ শক্ত প্রমাণ দেয় যে, আমাদের মন আমাদের মস্তিষ্কের রসায়ন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ওসিডি আক্রান্ত রোগীরা মস্তিষ্কের অধীনে থাকে - উদাহরণস্বরূপ তারা বার বার তাদের হাত ধোয়, তারা এই ভয়ে থাকে যে তারা কখনই সেগুলো পরিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু Jeffrey Schwartz কিছু কৌশলের কথা বলেছেন সেগুলোর মাধ্যমে তারা তাদেরকে এমনভাবে ট্রেইন করতে পারে যে তারা তাদের

বাধ্যতামূলক আবেগগুলি (compulsive impulses) পুনরায় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে লক্ষণীয়ভাবে, তাদের মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন ঘটে।[৫৩]

এটা কিভাবে সম্ভব? যেভাবে Schwartz বলেছেন , "A Wise Advocate" বা (অ্যাডাম স্মিথের উদ্ধৃতি) "নিরপেক্ষ দর্শক" মস্তিষ্কের বাইরে এবং উপরে দাঁড়িয়ে আছে (স্থানিক ভাবে নয় কিন্তু ধারণাগতভাবে)। এই ব্যক্তিত্বই হল প্রকৃত সত্তা, এবং নিরপেক্ষভাবে মস্তিষ্ক থেকে আসা বার্তা মূল্যায়ন করতে পারেন, কারণ এটি মস্তিষ্ক নয়!

তিনি তার বই " The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force " এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার এই রিসার্চ মন যে মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বে তা সুস্পষ্টভাবেই সমর্থন করে।

---

[৫২] https://winteryknight.com/2015/08/29/studies-by-ucla-neuroscientist-jeffrey-schwartz-falsifies-materialist-determinism/
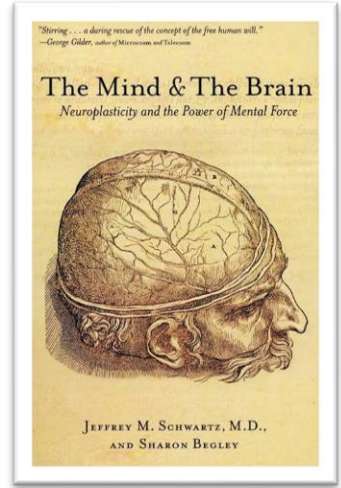
[৫৩] YouTube: Jeffrey Schwartz: You Are More than Your Brain – Science Uprising Extra Content

Intentionality(উদ্দেশ্যবাদ) কিভাবে বস্তুবাদকে রদ করে

বস্তুবাদের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ হল Intentionality(উদ্দেশ্যবাদ) । এটি মনের একদম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কোন জড়বস্তুর মধ্যে এই গুণ নেই।

ফ্রাঞ্জ ব্রেনটানো (১৮৩৮ – ১৯১৭)

ঊনিশ শতকে ফ্রাঞ্জ ব্রেনটানো নামক একজন জার্মান দার্শনিক একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন । তিনি প্রশ্ন করেছিলেন মানব মনের এমন কি আছে যা স্বতন্ত্র এবং যা এটিকে পদার্থ থেকে আলাদা করে?

আমরা এমনিতেই চিন্তা করি মন ও পদার্থ আলাদা জিনিস কিন্তু এমন কিছু একটা কি আছে যেটা কোন কিছুকে বস্তু করার বিপরীতে মানসিক করে? তিনি বলেছেন আসলেই এরকম কিছু আছে এবং তা হল Intentionality।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন,

"Every mental phenomenon is characterized by what the Scholastics of the Middle Ages called the intentional (or mental) inexistence of an object, and what we might call, though not wholly unambiguously, reference to a content, direction towards an object (which is not to be understood here as meaning a thing), or immanent objectivity. In

presentation something is presented, in judgement something is affirmed or denied, in love loved, in hate hated, in desire desired, and so on.” [৫৪]

মাইকেল এগনর বলেন,

“প্রাকৃতিক দুনিয়াকে আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যদি আপনি ধরে নেন এর পিছনে উদ্দেশ্য আছে, এটি ডিজাইন করা। এটা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে সবকিছু কিভাবে কাজ করে। আমি মনে করি মানবমনকে ভালোভাবে বুঝতে পারা গেলে, তা আমাদেরকে প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শিখাবে শুধু আমাদের মনকেই নয়।”[৫৫]

Intentionality হল কোনকিছুর সেই সামর্থ্য যা অন্য কোনকিছু সম্বন্ধিত। যেমন আমি যদি এখন আমার অফিস নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমার চিন্তাকে আপনি Intentional বলতে পারেন। তেমনি ভাবে আমি যদি আমার বাসার টেবিল নিয়ে চিন্তা করি বা আমার বন্ধুকে নিয়ে চিন্তা করি অথবা আমি কোন স্থান নিয়ে চিন্তা করি সব ক্ষেত্রেই আমার চিন্তাকে বলা যাবে Intentional।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আমাদের মন ব্যতীত Intentionality এর কোন অস্তিত্ব নেই। Intentionality কোন জৈবিক বা জড় বৈশিষ্ট্য নয় যে আমাদের মস্তিষ্কের কোন স্তরে সেটা গেথে আছে। কোন জাগতিক বস্তু অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না মনের অনুপস্থিতিতে। কোন সমুদ্র সৈকতে পড়ে থাকা পাথর কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না, একটা গাছ কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না। শুধুমাত্র একটি চিন্তা অন্যকিছু সম্বন্ধে হতে পারে।

জড়বস্তু গুলো শুধু তাদের নিজেরাই। তারা কোন কিছুর দিকে নির্দেশ করে না। অবশ্যই আমরা জড় বস্তু ব্যবহার করতে পারি আমাদের Intentionality প্রকাশ করার জন্য

যেমন: যেমন আমরা জড় কলম দিয়ে জড় কাগজের উপর লিখে আমাদের চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করতে পারি । অথবা কম্পিউটারে টাইপ করে আমাদের Intentionality প্রকাশ করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে কেবল আমাদের চিন্তাগুলোরই Intentionality আছে, ওই কাগজ, কলম কিংবা কম্পিউটার স্ক্রীনে থাকা ইলেকট্রন গুলোর নেই।[৫৬]

তাই ব্রেনটানোর মতে মনকে বুঝার পূর্বে আমাদেরকে আগে Intentionality বুঝতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে কিভাবে একটি চিন্তা অন্যকিছু সম্বন্ধে হতে পারে। কোন বস্তুবাদী বিশ্বাস ও ধারণা দ্বারা Intentionality কে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর কারণ মাইকেল এগনর বলেছেন[৫৭],

"পদার্থ কখনো অন্তর্নিহিতভাবে অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না।"

ড্যানিয়েল ড্যানেট সহ অনেক বস্তুবাদী গবেষক ব্রেন্টানোর চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে Intentionality কে পদার্থের মত কিছু আকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন । তবে Intentionality কে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

Intentionality এর ব্যাপারে চমকপ্রদ ব্যাপার হল প্রকৃতিতে বৃহত্তর পর্যায়ের Intentionality কে বলা হয় টেলিওলজি(উদ্দেশ্যবাদ)। এই প্রসঙ্গে মাইকেল এগনর বলেছেন,

" টেলিওলজি হল প্রকৃতিতে থাকা প্রসেসগুলোর একটা প্রবণতা – কোথাও গমন করা প্রসঙ্গে, কোনকিছুতে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে। একটি ক্ল্যাসিক্যাল উদাহরণ হলো : ওক গাছের ফল, যা পরে ওক গাছে পরিণত হয়। ভূতাত্ত্বিকভাবে মনে হয় এটিকে এভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে ওক গাছে পরিণত হবার জন্য। ওক ফল কখনও সাগরে পরিণত হয় না, কোন যুদ্ধজাহাজ বা কোন ফুলে পরিণত হয় না । এটা শুধু ওক গাছে পরিণত হয়। এটার একটি সুনির্দিষ্ট দিক এবং লক্ষ্য আছে। সব জিনিসেই এরকম Aboutness আছে যে তারা সবই কোন নির্দিষ্ট দিকে আছে। অনেক জ্ঞানী দার্শনিকরা বুঝতে পেরেছেন মানবমনের Intention হল প্রকৃতিতে থাকা Aboutness এর প্রতিফলন। এবং এটি প্রকৃতিতে থাকা উদ্দেশ্যের প্রতিফলনও নিঃসন্দেহে। আপনি 'উদ্দেশ্য' কি তা ভালোভাবে বুঝা ব্যতীত মনকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না।

তবে অনেক বায়োলজিস্ট চেষ্টা করেছেন কারণ তারা অনেক অ্যালার্জিক, বিশেষ করে তারা যদি ডারউইনিয়ান বায়োলজিস্ট হন। তারা টেলিওলজির ব্যাপারে বেশ অ্যালার্জিক। তারা 'উদ্দেশ্য' – এ ধারণার ব্যাপারেও খুব অ্যালার্জিক।

তারা উদ্দেশ্য খোঁজা ছাড়াই জীববিজ্ঞানকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে তবে তারা পারেনি। কারণ আপনি জীবন্ত কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যতক্ষণ সেই জীবন্ত বস্তুর অংশগুলোর উদ্দেশ্য কি তা অনুসন্ধান ব্যতীত। আপনি হার্টকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি ব্যাখ্যা করবেন হার্টের উদ্দেশ্য হল পাম্প করা। আপনি চোখকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি দেখার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করবেন। জীবের মধ্যে আনবিক প্রক্রিয়াসমূহ যেমন – 'বিপাকের পথে থাকা এনজাইম, ডিএনএ রেপ্লিকেশন ও জীনের প্রকাশ, আন্তঃকোষীয় অঙ্গানুসমূহ, সব অঙ্গ এবং সব জীব' – এরা সকলেই টেলিওলজিক্যাল কারণ তারা সবাই কোন লক্ষ্যের দিকে নির্দেশিত। জীববিজ্ঞান অনেক বেশি লক্ষ্য দ্বারা সম্পৃক্ত যেমন: শক্তি উৎপাদন, প্রোটিন সংশ্লেষণ, চলন, প্রজনন এবং আরো অগণিত উদাহরণ রয়েছে। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার টেলিওলজি রয়েছে, উদ্দেশ্য রয়েছে যেটা অস্বীকার করা যাবে না। এসব উদ্দেশ্য কোথা থেকে এল? পদার্থ কি নিজেই নিজেকে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য দিতে পারে? উত্তর হল, 'না'।"[৫৮]

এসবের তাৎপর্য হল এই মহাবিশ্বের পিছনে একটি মন আছে, একটি বৃহৎ মন। এই মহাবিশ্ব যেভাবে কাজ করে তাতে এই মনের প্রতিফলন ফুটে ওঠে। সেন্ট থমাস বলেছেন, এই বৃহৎ মনকেই মানুষ সৃষ্টিকর্তা বলে।

মাইকেল এগনর বলেছেন,

"তাই যে জিনিসটা আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে তা হল আমি প্রকৃতিতে যা ই দেখি তা কোন উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে, সেগুলো কোন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়াকে প্রকাশ করে, টেলিওলজি, Intentionality কে প্রকাশ করে।যেগুলো একটি বৃহৎ মনের প্রতিফলন প্রকৃতির মধ্যে এবং একজন সৃষ্টিকর্তার দিকে ইঙ্গিত করে।"[৫৯]

মন ব্যতীত পদার্থ একা Intentionality দেখায় না। তাই Intentionality এবং টেলিওলজি উভয়েই বস্তুবাদকে রদ করে। নিসঃন্দেহে Intentionality আমাদের মনের অস্তিত্ব থাকার একটি বড় প্রমাণ।

---

[৫৪] MICHAEL EGNOR, "MY REPLY TO DR. NOVELLA'S CRITIQUE OF INTENTIONALITY AS A PROPERTY OF THE MIND" AT *EVOLUTION NEWS AND SCIENCE TODAY* (DECEMBER 15, 2008)

[৫৫][৫৭][৫৯]YouTube: Michael Egnor: The Evidence against Materialism – Science Uprising Expert Interviews (https://www.youtube.com/watch?v=BqHrpBPdtSI)

[৫৬]https://mindmatters.ai/2020/12/why-consciousness-shows-that-materialism-is-false/

[৫৮]https://mindmatters.ai/2020/12/why-consciousness-shows-that-materialism-is-false/

চেতনার (Consciousness) রহস্য ও বস্তুবাদ

চেতনা (Consciousness)কি?

আমাদের এই জগৎ বেশ রহস্যময়। এর এমন কিছু রহস্য রয়েছে যেগুলো মানুষের নাগালের বাইরে। যদিও বস্তুবাদীরা, নাস্তিকরা দাবী করে এই জগতে জড় পদার্থের বাইরে কিছু নেই ,কিন্তু ব্যাপার আছে যেগুলোকে জড় পদার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা ধোপে টেকে না। তেমনিই একটি বড় রহস্যের কুল কিনারা করতে বিজ্ঞানীরা , দার্শনিকরা বলতে গেলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন তা হল আমাদের চেতনা বা Consciousness ।

কিভাবে অসংখ্য অণু-পরমাণুর সম্বনয়ে গঠিত এই শরীরের মধ্যে চেতনার উদ্ভব ঘটে এই প্রশ্নের পিছে ছুটতে গিয়ে কত বিজ্ঞানী, দার্শনিক যে মাথা খাটিয়েছেন তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। অবস্থা এমন পর্যায়েও পৌঁছেছে যে অনেক বিজ্ঞানী পুরো বিষয়টিকেই উপেক্ষা করেছেন এবং এটি নিয়ে গবেষণাই বাদ দিয়েছিলেন।[৬০]

জিওফ্রে ম্যাডেলের মতে,

"The emergence of consciousness, then, is a mystery, and one to which materialism signally fails to provide an answer."

"Consciousness এর উদ্ভব একটি রহস্য, এবং বস্তুবাদ লক্ষনীয়ভাবে এর উত্তর দিতে ব্যর্থ "[৬১]

অনেকে মনে করে যে বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতি বিশেষ করে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান,স্নায়ুবিজ্ঞানের ক্রমাগত উৎকর্ষের ফলে আমরা একসময় চেতনার রহস্য উদঘাটন করে ফেলবো। কিন্তু তাদের ধারণা যে ভুল সেটি সামনের একটি অধ্যায়ে বুঝতে পারবেন।সহজ করে বললে বিজ্ঞান যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে সেই প্রক্রিয়াতে চেতনার রহস্য উদঘাটন এর পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয় নিয়ে যত জানার চেষ্টা করা হচ্ছে এর রহস্য দিন দিন আরও গভীর হচ্ছে। Consciousness নিঃসন্দেহে বস্তুবাদীদের জন্য অনেক বড় একটা ধাক্কা। তবে বস্তুবাদীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও তাদের দিক থেকে Consciousness এর নানা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

আমরা প্রথমে Consciousness সম্বন্ধে জানবো, এরপর বিভিন্ন রকমের Consciousness এর ব্যাপারে আলোচনা করবো। তারপর Consciousness এর বিভিন্ন বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেখবো এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো কেন এগুলো Consciousness এর ব্যাখ্যায় যথার্থ নয়।

Consciousness কি?

সাইকোলজিস্ট সুসান ব্ল্যাকমোরের মতে যদিও দেখতে এটিকে একটি সহজ প্রশ্ন মনে হয় কিন্তু তা আসলে নয়। তার মতে,

"Consciousness is at once the most obvious and the most difficult thing we can investigate. "[৬২]

Consciousness (চেতনা)কে সংজ্ঞায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়। আপনি চেতনাকে কে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে দেখতে পাবেন চেতনার সাথে অনেক জিনিসের সম্বন্ধ আছে । আমরা এখানে চার ভাবে Consciousness (চেতনা)কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করবো :

একদম প্রাথমিক উপায়টি হল "Ostensive Definiton"। Ostensive Definiton এর মানে হল কোন কিছুকে তার উদাহরণের দিকে নির্দেশিত করে সংজ্ঞায়িত করা। এরকমটি করার কারণ হল মাঝে মাঝে কিছু জিনিসকে আমরা অন্য কিছুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় । যেমন: "ব্যাচেলর" কে আমরা বলতে পারি "অবিবাহিত পুরুষ"। আবার পানিকে আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে পারি: ২ টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও ১ টি অক্সিজেন পরমাণু মিলে ১ অণু পানি গঠিত হয় । এভাবে তখনই করা যায় যখন যে জিনিসের মাধ্যমে আমরা নির্দেশিত জিনিসটিকে সংজ্ঞায়িত করছি সেটি / সেগুলো আমাদের নির্দেশিত জিনিসটি থেকেও আরো বেশি মৌলিক (Basic/ Fundamental)। যেমন পানির উদাহরণে পানি সব থেকে মৌলিক জিনিস নয় কারণ এটি আরও মৌলিক জিনিস হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। এভাবে আমরা কোন জিনিসকে ভাঙতে ভাঙতে একদম অসীম পর্যন্ত কিন্তু যেতে পারবো না । একটা পয়েন্টে আমাদের থামতে হবেই। সেই পয়েন্টেই আমরা একদম বেসিক বা মৌলিক জিনিসটি পেয়ে যাবো। আমাদের চেতনাও ঠিক এরকম একদম বেসিক বা মৌলিক ব্যাপার। Consciousness থেকেও আরো বেশি মৌলিক কিছু নেই যার মাধ্যমে এটিকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারবো। তাই আমরা যেটা করতে পারবো তা হল Consciousness এর বিভিন্ন উদাহরণের দিকে নির্দেশ করা ।

Consciousness সৃষ্টজগতে থাকা জড় কোন কিছুরই মত নয়। এটা বললে যথার্থ হয় যে Consciousness তার নিজস্ব ক্যাটাগরির এবং অন্য কোন কিছুর মত নয়। আমরা জড় পদার্থকে এক্সপেরিয়েন্স করতে পারি Consciousness এর মধ্যে, তাহলে Consciousness কি করে আরেকটি পদার্থ হতে পারে ? বিভিন্ন জড় প্রক্রিয়াসমূহকেও আমরা আমাদের Consciousness এর মধ্যে এক্সপেরিয়েন্স করি, সেক্ষেত্রে কি করে বলতে পারি যে Consciousness ও একটি জড় প্রক্রিয়া হয়? আপনি যদি কিছু সময় নিয়ে চিন্তা করেন যে Consciousness হল একটি পদার্থস্বরুপ তাহলে আপনি কিন্তু একটি চিন্তায় এটিকে সম্পুর্ণ ধারণ করতে পারবেন না। কারণ

আপনি এই মূহুর্তে আপনার নিজের Consciousness সম্বন্ধে Conscious । আপনার চেতনা আপনি যা ভাবতে পারেন তার বাইরে প্রসারিত। অন্যভাবে বললে আপনি কখনোই Consciousness কে বুঝতে পারবেন না Conscious অবস্থার বাইরে গিয়ে। কারণ আমাদের সকল চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে Consciousness এর মধ্যেই।

Cognitive Scientist ডোনাল্ড হফম্যান বলেছেন,

"কোন conscious এজেন্ট নিজেকে পুরোপুরি বর্ণনা করতে পারে না। যথাযথ চেষ্টা এজেন্টে আরো অভিজ্ঞতা যোগ করে, যা তার সিদ্ধান্ত এবং কর্মের জটিলতাকে সেই নতুন অভিজ্ঞতার আঁটসাঁট করে গুণ করে, এর ফলে সেই জটিল সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপগুলোকে আয়ত্ত্ব করার জন্য আরও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন... একজন এজেন্ট তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যতই বড় হোক না কেন, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারে না।" [৬৩]

তাই আমরা বলতে পারি,

Consciousness তা ই যখন আপনি কিছু সুনির্দিষ্ট অবস্থা আসে যেমন : অনুভূতি, আবেগ, চিন্তা বা বিশ্বাস , কোন চাওয়া অথবা আপনি যখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি চর্চা করেন ।

সুতরাং বলা যায় Consciousness না কোন বস্তু, না কোন ফাংশন, ঘটমান বিষয় অথবা প্রক্রিয়া। সহজ করে বললে Consciousness হলো তার নিজস্ব ক্যাটাগরির।

Consciousness is Consciousness

দ্বিতীয় উপায়ে,

সব Conscious অবস্থায় থাকার মধ্যে "এটি ঠিক কেমন/ এটি অনুভব করতে ঠিক কেমন?" ব্যাপার রয়েছে। কেউ সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাচ্ছে এই অবস্থার মধ্যে " কেমন অনুভুত হচ্ছে" ব্যাপার রয়েছে। কেউ কোন ব্যাথা পেয়েছে বা কোন খাবারের স্বাদ নিচ্ছে অথবা ভীত বা রাগান্বিত অবস্থায় অথবা কোন কারণে চিন্তিত অবস্থায় রয়েছে , এগুলো সবগুলোরই মধ্যেই "কেমন অনুভূত হচ্ছে" ব্যাপারটি রয়েছে। ধরুন আমি চিন্তা করছি আমার অফিসের ডেকোরেশন নিয়ে ,আবার চিন্তা করছি সংবাদপত্রের কোন নিউজ নিয়ে। যদি আমার এই দুটি চিন্তাকে ডিটেক্ট করার মত কোন পার্থক্য না থাকে তাহলে

সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি এদের তফাৎ বের করতে পারবো না বা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। এদেরকে পৃথক করে ওই অবস্থার মধ্যে ঠিক কেমন লাগে সেই ব্যাপারটি।

কোন জড় বস্তুর কিন্তু এরকম "এটি ঠিক কেমন" ব্যাপারটি নেই। একটি ইলেকট্রনের , ইলেকট্রন হতে ঠিক কেমন লাগে এরকম ব্যাপার নেই। তাই বুঝা গেল কোন Conscious অবস্থার মধ্যে কেমন অনুভব হয় ব্যাপারটি Consciousness কেই নির্দেশ করে। এর আরেকটি নাম হল Phenomenal Texture। এটি নিয়ে সামনে আলোচনা করবো।

তৃতীয় উপায়ে,

ধরি, একটি অবস্থা "A" । এখন A কে Consciousness এর অবস্থা বলা যাবে যদি এর মধ্যে Intentionality(উদ্দেশ্য) বিদ্যমান থাকে। Intentionality হল কোনকিছুর সেই সামর্থ্য যা অন্য কোনকিছু সম্বন্ধিত। এটি অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই ব্যবহিত একটি পুরাতন টার্ম। উদাহরণস্বরুপ : আমি যদি এখন কোন পার্ককে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমার চিন্তা কে বলা যায় Intentional, এই সেন্সে যে আমি এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করছি যেটা আমি নই। আমি একটি শহর নিয়ে চিন্তা করছি বা একটি দরজা নিয়ে চিন্তা করছি অথবা আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তা করছি।

মাইকেল এগনর বলেছেন,

" 'কোন চিন্তার অন্য কিছুর সাথে সম্বন্ধিত হবার সামর্থ্য' – এটা মনের একদম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কারণ কোন জাগতিক বস্তু অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না মনের অনুপস্থিতিতে। কোন সমুদ্র সৈকতে পড়ে থাকা পাথর কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না, একটা গাছ কোন কিছু সম্বন্ধে হতে পারে না। জড়বস্তু গুলো শুধু তাদের নিজেরাই। তারা কোন কিছুর দিকে নির্দেশ করে না। অবশ্যই আমরা জড় বস্তু ব্যবহার করতে পারি আমাদের Intentionality প্রকাশ করার জন্য যেমন: আমরা পেপারে কালি ব্যবহার করতে পারি, স্ক্রিনে ইলেকট্রন আমাদের চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু আমাদের চিন্তাগুলোরই Intentionality আছে, সেই কালি বা ইলেকট্রনের নেই।"[৬৪]

তাই আমাদের জড় মস্তিকের কোন Intentionality নেই, কিন্তু আমাদের Consciousness এর আছে। তবে সকল Conscious অবস্থার জন্য Intentionality থাকা লাগবে ব্যাপারটি এমন নয়। যেমন : আমাদের অনেক সময় শরীরে চুলকানী হয় । দেখে মনে হয় এর কোন উদ্দেশ্য (Intentionality) নেই, কোন কিছুর কারণে এটি শরীরে ঘটে। তাই বলা যায় যে, Conscious অবস্থার জন্য Intentionality একটি sufficient শর্ত তবে necessary শর্ত নয়।

চতুর্থ উপায়ে,

কোন সাবজেক্ট(ব্যক্তি/প্রাণী) এর কোন অবস্থাকে Conscious অবস্থা বলা যাবে যদি সেই অবস্থার ওপর ঐ সাবেজেক্টের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র অ্যাকসেস থাকে। জড় সব কিছুর থেকেই থার্ড পারসন ভিউ থেকে আমরা সব জ্ঞান পেতে পারি। কারণ সকল জড় পদার্থই পাবলিক অবজেক্ট, আমাদের মস্তিকও কিন্তু তাই । কেউ ৬ ফুট লম্বা, কোন বস্তুর তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোন বলের ওজন ২০ কেজি ইত্যাদি জড় জাতীয় সব তথ্যই পাবলিকলি অ্যাকসেসিবল। আমরা কোন উপায়, মাধ্যম ব্যবহার করে এসব তথ্য বের করতে পারি। কিন্তু আমার Conscious অবস্থাসমূহের ওপর অ্যাকসেস কেবল আমারই , অন্য কারো নয়। কেউ আমার Conscious অবস্থাসমূহের ব্যাপারে জানতে পারবে যদি আমি তাদের কাছে সেগুলোর ব্যাপারে বর্ণনা করি। অথবা বডি ল্যাংগুয়েজ থেকে কিছুটা ধারণা করতে পারবে। কিন্তু কখনই তারা আমার Conscious অবস্থাসমূহকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে না।

Consciousness এর সব থেকে ভাল সংজ্ঞা হতে পারে, Consciousness হল একটি আত্নসচেতন মন। আমার মতে Consciousness হল আমাদের আত্না বা মনের একটি ফিচার।

Consciousness কে ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যতম একটি কঠিন সমস্যা। তবে একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে Consciousness সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। আমরা এটাও বলতে পারি যে আমাদের নিজস্ব Consciousness কে আমরা দুনিয়ায় যেকোন জিনিস থেকে বেশ ভালোভাবে জানি। Consciousness আমাদের সত্তার সাথে মিশে থাকা একটি অপরিহার্য বিষয়।

দার্শনিক Descartes এত মতে আমাদের নিজস্ব সচেতন (Conscious) চিন্তা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাদবাকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি সুরক্ষিত। তার মতে Consciousness সম্পূর্ণ একক/অনন্য একটি বিষয় এবং আমাদের যে নিজস্ব চেতনা (Consciousness) বিদ্যমান সেই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

চেতনার (Consciousness)বিভিন্ন ধরণ

Consciousness কেবল একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ নয়, এটি এমন একটি শব্দ যা দৈনন্দিন জীবনে নানানভাবে প্রকাশ পায়। আমরা এরকম বলতে পারি, তিনি পথচারী সম্পর্কে সজ্ঞান / চেতন ছিলেন না(unconscious), বা অমুক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। অথবা একটি ফুলের সুগন্ধ বা সাগরে সূর্যডোবার দৃশ্য থেকে লাভ করা চেতন অভিজ্ঞতা (Conscious Experience) আমাদের জীবনে বেঁচে থাকাকে সুন্দর করে । Consciousness, দার্শনিকদের মতে একটি " Folk Concept " যা আমাদের দৈনন্দিন নানা বিষয়াদির সাথে জড়িত।

এবার আমরা দেখবো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত Consciousness এর বিভিন্ন ধরণ :

i) Sentience (সংবেদিতা):

প্রথমেই Consciousness বলতে আমরা একটি জিনিস বোঝাতে পারি তা হল Sentience বা সংবেদিতা। যখন আমরা বলি যে একটি প্রাণী হল Conscious , এ দ্বারা আমরা আসলে বুঝাতে চাই যে এটি বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে আচরণ করে এবং এটি তার পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি আমরা বলি আমাদের ফ্রিজের নীচে মাকড়সাটি অথবা দেয়ালে থাকা টিকটিকি টি আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন(Conscious) এর মানে আসলে বুঝায় আমরা ওই মাকড়সা বা টিকটিকির মধ্যে এমন কিছু আচরণ,গতিবিধি লক্ষ্য করেছি যেটা থেকে বুঝতে পেরেছি তারা আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারে Conscious।

ii) Wakefulness (জাগরণ /জাগ্রত অবস্থা):

Consciousness এর দ্বিতীয় ধরণটি হল Wakefulness। যখন আমরা বলি যে কেউ চেতন (Conscious), আমরা বুঝাতে চাই যে তারা জেগে আছে। তারা ঘুমিয়ে নেই বা অন্যথায় অক্ষম নয়।

iii) Access Consciousness:

তৃতীয় ধরণের চেতনা (Consciousness) হলো দার্শনিক নেড ব্লক এর ভাষায় Access Consciousness । এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Mark Sprevak এর মতে,

" A thought is access conscious if it's broadcast widely in a creature's brain, and is poised to interact with a wide variety of the creature's other thoughts and to directly drive its behaviour. "
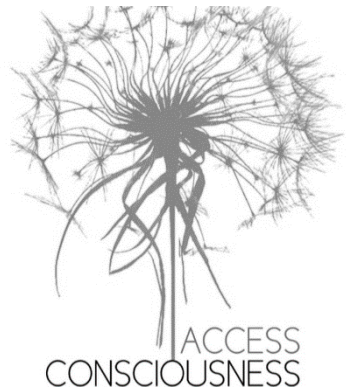
" একটি চিন্তাকে Access Conscious বলা যাবে যদি তা একটি প্রাণীর মস্তিষ্কে সমগ্রটা জুড়ে ছড়িয়ে পরে এবং প্রাণীটির অন্যান্য চিন্তার বিভিন্ন ধরণের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে,অতঃপর সরাসরি তার আচরণকে চালিত করে।"[৬৫]
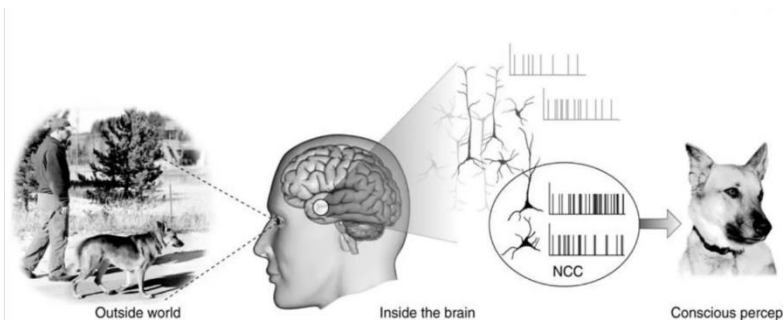
Access Conscious চিন্তাগুলো সাধারণত সেই চিন্তা গুলো যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এখন কি ভাবছেন? উওরে যা বলবেন সেটি। উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাপার হলো আমাদের সমস্ত চিন্তা কিন্তু Access Conscious নয়। এটি বিংশ

শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সুনিশ্চিত প্রাপ্ত ফলাফল গুলির মধ্যে একটি যে আমাদের মানসিক অবস্থার অনেক টুকুই Access Conscious নয়। যদি আমাদের মানসিক লাইফকে একটি পর্বত হিসেবে কল্পনা করি তাহলে আমাদের Access Conscious চিন্তাগুলি পর্বতের চূড়াসদৃশ।

iv) Phenomenal Consciousness:

Consciousness এর চতুর্থ ধরণটি হল Phenomenal Consciousness /Qualia/Phenomenality। Consciousness এর এই ধরণটি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Phenomenal Consciousness বস্তুবাদীদের জন্য অনেক বড় একটা বাধা। এক Phenomenal Consciousness ই বস্তুবাদকে রদ করার জন্য যথেষ্ট।

Phenomenal Consciousness বা Qualia আমাদের Subjective Conscious Experience বা ব্যক্তিস্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত। আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গুলো দিয়ে আমরা এমন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করি যেগুলো ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন ধরুন, আমি এখন ডেস্কটপের সামনে বসে Microsoft Word এ বইটি টাইপ করে লিখছি। পাশে জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যার মুহুর্ত। আকাশে রঙ বদলে যাচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। এই মনোরম দৃশ্য দেখে আমার যেমন অনুভূত হচ্ছে যদি অন্য কেউ তা দেখতো তার কিন্তু হুবুহু আমার মত অনূভুতি লাভ হতো না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বেশিরভাগ মানুষেরই সূর্যাস্ত দেখে ভালো লাগবে। কিন্তু এই ভাল লাগার ব্যাপারটা একজনের সাথে আরেকজনের হুবুহু মিলবে না। তেমনি ভাবে আবার ধরুণ, স্ত্রী বাসায় পাটিশাপটা পিঠা বানালো। অনেক সুস্বাদু! এখন সেটি খেয়ে স্বামীর যেমন অনূভুত হবে বাসার বাচ্চারা অথবা মা-বাবারা খেলে একদম একই অনুভূত হবে না তাদের। এগুলোই হচ্ছে সহজ করে বললে Subjective Conscious Experiences। কোন কিছু দেখা, খাওয়া,ছোয়ার মাধ্যমে আমরা যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করি সেটা ব্যক্তি সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমাদের Subjective Conscious Experience আছে। এখন কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে, আপনার কোন কিছু দেখলে যেমন টা অনুভূত হবে সেটা কিন্তু আমি কখনই জানতে পারবো না বা আপনি যদি আপনার অনূভুতিটা শেয়ারও করেন তাও তা পুরোপুরি জানা কখনই সম্ভব নয়,

কারণ আমি ও আপনি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি। আপনার অভিজ্ঞতা কেমন সেটা বুঝতে হলে আমাকে তো আপনি হতে হবে! কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়।

১৯৭৪ সালে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে[৬৬] ফিলোসফার থমাস ন্যাগেল একটি প্রশ্ন করেন, " What it is like to be a bat? " মানে একটি বাদুড় হলে ঠিক কেমন লাগে?
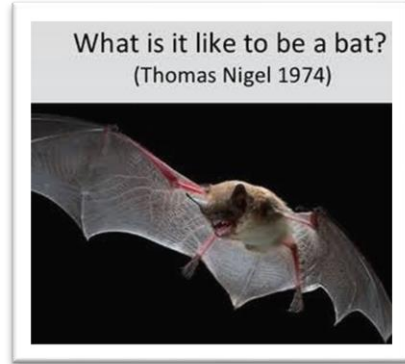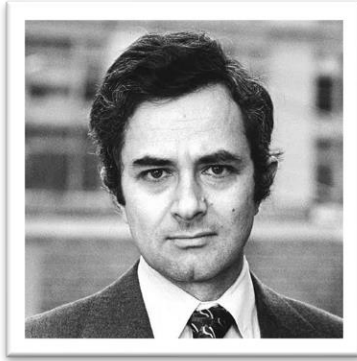
প্রশ্নটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এটি বাদে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় একটি চেয়ার হতে কেমন লাগে? বা একটি লাইট /ফ্যান হতে কেমন লাগে? আপনি ভাববেন কি আবল তাবল প্রশ্ন! চেয়ার, লাইট, ফ্যান এগুলা তো জড় বস্তু ,এদের কোন Consciousness নেই। এগুলোর তো হবার মত কিছু নেই।

তবে যখনই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে একটি বাদুড় হতে কেমন লাগে? বা একটি ব্যকটেরিয়া হতে কেমন লাগে? অথবা একটি মাছ হতে কেমন লাগে? এবার কিন্তু উওর দেয়া এতটাও সোজা হবে না আপনার জন্য। কারণ আপনি জানেন ব্যকটেরিয়া, বাদুড়, মাছ এরা জীব, এরা Conscious। তাই আপনি বলতে পারেন আপনি জানেন না বা জানতেও পারবেন না বাদুড় বা ব্যাক্টেরিয়া অথবা মাছ হতে কেমন লাগে। এই যে বাদুড় , ব্যাক্টেরিয়া বা মাছ হতে কেমন লাগা এটা থেকে বুঝা যায় যে ওই বাদুর, ব্যাক্টেরিয়া বা মাছ হল Conscious। জড় বস্তুর ক্ষেত্রে এই কেমন লাগা ব্যাপার টা নেই ফলে তারা Conscious ও নয়।

থমাস ন্যাগেলের আর্টিকেল থেকে ফলাফল স্বরুপ যা পাওয়া যায় সেটা নিয়ে ফিনল্যান্ডের নিউরোসায়েন্টিস্ট Antti Revonsuo তার বই Foundations of Consciousness এ উল্লেখ করেছেন,

" মানুষ সর্বদা তাদের মানবিক ভাষা এবং ধারণা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে, যা মানুষের জ্ঞান এবং বুঝের চূড়ান্ত সীমা টানে। আমরা কেবল এটা জানতে পারি যে বাদুড়ের বাদুড় হওয়ার মধ্যে কিছু থাকা আবশ্যক, কিন্তু আমরা কখনই খুঁজে বের করতে পারবো না সচেতন অভিজ্ঞতা (Conscious Experience) হিসাবে এটি আসলে ঠিক কোন ব্যাপার, কারণ আমরা, মানুষেরা আমাদের থেকে ভিন্ন প্রাণীদের Conscious Experience গুলো উপলব্ধি করতে পারি না। " [৬৭]

---

[৬০] CONSCIOUSNESS A Very Short Introduction (Susan Blackmore), Chapter 1, P.1

[৬১]-Geoff rey Madell, Mind and Materialism (Edinburgh: Edinburgh University Press,1988), 141.

[৬২] CONSCIOUSNESS A Very Short Introduction (Susan Blackmore), Chapter 1, P.1

[৬৩] Book : The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes(Donald Hoffman),P.268

[৬৪]https://mindmatters.ai/2020/12/why-consciousness-shows-that-materialism-is-false/

[৬৫]- Mark Sprevak, University of Edinburgh, Philosophy and the Sciences : Introduction to the philosophy of cognitive sciences, week 2, What is consciousness Part 1

[৬৬] Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? The Philosophical Review, 83(4), 435–450.

[৬৭] Book: Foundations of Consciousness, p.47

চেতনা কিভাবে বস্তুবাদকে রদ করে?

আমরা বিভিন্ন ধরণের Consciousness সম্বন্ধে জানলাম। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল Phenomenal Consciousness । এসব Subjective Conscious Experience (ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতন অনুভূতি) গুলোর উৎস কি? কিভাবে জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু অচেতন,অন্ধ প্রক্রিয়া থেকে এরকম স্বচ্ছ অভিজ্ঞতার উদ্ভব ঘটে? এগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। যতই এগুলো নিয়ে ঘাটা হচ্ছে রহস্য ততই দিন দিন আরও জটিল হচ্ছে। তাই এই সমস্যার নাম দেয়া হচ্ছে "The Hard Problem of Consciousness "। এই ব্যাপারটি প্রথম সবার সামনে আলোচনায় আনেন ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ফিলোসফার ডেভিড চ্যালমার।

তিনি Consciousness এর জটিল সমস্যার নাম দিয়েছেন "Problem of Experience"[৬৮]

ব্রিটিশ ইসলামিক রিসার্চার হামজা জর্জিস Hard Problem of Consciousness এর ব্যাপারে বলেছেন যে এটি মূলত আমাদের Conscious Experience গুলোর স্বরুপ(Nature) ও এর উৎসের সাথে সম্পর্কিত। তিনি Hard Problem of Consciousness সম্পর্কিত ২ টি প্রশ্ন করেছেন –

" i) কোন নির্দিষ্ট একটি জীবের Phenomenal Conscious Experience গুলো কেমন হয়? (Subjective Conscious Experience গুলোর প্রকৃতি /স্বরুপ কেমন?)

ii) কেন ও কিভাবে এই Phenomenal Experience গুলো স্নায়ু-জৈবিক প্রক্রিয়া হতে উৎপত্তি লাভ করে? (এসব Experience গুলোর প্রকৃত উৎস কি?) "[৬৯]

প্রথম প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি মূলত "Epistemic Problem" (জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা)কে তুলে ধরেছেন। ধরুণ আমি বিকেলে বারান্দায় বসে এক চাপ কফি খাচ্ছি, Subjective

Conscious Experience লাভ করছি। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে তানভীরের কফি খেতে কেমন লাগছে? তাহলে তারা কিন্তু উওর দিতে পারবে না। কারণ আমার **Subjective conscious experience** একমাত্র আমারই। আমার অভিজ্ঞতাকে বুঝতে হলে অন্যকে আমি হতে হবে৷ আমি যদি বর্ণনা করি আমি কফিতে কি কি উপাদান দিয়েছি, কতটুকু পানি দিয়েছি, কোন হাত দিয়ে কফির মগটি ধরেছি, এসব বর্ণনা শুধুমাত্র বর্ণনাই। এগুলো থেকে আমার **Subjective conscious experience** ঠিক কেমন তা জানা যাবে না কখনই৷ তাহলে বুঝা গেল অন্য মানুষের বা অন্য জীবের **Subjective conscious experience** জানার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে । এটিকেই বলা হয় **Epistemic Problem**(জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা)।

অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জীবের **Subjective conscious experience** কেমন সেটা আমাদের জানার উপায় নেই যেমনটি থমাস ন্যাগেলের " **What it is like to be a bat** " ইস্যুটিতে আগেই উল্লেখ করেছিলাম।

উনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি মূলত একটি **Ontological** প্রশ্ন যা **Consciousness** এর উৎস সম্পর্কিত। তিনি আরও বলেছেন আমরা যদি জড়বাদ, ফিলোসোফিক্যাল ন্যাচারালিজম দ্বারা বর্ণিত জগৎ দেখি সেক্ষেত্রে জড় প্রক্রিয়াসমূহ হল অন্ধ ও অচেতন।অন্ধ বলতে বুঝায় জড় প্রক্রিয়া সমূহের কোন উদ্দেশ্যমূলক পরিচালনাকারী বল নেই৷ আর অচেতন বলতে বুঝায় এসব জড়প্রক্রিয়াসমূহ নিজেদের ব্যাপারে সচেতন নয় সেই সাথে চারপাশের কোন কিছুর ব্যাপারেও সচেতন নয়। তাহলে এরকম অন্ধ ও অচেতন প্রক্রিয়া থেকে কিভাবে **Subjective Conscious Experience** এর মত সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার উৎপত্তি ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন। এরপর হামজা জর্জিস একটি পাথর-প্রজাপতির উদাহরণ তুলে ধরেন : যদি কেউ দাবী করে একটি পাথর ঘষার ফলে একটি প্রজাপতি তৈরী হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা কিভাবে ঘটে। তেমনিভাবে কি করে অন্ধ ও অচেতন জড় প্রক্রিয়া থেকে **Consciousness** এর উৎপত্তি ঘটে এর উত্তর জানা প্রয়োজন।[৭০]

তাহলে বুঝা যাচ্ছে কেউ যদি এই দুটি প্রশ্নকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে তাহলে বুঝতে পারবে **Hard problem of consciousness** বা **Consciousness** এর জটিল সমস্যা যে আসলে কতটা বেশি জটিল ও কঠিন।

হামজা জর্জিস যে দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ভিত্তিতে ফিলোসফার ডেভিড চ্যালমার বস্তুবাদের তিনটি ধরণ[৭১] উল্লেখ করেছেন:

ডেভিড চ্যালমার এই মতবাদ গুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো।

অ্যামেরিকান ফিলোসফার কলিন ম্যাকগিন দাবি করেছেন যে Consciousness এর আগমন নিছক যাদুর সীমানা কারণ এটির কোন প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা নেই:

"How can mere matter originate consciousness? How did evolution convert the water of biological tissue into the wine of consciousness? Consciousness seems like a radical novelty in the universe, not prefigured by the after- effects of the Big Bang; so how did it contrive to spring into being from what preceded it?"

"কীভাবে শুধুমাত্র পদার্থ থেকে Consciousness এর উৎপত্তি হতে পারে? বিবর্তন কীভাবে জৈবিক টিস্যুর পানিকে Consciousness এর ওয়াইনে রূপান্তর করে? Consciousness মহাবিশ্বের একটি মৌলিক অভিনবত্বের মতো মনে হয়, বিগ-ব্যাং এর পরবর্তী প্রভাব দ্বারা যা পূর্বনির্ধারিত নয়; তাহলে এর আগের থেকে কীভাবে এটি উদ্ভূত হয়েছে?" [৭২]

তিনি আরও বলেছেন যে Consciousness কে বোঝার ক্ষেত্রে আমরা, মানুষেরা 'জ্ঞানগতভাবে বন্ধ'(Cognitively Closed)। তাই আমরা Consciousness কে বুঝতে পারবো এমন কোনও আশা নেই, ঠিক যেমন একটি কুকুরের, দোকান থেকে আনন্দের সাথে নিয়ে আসা সংবাদপত্র টি পড়তে পারার কোনও আশা নেই। [৭৩]

সাইকোলজিস্ট স্টিফেন পিংকার বলেছেন,

" আমরা হয়তো মন কীভাবে কাজ করে তার বেশিরভাগ বর্ণনা বুঝতে সক্ষম হবো, তবুও Consciousness সর্বদাই আমাদের নাগালের বাইরে থাকতে পারে।" [৭৪]

ইসলামিক রিসার্চার হামজা জর্জিস তার "The Divine Reality" বইতে Consciousness নিয়ে আলোচনাকালে এর অনেক অনেক জীবতাত্ত্বিক, বস্তুবাদী, অবস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এরা পরস্পর–বিরোধী পদ্ধতি।[৭৫] আমরা দেখবো কিভাবে এরা কেউই " Hard Problem of Consciousness " কে সমাধান করতে পারে না।
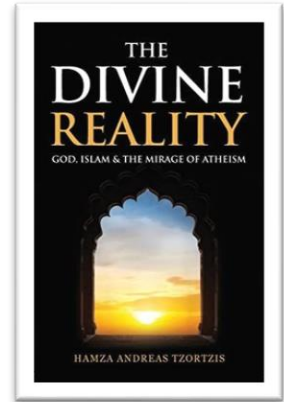
জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলোর বিশ্লেষণ :

প্রথমে হামজা জর্জিস বেশ কিছু জীবতাত্ত্বিক থিওরির কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো Consciousness কে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম গুলো হল :

ফ্র্যান্সিস ক্রিক ও ক্রিস্টোফ কচ এর Toward a Neurobiological Theory of Consciousness, বার্নাড বার্সের Global Workplace theory, জেরাল্ড এল্ডারম্যান ও গুলিও টননির The Dynamic Core theory, রদল্ফ লিনাস এর Thalamocortical Binding theory, ভিক্টর লেম্মের Recurrent Processing theory, সেমি জেকি-র Microconsciousness theory এবং আন্তোনিয়ো দামাসিও এর The Feeling of What Happens theory।

হামজা জর্জিস বলেছেন, "এগুলোর কোনটিই Hard Problem of Consciousness কে সর্বাঙ্গীণভাবে আলোচনা করে না "[৭৬]

তিনি ফিলোসোফার ডেভিড চ্যালমার কর্তৃক তার বই THE CHARACTER OF CONSCIOUSNESS এ উল্লেখিত জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতির বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন[৭৭]। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি :

i) Hard Problem of Consciousness কে এড়িয়ে অন্য কিছু ব্যাখ্যা করা।
ii) Hard Problem of Consciousness কে একদম অস্বীকারই করা। এই অস্বীকারকারীরা আসলে আমাদেরকে একটি জৈবিক যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের মতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি হল ভ্রম, আমাদের কোন Subjective Conscious Experience ই নেই। অর্থাৎ এই অস্বীকারকারীরা মূল সমস্যাটিকেই এড়িয়ে গেছে।

iii) তৃতীয় দাবিটি বলে আমাদের মস্তিষ্কের জড় ক্রিয়াকলাপ বুঝলেই নাকি আমাদের Subjective Experience কে ব্যাখ্যা করা যাবে! ডেভিড চ্যালমারের মতে কথাটা একদম জাদুমন্ত্রের মত শোনায়। কারণ কিভাবে মস্তিষ্কের এসব জড় কার্যকলাপ থেকে Subjective Conscious Experience এর উদ্ভব ঘটে সেটার উওর আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

iv) চতুর্থ মতধারীরা অনুভুতির কাঠামো ব্যাখ্যা করে। কিন্তু আমাদের অনুভূতি কেন আছে সেটার ব্যাপারে কিছু বলে না।

v)অনুভূতির মূল ভিত্তিকেই আলাদা করে ফেলা। নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া বুঝে আমাদের অনুভূতির স্নায়ুবিক ভিত্তিকেই আলাদা করে ফেলে এই মতটি। কিন্তু Subjective Conscious experience থাকার মানে কি সেটার ব্যাখ্যা করতে পারে না।

এরপর হামজা জর্জিস বেশ কিছু বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন[৭৮] এবং দেখিয়েছেন কেন তারা Consciousness এর রহস্য উদঘাটণে ব্যর্থ হয়েছে :

• Eliminative Materialism (বজর্নমুখী বস্তুবাদ): এদের মতে সবকিছুকেই জড় প্রক্রিয়ায় সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এরা Subjective Conscious Experience যে আছে সেটার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে সরাসরি। তাদের কাছে Subjective Conscious Experience হলো মায়া/ভ্রম (Illusion)। যে জিনিসের ব্যাখ্যা আমরা জানতে চাচ্ছি, Eliminative Materialism শুরুতেই তা এড়িয়ে যাচ্ছে।

• **<u>Reductive Materialism (খন্ডতামূলক বস্তুবাদ)</u> : এই মতবাদ Subjective Conscious Experience এর অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু জড় প্রক্রিয়া থেকে একে আলাদা করতে চায় না। তাদের মতে Subjective Conscious Experience এবং স্নায়ু-রাসায়নিক কর্মকান্ড একই ও তারা ভাবে জড়প্রক্রিয়া দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা স্বীকার করে Subjective Conscious Experience ও জড় প্রক্রিয়ায় মধ্যে আমাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে কিন্তু মনে করে বস্তুবাদী দর্শন এই ঘাটতি দূর করতে পারবে।তারা বলে একসময় স্নায়ুবিজ্ঞান নাকি সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।**

• **<u>Behaviourism (আচরণবাদ)</u>: এটি বলে অনুভূতিকে আচরণের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব।**

এই পদ্ধতি অনূভুতিকে একটি শারিরীক অবস্থার সাথে তুলনা করে কিন্তু অনুভুতিই যে আচরণের জন্মে দেয়, এটাকে সে এড়িয়ে যায়।

• **<u>Functionalism</u>: এটি বলে আমাদের কাজ হলো – ইনপুট, মানসিক অবস্থা আর ফলের মধ্যে সম্বন্ধ। এই পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয় তবে Hard Problem of Consciousness এর ব্যাখ্যায় তেমন একটা কার্যকর না। কারণ Subjective Conscious Experience কে যেহেতু ক্রিয়াকলাপ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, তাই Functionalism কখনই Subjective Conscious Experience কে নিরীক্ষণ করতে পারবে না।**

• **<u>Emergent Materialism</u>: এই মতবাদ গঠিত বস্তুর আবির্ভাবের ধারণার উপর ভিত্তি করে। এর দুর্বল, শক্তিশালী দুইটি ধরণ আছে –**

দুর্বল ধরনটি বলে, আমরা Subjective Conscious Experience বুঝে যাবো সব জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বুঝে যাওয়ার পর। এই ধরনটি Subjective Conscious Experience অনুভব করতে কেমন তা বলতে পারে না।

শক্তিশালী ধরনটি বলে, Subjective Conscious Experience প্রাকৃতিক ঘটনা। তবে এর বাস্তবতা বোঝার জন্য যেকোন বস্তুবাদী তত্ত্বই মানুষের উপলব্ধির সামর্থ্যের বাইরে। এটি আরো বলে অনেক জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে আমরা নতুন কিছু পেতে পারি। কিন্তু এই জিনিসটা কিভাবে এলো, জানার এই ঘাটতি সব সময় থেকে যাবে।

শক্তিশালী ধরণটি আসলে আমরা যে সমস্যার সমাধান চাচ্ছি তাকে আরো রহস্যে মুড়ে রাখছে,এর দ্বারা তো কোন সমাধান হলো না।

অস্ট্রেলিয়ান ফিলোসফার ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন ১৯৮২ সালে তার আর্টিক্যাল "Epiphenomenal Qualia" তে একটি দার্শনিক চিন্তাপরীক্ষার (Thought Experiment) প্রস্তাব করেন যা জড়বাদের উপর অনেক বড় একটি আঘাত হানে।

What Mary Didn't Know
Frank Jackson

এটিকে বলা হয় ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনের বিখ্যাত " Knowledge Argument " (এটি Mary Argument /Mary's Room/ Mary the super-scientist নামেও পরিচিত)।

ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনের চিন্তাপরীক্ষাটি নিম্নরুপ :

কল্পনা করুন যে একজন খ্যাতনামা স্নায়ুবিজ্ঞানী, মেরি একটি সাদা কালো রুমে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেই বড় হয়। মেরি কখনও কোন রঙ দেখেনি তবে মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে রঙ সনাক্ত করে এবং প্রসেস করে তা দেখে সে মুগ্ধ। এখন মেরিকে তার ঘরের ভিতরে এনসাইক্লোপিডিয়া সরবরাহ করা হয়েছে যেখানে মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এই এনসাইক্লোপিডিয়াতে শুধুমাত্র স্নায়ুবিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানই নেই বরং মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে

জানার জন্য যা যা ফ্যাক্ট জানা দরকার সবই উল্লেখ করা আছে।তার এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে, মেরি সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত ভাবে শিখেছে কীভাবে মানুষের মস্তিষ্ক রঙ সম্পর্কিত তথ্য সনাক্ত করে এবং প্রসেস করে। একদিন, মেরি এই ঘর থেকে মুক্তি পায়। যখন সে বাইরে যায়,সে একটি লাল গোলাপ দেখতে এবং প্রথমবারের মতো রঙ দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করে।

জ্যাকসন দাবি করেছেন, এই মুহুর্তে, মেরি মানুষের দৃষ্টি সম্পর্কে নতুন কিছু শিখেছে। এর আগে মেরি জানতো মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে রঙ প্রসেস করে। তবে এখন মেরি রঙ দেখা সম্পর্কিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি(Subjective Conscious Experience) সম্পর্কেও জানতে পারবে। লাল রঙ দেখার স্বতন্ত্র অনুভূতি। এই অনুভূতি এমন কিছু নয় যা মেরি কেবল তার বইয়ের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো। মানুষের দৃষ্টিসংক্রান্ত এই ফ্যাক্টটি জানার জন্য মেরির অবশ্যই ঘরের বাইরে গিয়ে নিজে নিজে রঙ দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন দরকার ছিল।

এই আর্গুমেন্ট টিকে সংক্ষেপ করে লিখলে দাঁড়ায়-

" (i) রুম থেকে মুক্তি পাবার আগে মেরির কাছে মানুষের রঙ দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্ত জড় তথ্য ছিল।

(ii) কিন্তু মানুষের রঙ দৃষ্টি সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য আছে যা তার মুক্তি পাবার আগে তার কাছে ছিল না।

সুতরাং

(iii) সমস্ত তথ্যই কেবল জড় তথ্য নয়।"[৭৯]

ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন এই আর্গুমেন্ট এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন কিভাবে বস্তুবাদ/জড়বাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন,

" এটি বেশ স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে যে সে এটির জগৎ এবং এটি সম্পর্কিত আমাদের ভিজুয়াল অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু শিখবে। কিন্তু তারপরে এটি অপরিহার্য যে তার পূর্ববর্তী জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তার কাছে সমস্ত জড় তথ্য ছিল।অতএব এর চেয়ে আরও অনেক কিছু আছে, এবং জড়বাদ মিথ্যা "[৮০]

হামজা জর্জিস তার একটি আলোচনায় মেরি আর্গুমেন্টটিকে একটি সাধারণ নিয়মে ফেলে দেখিয়েছেন[৮১] বস্তুবাদ কেন মিথ্যা :
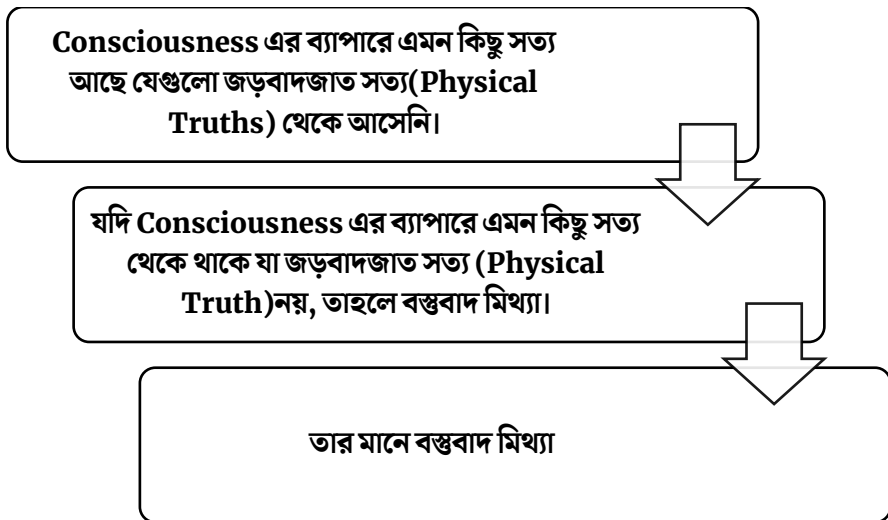
মেরি আর্গুমেন্ট নিয়েও অনেক গুলো আপত্তি আছে । যেমন গুরুত্বপূর্ণ একটি হল "The Ability Hypothesis"। এই প্রস্তাব অনুসারে মেরি আসলে নতুন কোন জ্ঞান লাভ করে নি, শুধুমাত্র নতুন একটি সামর্থ্য অর্জন করেছে। হামজা জর্জিস তার " The Divine Reality " বই এ আপত্তিটির বিরুদ্ধে বলেন,

" ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মেরি যদি নতুন সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, তা হলে, ঘর থেকে বের হওয়ার আগে যে-জ্ঞান ছিল না, এমন কোনো জ্ঞানও তার অর্জন করতে পারার কথা। কেউ যখন সাইকেল চালাতে শেখে, সে শুধু চালানোর সামর্থ্যই অর্জন করে না, চালাতে গিয়ে অনেক নতুন জিনিসও সে শেখে।ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে থাকলে, এক

পর্যায়ে সে শিখবে ব্রেইক বারেবারে চাপলে রিং অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে।নিয়ন্ত্রিতভাবে নামার জন্য আলতো করে ব্রেইক চাপতে হবে দু-সেকেন্ড পর পর।[৮২]

এরপর হামজা জর্জিস, ব্রায়ান লোরের আপত্তি সহ আরও বেশ কিছু আপত্তি তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন কেন এরা এই আর্গুমেন্টিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে না।[৮৩]

Hard Problem of Consciousness কে সমাধান করতে হলে দেখাতে হবে কিভাবে আমাদের Phenomenal Consciousness মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে মেরি আর্গুমেন্ট দেখায় যে আমরা কখনই এটি অর্জন করতে পারবো না। মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে মেরি সব জানে, তবুও Phenomenal Consciousness সম্পর্কিত তথ্যগুলি তার আয়ত্তের বাইরে থেকে যায় সে নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করার আগ পর্যন্ত। এর অর্থ হল, মেরির মতো আমরা যদি যথেষ্ট ভাগ্যবানও হই যে সম্পূর্ণ স্নায়ুবিজ্ঞান নিয়ে জানবো, তবুও আমরা Hard Problem of Consciousness এর সামনে এসে আটকে যাবো। আমরা তখনও জানবো না কিভাবে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ থেকে চেতন অনুভূতির উৎপত্তি ঘটে। মেরি এটা জানে না, তাই ভবিষ্যতের স্নায়ুবিজ্ঞানীরাও এটা জানতে পারবেন না। তাই মূল কথা হল স্নায়ুবিজ্ঞান যতই অগ্রসর হোক না কেন, আমরা তবুও Hard Problem of Consciousness এর সামনে এসে আটকে যাব।

---

[৬৮] Book: the character of consciousness (David J. Chalmers), p.5

[৬৯] https://www.gotostage.com/.../fae42f13126f4674a5.../watch...

[৭০] https://youtu.be/GH4w54wG-J4

[৭১] Consciousness and its Place in Nature (David J. Chalmers)

[৭২] Colin McGinn, Th e Mysterious Flame (New York: Basic Books, 1999), 13–14. See G. K.

Chesterton's claim that the regular correlation between diverse entities in the world is magic that requires a Magician to explain it in Orthodoxy (John

Lane Company, 1908; repr., San Francisco: Ignatius Press, 1950), chapter five.

[৭৩] CONSCIOUSNESS A Very Short Introduction (Susan Blackmore), Chapter 1, P.7

[৭৪] CONSCIOUSNESS A Very Short Introduction (Susan Blackmore), Chapter 1, P.8

[৭৫] Book: The Divine Reality (2020 Edition) (Hamza Andreas Tzortzis) Chapter 7, p.144

[৭৬] Book: The Divine Reality (2020 Edition); Chapter 7, p.144

[৭৭] Book: The Character of Consciousness (2010), pp. 11-13.

Book: The Divine Reality (2020 Edition); Chapter 7, p.145

[৭৮] Book: The Divine Reality (2020 Edition); Chapter 7, p. 147-158

[৭৯]https://plato.stanford.edu/entries/qualia-knowledge/

[৮০] Jackson, Frank (1982). "Epiphenomenal Qualia". Philosophical Quarterly. 32 (127),p. 130

[৮১]GoToStage;The Divine Reality Course(week8)- An argument from consciousness

[৮২] বই : দা ডিভাইন রিয়ালিটি(অনুবাদ),হামজা জর্জিস,সিয়ান পাবলিকেশন ২০২০;পেজ ১২৩

[৮৩] Book: The Divine Reality, p 150

চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞান কেন ব্যর্থ ?

শুরুতে আমরা দেখবো Consciousness এর ব্যাপারে বিজ্ঞানের দৌড় কতটুকু?

অনেকে দাবি করে বিজ্ঞান নাকি একসময় Hard Problem of Consciousness কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতিকে। কিন্তু তারা যদি Philosophy of Science পড়ে তারা বুঝতে পারবে বিজ্ঞান third person viewpoint থেকে কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করে ব্যাখ্যা দেয়, কিন্তু এই দিকে Subjective Conscious Experience পুরোটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ (first person viewpoint)[৮৪]। তাহলে বিজ্ঞান কি করে এর ব্যাখ্যা দিতে পারে?

আবার বিজ্ঞানের একটি সাধারণ দিক হলো : Reductive Explanation(হ্রাসকৃত ব্যাখ্যা) –

মানে উচ্চ লেভেলের কোন ঘটনাকে নিম্ন লেভেলের সুত্র ও পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। যেমন : গ্যাসের উচ্চ লেভেলের চাপ ও তাপমাত্রা সংক্রান্ত ঘটনাকে নিম্ন লেভেলের সূত্র ও গ্যাসের অনুর গঠনের পদ্ধতিতে দিয়ে ব্যাখ্যা করা।[৮৫] তাইলে বিজ্ঞান কি করে Subjective Conscious Experience এর মত ব্যাপারের Reductive Explanation(হ্রাসকৃত ব্যাখ্যা) দিবে?

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল : প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পিছনে কিছু দার্শনিক ধারণা পোরা থাকে। এ সম্পর্কিত একটি বিষয় উল্লেখ করছি–

দুই ধরণের Naturalism(প্রকৃতিবাদ) আছে :

•Philosophical Naturalism : এটি বস্তুজগতের বাইরে সব অবস্তুগত ব্যাপার সরাসরি অস্বীকার করে।

•Methodological Naturalism : এটি বস্তুজগৎ নিয়ে কাজ করে অবস্তুগত ব্যাপার আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু অস্বীকারও করে না সরাসরি।

এখন বিজ্ঞানের যে কাজ করার পদ্ধতি আছে সেটা Mythological Naturalism কে অনুসরণ করে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান বস্তুগত জিনিসের বাইরের কিছু

নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাই বিজ্ঞান দিয়ে Consciousness এর মত ব্যাপারের রহস্য উদঘাটন কখনই সম্ভব নয়।

স্পাইরিডন কাকোস বলেছেন,

"প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছু ভিত্তির উপর দাড় করানো থাকে, যাদেরকে স্বতঃসিদ্ধ(axioms) (বা নীতি) বলা হয়। সংজ্ঞানুসারে এই স্বতঃসিদ্ধগুলো প্রমাণিত নয়; একটি তত্ত্ব তৈরি শুরু করার জন্য তাদেরকে কেবল ধরে নেওয়া হয়। তার মানে এই নয় যে তত্ত্বটি Necessarily ভুল – কেবল মাত্র আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে সন্দেহের ছায়ার বাইরে এটি প্রমাণিত হতে পারে না। প্রতিটি তত্ত্ব অবশ্যই কোনও কিছুর উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং এটি তত্ত্বটি যে বৈধতা দাবি করতে পারে তার অন্তর্নিহিত সীমা তৈরি করে।"[৮৬]

এখন আমরা যদি স্নায়ুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসি তাহলেও দেখবো এটি ফিলোসোফিমুক্ত নয়। স্নায়ুবিজ্ঞানের জড়বাদী অনুমান রয়েছে।[৮৭] প্রফেসর Ricardo Manzotti এবং Paolo Moderato বলেছেন,

"স্নায়বিজ্ঞান মেটাফিজিক্যালি নিস্পাপ নয়"[৮৮]

রেক্স ওয়েলসন বলেছেন যে স্নায়ুবিজ্ঞান কর্তৃক Consciousness এর ব্যাখ্যা এমন একটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে রয়েছে যেটা বলে আমাদের Phenomenal Experience কে নিউরোবায়োলজিতে হ্রাস করা যাবে।[৮৯] অর্থাৎ এই অনুমানটি বলে আমাদের Consciousness কে নিউরোবায়োলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

এখন আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো যে স্নায়ুবিজ্ঞান কি আসলে Consciousness কে ব্যাখ্যা করতে পারবে কি না।

মাইকেল জোন্স বলেছেন,

" বেশ কিছু দার্শনিক সমস্যা আছে যেগুলো পদার্থ থেকে Consciousness এর উৎপত্তি হতে পারে এমন সম্ভাবনাকে একদম শূন্য করে দেয়। Consciousness আমাদের মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি লাভ করে না বরং মস্তিষ্ক ও Consciousness পরস্পর সম্পর্কিত। আপনি Idealist, Substance Dualist, Physicalist[৯০]যা ই হোন না কেন, মস্তিষ্কের অবস্থা এবং Conscious অবস্থা যে পরস্পর সম্পর্কিত এটি

কেউ ই অস্বীকার করবে না। তবে শুধুমাত্র পরস্পর সম্বন্ধিত হওয়া এটা প্রমাণ করে না যে তারা একে অপরের উৎপত্তি ঘটায়। বরং সেই "সম্বন্ধ" থাকা ব্যাপারটাকেই ব্যাখ্যা করা দরকার। এবং যৌক্তিকভাবেও বুঝা যায় যে মস্তিষ্কের অবস্থা এবং Conscious অবস্থা একই জিনিস নয়। আপনি যদি পুকুরে একটি নুড়িপাথর নিক্ষেপ করেন তাহলে পানিতে যে আন্দোলন হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি নুড়িপাথর ও পানির আন্দোলন পরস্পর সম্পর্কিত তবে তারা একই জিনিস নয়।

এখন আমরা যদি মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াসমূহ এবং Conscious অবস্থার ব্যাপারে আসি তাহলে এই কার্যকারণ(causal) সম্বন্ধ ভেঙে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যেগুলো সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। তবে আমাদের মস্তিষ্কের কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, এটার আসলে কোন মানে হয় না। কেউ কিন্তু আমার নিউরণের প্যাটার্ন দেখে সেটাকে সঠিক বা ভুল বলছে না। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের থাকা স্নায়ুবিক প্রক্রিয়াগুলি হল নিউরণের বিভিন্ন সেটের তীব্রতা এবং তাদের ফায়ারিংয়ের কিছু প্যাটার্ন।

আমরা মস্তিষ্ককে ভর, আকার এরকম প্যারামিটার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু আমাদের চিন্তা অথবা বিশ্বাসকে এসব জড় প্যারামিটার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আমাদের চিন্তাসমূহের কোন ডাইমেনশন বা ওজন থাকে না। আমাদের বিশ্বাস গুলোর ব্যাপারে আমরা এভাবে বলতে পারি না যে, তারা একে অপরের পাশে আছে বা একে অপরের উপরে নিচে আছে। এসব ব্যাপার দেখে এটাই বুঝা যায় যে আমাদের অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থাসমূহ আমাদের মস্তিষ্কের জড় বৈশিষ্ট্যবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই বিষয়টি জড়বাদীদের জন্য বেশ কঠিন একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ জড়ভাবে উদীয়মান বৈশিষ্ট্যগুলি যখন তারা একটি বৃহত্তর কাঠামোতেও সন্নিবিষ্ট থাকে

তখনও সেগুলো হারাতে পারে না। "[৯১] অ্যামেরিকান ফিলোসফার জে পি মোরল্যান্ড পাঁচটি কারণ দেখিয়েছেন কেন আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহ কোন অর্থেই জড় নয় :

" আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহ কোন অর্থেই জড় নয় কারণ তারা এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যেগুলো জড় অবস্থাগুলির নেই :

(i) মানসিক অবস্থা যেমন: ব্যথা(Pain) থাকার জন্য একটি সহজাত গুণগত অনুভূতি বা "এটি কেমন" তা রয়েছে।

(ii) অন্ততপক্ষে অনেক মানসিক অবস্থার রয়েছে Intentionality – Ofness বা Aboutness–কোন কিছুর দিকে নির্দেশিত হওয়া।

(iii) কারও মানসিক অবস্থাসমূহ হল অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত এবং তাৎক্ষণিক।

(iv) মানসিক অবস্থাসমূহের একটি ব্যক্তিসাপেক্ষ অনটোলজি(Subjective Ontology) প্রয়োজন– যথা, এই অবস্থাগুলো ফার্স্ট পারসন সংবেদনশীল ব্যক্তিদের দ্বারা লাভ হয় এবং এসব মানসিক অবস্থাসমূহ তাদের মালিকানাধীন।

(v) মানসিক অবস্থাগুলোতে জড় অবস্থার অবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (যেমন, স্থানিক সম্প্রসারণ, অবস্থান) নেই এবং সাধারণভাবে, মানসিক অবস্থাসমূহকে জড় /পদার্থগত ভাষা ব্যবহার করে বর্ণনা করা যায় না। " [৯২]

এখন অনেকে যুক্তি দেখাতে পারে আমাদের চেতন মন আমাদের আত্মার একটি পড়ার দিক (reading aspect), হয়ত তা আমাদের বিশ্বাসের মতই একইরকমভাবে মস্তিষ্কের কোন প্যাটার্ন যেমনটি একটি সিডি প্লেয়ার একটি সিডি তে বাম্প ও খাঁজ পড়ে এবং মিউজিক তৈরী করে। তবে মস্তিষ্কের মধ্যে থাকা একটি প্যাটার্ন কোন কিছু সম্পর্কে হতে পারে না, কিন্তু একটি বিশ্বাস অন্য কিছু সম্পর্কে হতে পারে। তাই মস্তিষ্কের কোন প্যাটার্ন একটি বিশ্বাস হতে পারে না যেমন কোন সিডিতে থাকা বাম্প ও খাঁজকেই মিউজিক বলা যায় না। তেমনি ভাবে কোন কাগজের ওপর কলমের কালি দিয়ে লিখা লাইনসমূহ এবং সেই লাইনসমূহ হতে প্রাপ্ত বার্তা একই জিনিস নয়। এক্ষেত্রে কাগজ ও কলমের কালি অর্থকে স্থানান্তর করে যেটা বোধগম্য হয় তখনই, যখন একটি মন সেটাকে পড়ে। একটি মন ব্যতীত এই পেজের ওপর লিখা লাইনগুলোর কিন্তু কোন অর্থ থাকে না। তারা তখন কেবল কলমের কালির দ্বারা কিছু আঁকাবাঁকা লাইন হয়। সুতরাং

এটাই যুক্তিগত যে আমাদের বিশ্বাসসমূহ ও আমাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন একই জিনিস নয়। তারা পরস্পর সম্পর্কিত যেমনটি কাগজে থাকা কালির লাইন ও তা দ্বারা গঠিত বার্তা পরস্পর সম্পর্কিত।

মাইকেল জোন্স বলেছেন ,

" আরেকটি দিক হল একীভূত দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা (Unified Visual Experience) যেটা আমরা আমাদের Consciousness এর মধ্যে অনুভব করি। তবে এটির সাথে সম্পর্কিত মস্তিষ্কের প্যাটার্ন আর এই অভিজ্ঞতা কখনই একই জিনিস নয়। Law of Identity অনুযায়ী দুটি জিনিসকে একই বলা যাবে যদি তাদের একই বৈশিষ্ট্য থাকে।[৯৩]সুতরাং এই ল অনুসারে যেহেতু আমরা আমাদের বিশ্বাস/Consciousness এবং আমাদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্য এক নয় অতএব এটাই যুক্তিসংগত যে তারা একই জিনিস নয়।

ফিলোসফার ডেভিড চ্যালমার তার The Conscious Mind বইতে উল্লেখ করেছেন,

“The failure of materialism leads to a kind of dualism: there are both physical and non-physical features of the world.”[৯৪]

"বস্তুবাদের ব্যর্থতা এক ধরনের দ্বৈতবাদের(Dualism) দিকে ধাবিত করে: এই বিশ্বের জড় এবং অজড় উভয় দিক রয়েছে।"

কোরিয়ান অ্যামেরিকান ফিলোসোফার Jaegwon Kim তার Philosophy of Mind বইতে বলেছেন,

" এটা আমাদের অনেককে নাড়া দেয় যে মানসিক এবং জড় ঘটনাগুলির মধ্যে একটি মৌলিক, আপাতদৃষ্টিতে সেতুবন্ধনহীন ব্যবধান রয়েছে এবং এটি আপাতদৃষ্টিতে তাদের গভীর সম্পর্ককে হতবুদ্ধিকর এবং রহস্যময় করে তোলে।"[৯৫]

ফিলোসফার ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন 'অবস্থানের সমস্যা(The Location Problem)' কে তুলে ধরেছেন :

" • পূর্বধারণা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি সর্বদা সুপিরিয়র, একজন প্রকৃতিবিদ কীভাবে জিনিসসমূহ এসেছে সেটার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার দিকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

• প্রকৃতিবিদকে অবশ্যই কোন অবস্থানের জড় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে এবং তাই তাকে অবশ্যই মনের স্থানটি সনাক্ত করতে হবে বা এটিকে পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে।"[৯৬]

মন যদি জড় প্রক্রিয়া থেকে উৎপত্তি লাভ করতো তাইলে অবশ্যই এর জড় বৈশিষ্ট্য থাকতো। কিন্তু Consciousness এবং মানসিক অবস্থা এরকম কোন বৈশিষ্ট্যই নেই সেই সাথে এগুলো জন্য আমাদের মস্তিষ্কে স্পষ্ট কোন স্থান নেই। আবার আমরা এগুলোর অস্তিত্ব কখনই অস্বীকার করতে পারবো না কারণ এগুলো আমাদের সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তি স্বরুপ।

উইলিয়াম হ্যাস্কার বলেছেন,

"সামগ্রিকভাবে চেতন(conscious) অবস্থা সম্পর্কে কে বা কী সচেতন? কারণ এটি একটি সত্য যে যেকোন মুহূর্তে,আপনি আপনার চেতন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, একটি একক সমগ্র হিসাবে। সুতরাং বস্তুবাদীর জন্য আমাদের এই প্রশ্ন টি রইলো: যখন আমি একটি জটিল চেতন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সেক্ষেত্রে এটি কোন ভৌত সত্তা যা এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন? আমি নিশ্চিত যে এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই এবং পাওয়াও যাবে না।" [৯৭]

সুতরাং Consciousness এর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সমূহ বেশি একটা ধোপে টিকে না যেহেতু তারা মানসিক অবস্থাসমূকে জড় বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এটা এক ধরণের " Category Error "[৯৮] । এর উল্টোতে আমরা জড় বৈশিষ্ট্যসমূহকে Qualia এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুভব করতে পারি (গন্ধ, স্বাদ, আকৃতি,আকার ইত্যাদি)। আবার আমরা আমাদের abstract চিন্তায় একটি জড় পরিবেশকে কল্পনা করতে পারি। এগুলো যে মানসিক অবস্থা থেকেই উৎপন্ন হয় এটাই বেশি মনে হয়, উল্টোটা কখনো হয় না। মানসিক অবস্থাসমূহ মস্তিষ্কের জড় প্রক্রিয়া থেকে বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং আবির্ভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বতন্ত্র। অন্যভাবে বললে আমাদের মধ্যে থাকা Consciousness এর জগৎ আমাদের মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা থেকে

সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি নাস্তিক স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যাম হ্যারিসও এই সমস্যাটির কথা স্বীকার করেছেন।" [৯৯][১০০]

সুতরাং আমরা Hard problem of consciousness যে ঠিক কতটা কঠিন তা বুঝতে পারছি। আমাদের অভ্যন্তরীণ মনজগৎ কে আমাদের মস্তিষ্কের জড় প্রক্রিয়াসমূহে নামিয়ে আনা /হ্রাসকৃত করে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের মস্তিষ্কের রসায়ন আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কিত। এটি আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহের আবির্ভাব ঘটায় না এবং আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহের মত একই জিনিস নয়।

ফিলোসফার কলিন ম্যাকগিন স্বীকার করেছেন,

“The astronomical perspective is useful in alerting us to what a peculiar object sits in our heads. The brain begins to seem like a magic box, a font of sorcery. Thomas Huxley captured this sense of miracle beautifully…”[১০১]

Consciousness এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি অহ্রাসযোগ্য। আমাদের মস্তিষ্ক ছোট ছোট অংশের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলোকে ক্ষুদ্র করতে থাকতে শেষে থাকে সাবঅ্যাটোমিক কণা । তবে আমাদের Consciousness কে ভেঙে অর্ধেক করা যায় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে হ্রাসও করা যায় না। ব্যাপারটি এমন যে আমাদের মনকে কখনো ভাগ করা যায় না। এমনকি আপনার যদি কোন মেমরি হারান এটা শুধুমাত্র আপনার চেতন মন দ্বারা প্রসেসকৃত একটি মেমরি হারিয়েছেন কিন্তু আপনার মনের কোন হ্রাস পায়নি যেমনটা জড় বস্তুতে ঘটে।আবার এমন কোন উপায় নেই যেটা আমাদের বলতে পারবে আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলে কিভাবে একটি একীভূত Conscious অভিজ্ঞতার আবির্ভাব ঘটায়। এই ব্যাপারটিকে বুঝানোর জন্য ডেভিড বার্নেট একটি উদাহরণ পেশ করেছেন :

কল্পনা করুন এক বিলিয়ন ক্ষুদ্র মানুষ একত্রে কাজ করছে।

"প্রতিটি মানুষকে কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে: যদি একটি প্রদত্ত প্রতীক পোস্ট করা হয়, তাহলে যদি নির্দিষ্ট আলো জ্বালানো করা হয় তবে একটি প্রদত্ত বোতাম টিপুন।

এভাবে একসাথে, কোটি কোটি মানুষ একটি প্রাসঙ্গিক স্তরে কাজ করে, ঠিক যেমন একটি স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে। তবুও ক্ষুদ্র মানুষদের এই সমারোহটি চেতন হতে পারে এই ধারণাটি অযৌক্তিক।" [১০২]

অন্যভাবে বললে এভাবে অসংখ্য ক্ষুদ্র মানুষ একত্রে কাজ করা কালীন একটি করে ছোট ইনফরমেশন দিলে সেগুলো একত্রে মিলে কখনই একটি একীভূত Consciousness এর সমান হতে পারে না। এটা বেশ অযৌক্তিক হবে যদি বলা হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র মানুষ মিলে এরকম একটি একীভূত Consciousness উৎপন্ন করেছে। তেমনিভাবে কেউ যদি ভাবে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জড় ইনফরমেশন প্রসেস করে কোনভাবে আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহ ও Consciousness এর উদ্ভব ঘটায় ব্যাপারটি পুরোই জাদুর মত হবে যেমনি হামজা জর্জিসের উদাহরণটি উল্লেখ করেছিলাম পাথর ঘষলে প্রজাপতি বের হবার মত ব্যাপার-স্যাপার।

আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বেশ কিছু মানুষের মস্তিষ্কের কিছু অংশ অপসারণ করা হয়েছে কিন্তু তারা এরপর একই মানুষই থেকেছেন। তাদের মানসিক অবস্থা আগের ৯০% হয় নি বা ৫০% হয় নি। হ্যাঁ, তারা মস্তিষ্কের অনেক জড় ফাংশন, সামর্থ্য বা মেমোরি হারিয়েছেন কিন্তু মন কখনো ভাগ হয় নি। সুতরাং যেহেতু আমাদের মনকে এবং Consciousness কে ভাগ করা যায় না কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ককে যায় তাই বলা যায় আমাদের মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াসমূহ এবং আমাদের মন / Consciousness একই নয়, আবার মস্তিষ্কের জড় প্রক্রিয়া থেকেও এদের উৎপত্তি ঘটে নি। তাই এটাই বলা যায় যে Consciousness এর কোন জড় ভিত্তি নেই কারণ এটি জড় জাতীয় কিছুই নয়।

স্পাইরিডন কাকোস তার একটি জার্নালে নিউরোসায়েন্স যে কখনো Consciousness কে ব্যাখ্যা করতে পারবে না সেই ব্যাপারে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন :

" •পারস্পরিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা মন বা Consciousness কে বুঝতে পারি।

•আমাদের মন মস্তিষ্কের কোষসমূহের সমষ্টির চেয়েও বেশিকিছু।

•নিউরোসায়েন্স কেবল ফাংশনাল টার্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু চেতনাকে(Consciousness) একটি ফাংশনাল সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

• জিনিসগুলি ব্যাখ্যা করার চেয়ে আরও অনেক কিছু আছে।

•মানুষের মেমরি সমস্যা। " [১০৩]

স্নায়ুবিজ্ঞান যে কখনই Hard Problem Of Consciousness সমাধান করতে পারবে না এই প্রসঙ্গে ডেভিড প্যাপিনোর একটি আর্গুমেন্ট আছে এবং এটা বেশ ইন্টারেস্টিং।

আর্গুমেন্ট টি হলো[১০৪] :

i	• E নামক একটি স্নায়ু-রাসায়নিক ঘটনা P নামক একটি conscious experience এর অনুরুপ।
ii	• E অনুপস্থিত থাকতে পারে না যখন P এর উপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।
iii	• E উপস্থিত থাকতে পারে না যখন P এর অনুপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।
iv	• P এর জন্য E প্রয়োজনীয়ভাবে (Necessarily) উপস্থিত থাকে।।
v	• E মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকতে পারে যখন P এর উপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।
vi	• E মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতে পারে যখন P এর অনুপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়।
vii	• P এর জন্য E এর জরুরি নয়।

ডেভিড প্যানিনোর আর্গুমেন্ট টিকে সহজ করে বুঝালে বিষয়টা দাঁড়ায় –

যদি Consciousness এর ভিত্তি হিসেবে মস্তিষ্কের ফাংশনকে দাঁড় করাতে হয়, তাহলে Consciousness এর জন্য মস্তিষ্কের ফাংশনকে সবসময় উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই কোন স্নায়ু-রাসায়নিক ফাংশন ছাড়াই Subjective Conscious Experience করেছে কোন ব্যক্তি অনুভব করেছে। আবার স্নায়ু-রাসায়নিক ফাংশন বিদ্যমান ছিল কিন্তু Subjective Conscious

Experience ঘটে নি এমন ও কেস দেখা গেছে। ফল স্বরুপ বলা যায় Subjective Conscious Experience জন্য স্নায়ু-রাসায়নিক ফাংশন জরুরি নয়।

ফিলোসফার কলিন ম্যাকগিন বলেছেন,

" বস্তুবাদের সমস্যা হলো এটি এমন কিছু বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে মন কে গঠন করার চেষ্টা করে যেগুলো মেন্টালিটিতে যোগ হওয়াকেই অস্বীকার করে " [১০৫]

এসব বস্তুবাদীরা আসলে আমাদের ব্যক্তিস্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতাকে এমন কিছু জিনিস থেকে গঠন করা চেষ্টা করছে যেগুলোই আমরা ব্যক্তিস্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভব করি। ব্যাপার এমন যেন পরিবেশের রঙ থেকে আমাদের চোখ গঠনের চেষ্টা! বরং এর উল্টোটাই বেশ সহজ। অ্যান্দ্রে লিন্ডে বলেছেন,

" চলুন আমরা মনে করি যে, জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পদার্থ দিয়ে নয় বরং উপলব্ধি দিয়ে শুরু হয়। এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে আমার ব্যথার অস্তিত্ব আছে, আমার 'সবুজ' বিদ্যমান, এবং আমার 'মিষ্টি' বিদ্যমান... বাকি সব কিছুই একটা তত্ত্ব।"[১০৬]

সব শেষে এটাই বলা যায় Hard Problem of Consciousness কঠিনই রয়ে গেছে যেটা আমাদের বলে আমাদের Consciousness কে পদার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

---

[৮৪]- The Divine Reality Book,Chapter7: Argument from Consciousness,P. 159

[৮৫]- Mark Sprevak, University of Edinburgh, Philosophy and the Sciences : Introduction to the philosophy of cognitive sciences, week 2, What is consciousness Part 1

[৮৬]Spyridon Kakos, "Consciousness and the End of Materialism: Seeking identity and harmony in a dark era", International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol 2, No 2 (2018), P. 19

[৮৭] GoToStage;The Divine Reality Course(week8)- An argument from consciousness

[৮৮]Manzoti, R. and Moderato, P. (2014). Neuroscience: Dualism in Disguise. In: Lavazza, A. and Robinson, H. (ed.). Contemporary Dualism: A Defense. Abingdon: Routledge, p. 82.

[৮৯]GoToStage;The Divine Reality Course(week8)- An argument from consciousness

[৯০] Idealist : মনই সব কিছু

Substance Dualist : মন এবং পদার্থ উভয়ই বিদ্যমান

Physicalist : পদার্থই সবকিছু

[৯১]Hard Problem of Consciousness : Irreducible Mind(Part2); InspiringPhilosophy

[https://www.youtube.com/watch?v=-PX1RuXU4_o]

[৯২]Book : Contemporary Arguments in Natural Theology ; The Argument from Phenomenal Consciousness J. P. Moreland, p.150

[৯৩]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_identity

[৯৪] Book: The Conscious Mind(David J. Chalmers);P.124

[৯৫] Book: Philosophy of Mind(Jaegwon Kim)3rd Edition ; P.14

[৯৬] Book: From Metaphysics to Ethics(Frank Jackson);Pages 1-5

See also: Moreland, J. P "Subsfance Dualism and the Unily of Consciousness." The Blackwell Cormpanion to Substance Dualism, by Jonathan J. Loose, John Wiley & Sons inc., 2018, pp. 184-207.

[৯৭]Book: The Waning of Materialism;Robert C. Koons & George Bealer (eds.), Page 182

[৯৮] Category Error : এটি এক ধরণের শব্দার্থক বা অনটোলজিক্যাল ত্রুটি যেখানে কোন জিনিসের উপর এমন বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করা হয় যা তার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা নেই।

[৯৯]Hard Problem of Consciousness : Irreducible Mind(Part2); InspiringPhilosophy

[https://www.youtube.com/watch?v=-PX1RuXU4_o]

[১০০]The Future of God Debate Sam Harris and Michael Shermer vs Deepak Chopra and Jean Houston [https://youtu.be/Mn2ZzD9wJhE]

[১০১]Book: The Mysterious Flame(Colin McGinn);P.16

[১০২]Book: Book: The Waning of Materialism;Robert C. Koons & George Bealer (eds.), P.168

[১০৩]Spyridon Kakos, "Consciousness and the End of Materialism: Seeking identity and harmony in a dark era", International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol 2, No 2 (2018)

[১০৪]GoToStage;The Divine Reality Course(week8)- An argument from consciousness

[১০৫]Book: The Mysterious Flame(Colin McGinn);P.28

[১০৬]Linde, Andrei.“Universe, Life, Consciousness.” 1998, p.12.

বইয়ে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা

Cerebral Localization: সেরেব্রাল লোকালাইজেশান হল মস্তিষ্ক সংক্রান্ত স্থানীয়করণ। আমাদের সেরিব্রাল কর্টেক্সকে বিভিন্ন অংশে ম্যাপিং করা এবং বিভিন্ন সেরেব্রাল ফাংশনের সাথে এই অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো ।

Abstract Thought: বিমুর্ত চিন্তা।

Theory of Phrenology: ফ্রেনোলজি হল ব্যক্তিগত চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গুণাবলির উপর বিদ্যা যা এগুলোকে মাথার খুলির আকার ও আকৃতির ফলস্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করে। উনিশ শতাব্দীতে ফ্র্যাঞ্জ যোসেফ গ্যাল এই তত্ত্ব ডেভেলপ করেন। ফ্রেনোলজি এই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করা যাতে ভাবা হয় মানবমন মস্তিষ্ক থেকেই উৎসরিত এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন জড় অংশ ব্যক্তির স্বভাবে অবদান রাখতে পারে। এই তত্ত্বের সায়েন্টিফিক সাপোর্ট কম হবার কারণে একে স্যুডোসাইন্স হিসেবে ধরা হয়।

Dualist: এদের মতে আমরা মন ও দেহের (জড়বস্তু) সমন্বয়। আমরা শুধু কেবল পদার্থই নই, আমাদের অবস্তুগত মন আছে।

Corpus Collosum: এটি হল ফাইবারের বান্ডল যা আমাদের দুটি হেমিস্ফিয়ারকে সংযুক্ত করে রাখে।

Split Brain Operation: এর অন্য নাম Corpus Callosotomy, এই অপারেশন এমন সব রোগীদের করা হয় যাদের অনেক গভীর পর্যায়ের অনিয়ন্ত্রিত মৃগীরোগ আছে।

Seizure: Seizure হলো মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে কম সময়ের মধ্যে অনেকগুলো অনিয়ন্ত্রিত তড়িৎ প্রক্রিয়ার স্ফূলন যেগুলো অস্থায়ী অস্বাভাবিকতা তৈরী করে – (i) পেশী সঞ্চালনে: কাঠিন্যতা, ঝাঁকি দেওয়া ইত্যাদি, (ii) আচরণে, চেতনা ও অনুভূতিতে।

Idealist : এদের মতে মনই সব কিছু।

Epilepsy Neurosurgery: এই পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের এমন একটি অংশে সার্জারী করা হয় যেখানে seizure ঘটে।

Epilepsy : মৃগীরোগ

Persistent Vegetative Stage : এটি হল এমন অবস্থা যখন কোন ব্যক্তির এতই ভয়াবহভাবে মস্তিকের ড্যামেজ হয় যে, তারা Consciousness এর কোন চিহ্নই দেখায় না।

Functional magnetic resonance imaging (fMRI): এটি মস্তিষ্কের কার্যকলাপের সাথে ঘটে এমন রক্ত প্রবাহের ছোট পরিবর্তনগুলো পরিমাপ করে। এই পদ্ধতি মস্তিষ্কের মধ্যে অস্বাভাবিকতা(abnormalities) সনাক্ত করতে পারে যা অন্যান্য ইমেজিং কৌশলের মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

Readiness Potential: ব্যক্তি কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় হাফ সেকেন্ড আগে তার ব্রেইন ওয়েভে একটি স্পাইক ঘটে। এটিকেই বলে Readiness Potential।

Neuro Plasticity: Cognitive থেরাপি নিউরোলজিক্যাল রোগের চিকিৎসায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, এটি দেখায় যে, মন মস্তিষ্কের উপর কার্যকারণ প্রয়োগ করে।

Placebo Effect: প্লাসেবো এফেক্টে একটি 'ডামি' ব্যবহার করা হয়, কার্যকারণভাবে নিরপেক্ষ (অকার্যকর) থেরাপি একজন সরল বিশ্বাসী রোগীর উপর যিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি আসলে ওষুধ গ্রহণ করছেন।

Property Dualism: এটি মন দর্শনের বিভিন্ন অবস্থানগুলোর একটি শ্রেণী যেটার মতে, যদিও পৃথিবী কেবল এক ধরণের পদার্থ দিয়ে গঠিত—জড় ধরণের—তবুও সেখানে দুটি স্বতন্ত্র ধরণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: জড় বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য।

Cognitive Neuroscience: কগনিটিভ স্নায়ুবিজ্ঞান হল অধ্যয়নের সেই ক্ষেত্র যেখানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর নিউরাল স্তরগুলোতে মনোনিবেশ করা হয় । এটি মনোবিজ্ঞান এবং স্নায়ুবিজ্ঞানের সংযোগস্থলে রয়েছে, তবে শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান, কগনিটিভ মনোবিজ্ঞান এবং নিউরোসাইকোলজির সাথেও জড়িয়ে আছে।

Intentionality: এটি হল কোনকিছুর সেই সামর্থ্য যা অন্য কোনকিছু সম্বন্ধিত।

Teleology: এর আরেকনাম উদ্দেশ্যবাদ। টেলিওলজি হল প্রকৃতিতে থাকা প্রসেসগুলোর একটা প্রবণতা - কোথাও গমন করা প্রসঙ্গে, কোনকিছুতে পরিণত হওয়া প্রসঙ্গে।

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): এটি এমন একটি ব্যধি যেটায় আক্রান্ত রোগীরা পুনরাবৃত্তিমূলক কিছু করার জন্য কিছু অবাঞ্ছিত চিন্তা, ধারণা বা সংবেদন থেকে চালিতবোধ করে।

Compulsive Impulses : বাধ্যতামূলক আবেগসমূহ ।

Consciousness : চেতনা ।

Subjective Conscious Experience: ব্যক্তিস্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতা যেগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

Sentience : এর মানে হল সংবেদিতা। এটি Consciousness এর একটি প্রকার যেটা দ্বারা বুঝায় কোন প্রাণী বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে আচরণ করে এবং এটি তার পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল।

Qualia : আমাদের ব্যক্তি স্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত Consciousness ।

The Hard Problem of Consciousness : কিভাবে ব্যক্তিস্বতন্ত্র(Subjective) অভিজ্ঞতাসমূহ জড় Objective মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি লাভ করে, এই সমস্যা।

Epistemic Gap: অন্যের ব্যক্তিস্বতন্ত্র চেতন অভিজ্ঞতা জানার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের ঘাটতি।

Ontological Gap: এটি আমাদের Consciousness এর উৎস সম্পর্কিত। কিভাবে মস্তিষ্কের জড় অন্ধ প্রক্রিয়া হতে Consciousness এর উদ্ভব ঘটে, আর জড়

প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া হতে যদি Consciousness এর উদ্ভব না ঘটে তাহলে এর প্রকৃত উৎস কি?

Eliminative Materialism: এটি হল বজর্নমুখী বস্তুবাদ। এদের মতে সবকিছুকেই জড় প্রক্রিয়ায় সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এরা Subjective Conscious Experience যে আছে সেটার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে সরাসরি। তাদের কাছে Subjective Conscious Experience হলো মায়া/ভ্রম (Illusion)।

Reductive Materialism: খন্ডতামূলক বস্তুবাদ। এই মতবাদ Subjective Conscious Experience এর অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু জড় প্রক্রিয়া থেকে একে আলাদা করতে চায় না। তাদের মতে Subjective Conscious Experience এবং স্নায়ু-রাসায়নিক কর্মকান্ড একই ও তারা ভাবে জড়প্রক্রিয়া দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

Behaviourism: আচরণবাদ। এটি বলে অনুভূতিকে আচরণের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব ।

Functionalism: কার্যবাদ। এটি বলে আমাদের কাজ হলো – ইনপুট, মানসিক অবস্থা আর ফলের মধ্যে সম্বন্ধ।

Physical Truths: জড়বাদজাত সত্য।

Reductive Explanation (হ্রাসকৃত ব্যাখ্যা): এটি হল উচ্চ লেভেলের কোন ঘটনাকে নিম্ন লেভেলের সুত্র ও পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। যেমন : গ্যাসের উচ্চ লেভেলের চাপ ও তাপমাত্রা সংক্রান্ত ঘটনাকে নিম্ন লেভেলের সূত্র ও গ্যাসের অনুর গঠনের পদ্ধতিতে দিয়ে ব্যাখ্যা করা।

Philosophical Naturalism: এটি বস্তুজগতের বাইরে সব অবস্তুগত ব্যাপার সরাসরি অস্বীকার করে।

Methodological Naturalism: এটি বস্তুজগৎ নিয়ে কাজ করে অবস্তুগত ব্যাপার আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু অস্বীকারও করে না সরাসরি।

Physicalist: এর মতে পদার্থই সবকিছু।

Causal Relation: কার্যকারণ সম্বন্ধ।

Aboutness: কোন কিছুর দিকে নির্দেশিত হওয়া।

Unified Visual Experience: একীভূত দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা।

Law of Identity: এটি অনুযায়ী দুটি জিনিসকে একই বলা যাবে যদি তাদের একই বৈশিষ্ট্য থাকে।

Category Error: এটি এক ধরণের শব্দার্থক বা অনটোলজিক্যাল ত্রুটি যেখানে কোন জিনিসের উপর এমন বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করা হয় যা তার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা নেই।

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ তানভীর হাসান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করেছেন । University of Edinburgh থেকে অনলাইনে দর্শন শাস্ত্রের উপর বেশ কিছু কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

"বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ" বইটি দিয়ে প্রথম কোন বইয়ের ওপর কাজ করা। এটি তার দ্বিতীয় বই। তার আগ্রহের বিষয় ফিলোসফি অব মাইন্ড, ফিলোসফি অব সায়েন্স।

https://muhammadtanvirhasanofficial.wordpress.com
https://www.facebook.com/tanvir.epistemix/

আর্টিকেল ও গ্রন্থাবলী

১. Mind-brain interaction: Mentalism, yes; dualism, no ; R. Sperry (1980)
২. Mystery of the Mind, Wilder Penfield
৩. Detecting Awareness in the Vegetative State; Adrian M. Owen et al. (2006); Science 08 Sep 2006:Vol. 313, Issue 5792, pp. 1402
৪. Do We Have Free Will? ; Benjamin Libet; Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8-9, 1999, pp. 47-57
৫. Philosophical foundations of neuroscience; M. R. Bennett & P. M. S. Hacker
৬. Relational Intentionality: Brentano and the Aristotelian Tradition; Hamid Taieb
৭. https://mindmatters.ai/2021/02/a-reader-asks-does-neuroscience-disprove-free-will/

৮. https://mindmatters.ai/2020/12/why-consciousness-shows-that-materialism-is-false/

৯. https://mindmatters.ai/2020/12/has-neuroscience-proved-that-the-mind-is-just-the-brain/

১০. https://mindmatters.ai/2020/10/why-as-a-neurosurgeon-i-believe-in-free-will/

১১. https://mindmatters.ai/2020/08/why-the-mind-cant-just-be-the-brain/

১২. https://mindmatters.ai/2020/05/is-materialism-falsifiable-yes-easily/

১৩.https://mindmatters.ai/2019/12/why-materialism-fails-as-a-science-based-philosophy/

১৪. https://mindmatters.ai/2019/07/a-materialist-neuroscientist-continues-the-argument-with-himself/

১৫. https://mindmatters.ai/2019/07/what-is-abstract-thought-a-reply-to-dr-ali/

১৬. https://mindmatters.ai/2019/07/do-forced-thinking-seizures-show-that-abstract-thought-is-a-material-thing/

১৭. https://mindmatters.ai/2019/06/do-epileptic-seizures-cause-abstract-thoughts/

১৮. https://mindmatters.ai/2019/06/atheist-psychiatrist-misunderstands-evidence-for-immaterial-mind/

১৯. https://mindmatters.ai/2018/08/the-brain-is-not-a-meat-computer/

২০. https://evolutionnews.org/2019/01/jerry-coyne-and-the-consequences-of-denying-free-will/

২১.https://evolhttps://evolutionnews.org/2018/07/neurosurgeon-wilder-penfield-on-free-will/utionnews.org/2018/07/is-free-will-an-illusion/

২২. https://evolutionnews.org/2017/07/what-is-form/

২৩. https://evolutionnews.org/2016/08/teleology_and_t/

২৪. https://muslimmatters.org/2011/11/23/free-will-and-determinism-from-a-scientific-and-religious-perspective/

২৫. https://www.discovermagazine.com/mind/your-brain-is-not-a-computer-it-is-a-transducer

২৬. https://mindmatters.ai/2021/08/a-neuroscience-theory-that-actually-helps-explain-the-brain/

২৭. https://winteryknight.com/2015/08/29/studies-by-ucla-neuroscientist-jeffrey-schwartz-falsifies-materialist-determinism

২৮. CONSCIOUSNESS A Very Short Introduction (Susan Blackmore)

২৯. Foundations of Consciousness (Antti Revonsuo)

৩০. the character of consciousness (David J. Chalmers)

৩১. Consciousness and its Place in Nature (David J. Chalmers)

৩২. Book: The Divine Reality (2020 Edition)

৩৩. Contemporary Arguments in Natural Theology

৩৪. The Conscious Mind (David J. Chalmers)

৩৫. Philosophy of Mind (Jaegwon Kim)3rd Edition

৩৬. From Metaphysics to Ethics (Frank Jackson)

৩৭. The Blackwell Cormpanion to Substance Dualism, by Jonathan J. Loose, John Wiley & Sons inc., 2018

৩৮. The Waning of Materialism;Robert C. Koons & George Bealer (eds.)

৩৯. The Mysterious Flame (Colin McGinn)

৪০. Spyridon Kakos, "Consciousness and the End of Materialism: Seeking identity and harmony in a dark era", International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol 2, No 2 (2018)

৪১. Linde, Andrei.“Universe, Life, Consciousness.” 1998

৪২. Jackson, Frank (1982). "Epiphenomenal Qualia". Philosophical Quarterly. 32 (127

৪৩.দা ডিভাইন রিয়ালিটি(অনুবাদ),হামজা জর্জিস,সিয়ান পাবলিকেশন ২০২০

88. Book : The Existence of God(Richard Swinburne) Oxford:Clarendon (1979)

৪৫. Book : Contemporary Arguments in Natural Theology

বস্তুবাদ,

একটি ওয়ার্ল্ড ভিউ যা আমাদের বলে আমাদের ইচ্ছাশক্তি, আবেগ , উদ্দেশ্য এসব নাকি ভ্রম। আমাদের জীবন নাকি শুন্যস্থানে ভেসে থাকা পরমাণু থেকে বেশি কিছু নয়। এই বস্তুবাদী চিন্তাধারা আমাদের বেশিরভাগের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে কোন না কোন ভাবে। বস্তুবাদকে সত্য মানলে আসলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে কিছু থাকে না, থাকে না ভালো খারাপের নীতিবোধ থাকার যৌক্তিকতা। বস্তুবাদীদের দাবী কতটা সঠিক? চলুন জেনে নেই বস্তুবাদের এমন সব অসাড়তা যেগুলো কখনই কোন বস্তুবাদী চাইবে না সবাই জানুক। এই বইয়ে বস্তুবাদের সেসব অসাড়তাকেই বিশদভাবে তুলে ধরেছি।

ILLUMINE